উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৪,৬৭৫.০৮ (-২০.৪৬)

নিফটি : ২৫,৯৩৮.৮৫ (-৩.২৫)

পুতিনের বাসভবনে হামলা
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নভগোরদের বাসভবনে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ড্রোন হামলার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ নরেন্দ্র মোদি ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের। » ৭

বাংলাদেশে হিন্দু খুন
আবার পদ্মাপারে হিন্দু হত্যা। সোমবার ময়মনসিংহের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করছিলেন ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন শ্রমিক। আচমকা তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৪°	১২°	২৪°	১২°	২৫°	১২°	২২°	১১°

ভাইজানের সিনেমায় ক্ষুব্ধ চিন, পাশে কেন্দ্র » ৭

১৫ পৌষ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 31 December 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 222

তুষারপাতে বর্ষবরণ! ● হাড়হিম ঠান্ডায় ঘরবন্দি উত্তরবঙ্গ

শ্বেতশুভ্র সিকিম। বরফের চাদর বিছিয়ে জিরো পয়েন্টে।
(নীচে) ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে পারদ নামল। শীতের চাদরে মোড়া জলপাইগুড়ি শহর। ছবি : মানসী দেব সরকার

সাদা চাদরে ঢাকল সীমানা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : তুষারপাতকে সঙ্গী করে পাহাড়ে বর্ষবরণ হবে বলে অনেকেই অপেক্ষায় ছিলেন। তার ২৪ ঘণ্টা আগেই সুখিয়াপোখরির সীমানা এলাকা সাদা দানায় ঢাকা পড়ল। একে তুষারপাত বলা যায় কি না তা নিয়ে বিভ্রান্তিও ছড়াল। তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়ে মঙ্গলবার ফ্রস্ট (তীব্র শীতে জলীয় বাষ্পের পাতলা বরফে পরিণত হওয়া) হয়েছে বলে অনেকেরই দাবি। আবহবিদরা অবশ্য বলছেন, দুপুর-বিকেলে ফ্রস্ট হলেও সীমানা, ফালুটে সন্ধ্যা-রাতে তুষারপাত হয়েছে। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সান্দাকফু সহ শৈলরানি দার্জিলিংয়ের অন্যত্রও তুষারপাত হবে বলেই তাঁরা জানিয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'এখন আর নতুন করে ফ্রস্টের সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রার অস্বাভাবিক পতনে উত্তর সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের কিছু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনাই প্রবল। পাশাপাশি পাহাড় ও সমতলের কিছু এলাকায় বৃষ্টিও হবে।'

শেষ কবে ডিসেম্বরে উত্তরবঙ্গে এমন জাঁকিয়ে শীত পড়েছে তা অনেকেরই মনে নেই। কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর লেখা 'শীতকাল কবে আসবে, সুপর্ণা'-কে কোট করে এই সময়টায় যাঁরা নিয়মিত আক্ষেপ করেন, এবারে তাঁদের স্পিকটি নট।

এরপর দশের পাতায়

2026 নববর্ষের উপহার

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। ২০২৬ সালের একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডার সংবাদপত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। বৃহস্পতিবার পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে কাগজের সঙ্গে ক্যালেন্ডারটি চেয়ে নিতে ভুলবেন না।

প্রকাশক

বঙ্গজয়ের অঙ্ক কষা শুরু

তিনদিনের সফরে বাংলায় অমিত শা। জনসভা না করলেও মেরুকরণের তাসে বঙ্গজয়ের ইঙ্গিত দিলেন তিনি। পালটা হুংকার ছাড়লেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

'ফাটাফাটি' খেলা, হুমকি মমতার

দীপেন ঢাং ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

বড়জোড়া ও কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : 'খেলা হবে'- তৃণমূলের পুরোনো স্লোগান। ২০২৬-এর ভোটে সেই খেলার আরেক নাম দিলেন তৃণমূল নেত্রী। বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় মঙ্গলবার দলীয় জনসভায় ভাষণ দেন তিনি। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এবারও খেলা হবে। সেই খেলার নাম হবে ফাটাফাটি। ফাটাফাটি খেলা হবে। কেউ ভয় পাবেন না।' ফাটাফাটি শব্দটি বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করেন তিনি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই শব্দটি বহুল প্রচলিত।

কার্যত রণংদেহি মেজাজে আগাগোড়া ভাষণ দেন মমতা। বিজেপি তো বটেই, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও নির্বাচন কমিশনকে তিনি নিশানা করেন কড়া ভাষায়। উপলক্ষ্য সেই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)। এর আগে তৃণমূল নেত্রী অনেকবার বলেছেন, এসআইআর হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে। তাঁর নাম উচ্চারণ না করলেও 'দুঃশাসন' ও 'শকুনি মামার চেলা' বিশেষণগুলি যে শা-কে লক্ষ্য করে, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

তৃণমূল নেত্রীর কথায়, এসআইআর আসলে এনআরসি-র ছদ্মরূপ। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ার চাপে ইতিমধ্যে রাজ্যে প্রায় ৬০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

অনুপ্রবেশ তাসে মেরুকরণ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : ফের মেরুকরণই। তবে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত ছাপিয়ে অনুপ্রবেশের তাসে মেরুকরণ। জনসভা না করলেও তিনদিনের সফরে কলকাতায় এসে সেই বার্তা বুঝিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এসআইআর-এ বহু নাম বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বিজেপির মতুয়া সমর্থন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আশ্বাস দিয়ে মতুয়াদের অসন্তোষ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন বটে শা। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে

বাংলায় বুঝিয়ে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অনুপ্রবেশকেই মূল হাতিয়ার করার বার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠল মঙ্গলবার।

সল্টলেকে দলের কোর কমিটির পর মঙ্গলবার বিকালে আরএসএস-এর রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত। কোর কমিটির বৈঠকে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে মতুয়া সহ লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থীর নাম বাদ পড়ার প্রসঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বকে আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন, 'বিষয়টা আমার ওপর ছাড়ুন। আমি বুঝে নেব (ইয়ে মেরা জিম্মেদারি হায়, ম্যায় ইস মামলা সামাল লুঙ্গা)।'

তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় অনুপ্রবেশে মদত ও তোষণের অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নতুন নয়। সেই ভাষাতেই তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংকের স্বার্থে কাজে লাগায় তৃণমূল। এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের বিরোধিতার কারণ সেটাই। অনুপ্রবেশের জন্য বিএসএফকে দায়ী করার প্রশ্নে রাজ্যের তোলা অভিযোগ খারিজ করেন শা।

অনুপ্রবেশকারী বলতে বিজেপি শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিশানা করে থাকে। ফলে অনুপ্রবেশ অস্ত্রে মুসলিম বিরোধিতার বার্তা স্পষ্ট। ঘুরিয়ে এই প্রচারে মেরুকরণ তাই এবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপির সম্বল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেটাই বুঝিয়ে দিলেন বুধবার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে কড়া ভাষায় তিনি বলেন, 'কোন সরকার আছে, যারা সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দেয় না? আপনি জবাব দিতে না পারলে আমি দিচ্ছি। জমি দেয় না শুধু আপনার সরকার। আপনার প্রশ্রয়ে এখানে অনুপ্রবেশ হচ্ছে এবং তাদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।'

শা'র কথায়, 'জল-জঙ্গল (কার্যত যেখানে কাঁটাতার নেই) পেরিয়ে যে অনুপ্রবেশকারীরা এরাজ্যে ঢুকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে, তাদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড করে দিচ্ছে আপনার প্রশাসন। আপনার পুলিশই তাদের গ্রেপ্তার করে না। পরে অন্য রাজ্য থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দেখা যায়, তাদের ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি হয়েছে এই রাজ্যে।'

এব্যাপারে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, 'দেশের স্বার্থে বিজেপি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে।

এরপর দশের পাতায়

ভিনরাজ্যে থাকায় সমস্যা

শুনানি নিয়ে হয়রানি ভোটারদের

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৩০ ডিসেম্বর : কেউ বিদেশে গিয়েছেন রোজগার করতে, কেউ বা ভিনরাজ্যে আছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। এসআইআরের শুনানির নোটিশ আসতেই দুশ্চিন্তায় তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। সমস্যার কথা জানাতে তাঁরা এদিন হাজির হলেন মালবাজারে বিডিও অফিসে।

ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনীর শুনানি চলছে রাজ্যজুড়ে। মঙ্গলবার ছিল দ্বিতীয় দিন। এদিনেও চরম ভোগান্তির শিকার হতে হল ভোটারদের। এদিন মাল বিডিও অফিসে পুর এলাকার ২, ১০ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের শুনানি ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসেছেন ছেলের নথিপত্র নিয়ে। ২ নম্বর ওয়ার্ডের কুমারপাড়ার বাসিন্দা সুরজ কর্মকার হোটেলে কাজের সূত্রে থাকেন বেঙ্গালুরুতে। তাঁর বাড়িতে নোটিশ পৌঁছাতেই দুশ্চিন্তায় পড়েন তাঁর ষাটোর্ধ্ব মা বকুল কর্মকার। ছেলের কাগজপত্র নিয়ে তিনি বিডিও অফিসে এসে লাইনে দাঁড়ালেন। বিএলও-কে কাগজপত্র দেখিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'ছেলে বেঙ্গালুরুতে কাজ করে, মালিক ছুটি দিচ্ছে না, তবুও ছেলেকে হাজির হতে বলা হয়েছে।' সুরজ ফোনে বললেন, 'কোনও ট্রেনের টিকিট নেই। জেনারেল টিকিট কেটেই রওনা হব। তবে ফিরে গিয়ে হোটেলের কাজ আর থাকবে কি না সেটা জানি না।'

মাল বিডিও অফিসের সামনে উৎকণ্ঠায় ভোটারদের পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার।

ক্যালটেক্স মোড়ের বাসিন্দা আনন্দকুমার প্রসাদের ছেলে উচ্চশিক্ষার জন্য বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে থাকেন। সেখানেই রাজীব গান্ধি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সম্প্রতি তাঁর পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আর এমন সময়ে ছেলের শুনানির নোটিশ এসেছে বাড়িতে। সেই নোটিশ নিয়ে আনন্দ প্রসাদ আর তাঁর স্ত্রী বিডিও অফিসে হাজির হন। লাইনে দাঁড়ানোর ফাঁকেই নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর প্রশ্ন, 'হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যখন অনলাইনে শুনানি হতে পারে তা হলে ভোটার তালিকা সংশোধনের শুনানি অনলাইনে কেন হবে না? অনলাইন শুনানি হলে আমার ছেলে ভুপালে বসেই সেখানে উপস্থিত থাকতে পারত। এখন ছেলে শুনানির জন্য এলে দুটো পরীক্ষা বাদ যাবে। আবার শুনানিতে না এলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে। বুঝতেই পারছি না কী করব।'

৮ নম্বর ওয়ার্ডের রিঙ্কু সিংহের ছেলের শুনানির তারিখ ৩ জানুয়ারি। ছেলে কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন।

এরপর দশের পাতায়

চা বাগানে সরকারি প্রকল্প কতটা সফল, খোঁজ অভিষেকের

রণজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৩০ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের শ্রমিকদের সমস্যাগুলি নিয়ে কয়েক বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাতেই সরকারি উদ্যোগে চা বাগানে ক্রেশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি, বাগানে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা, চা শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার জন্য বাস দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনার কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে? চা বাগান শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পাচ্ছেন কি না, পুজো বোনাস, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডেরই বা কী অবস্থা, বিধানসভা ভোটের আগে অভিষেক এই সমস্ত তথ্য উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক নেতাদের কাছে জানতে চাইছেন। ভোটে উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করতে অভিষেক চা বলয়কে পাখির চোখ করতে চাইছেন বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তথ্য জানতে চাওয়াই নয়, কী কী তথ্য কীভাবে, কতটা দিতে হবে, দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক তার ফর্ম্যাটও বানিয়ে দিয়েছে। তিনদিনের মধ্যে প্রতিটি জেলা থেকে এই তথ্য অভিষেকের অফিসে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

বাড়ছে জল্পনা

- চা শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস ও পিএফ পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য তলব করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
- বিধানসভা ভোটের আগে চা বলয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কৌশল জোরদার করছে তৃণমূল
- উত্তরবঙ্গের বহু চা বাগানে এখনও বকেয়া মজুরি ও পূর্ণ পুজো বোনাস মেলেনি, ফলে তথ্য তলবে জল্পনা
- চা বাগান অধ্যুষিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা ভরসা তৃণমূলের

জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার জলপাইগুড়িতে। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার পর মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম কুশীলব বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুতে অবশ্য শোক নেই জন্মভিটেতে। থাকবেই বা কেন! ভূমিকন্যাই যে চূড়ান্ত ভারতবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন।

প্রয়াত খালেদা জিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : অস্থিরতার বাতাবরণে বাংলাদেশে আরেক দুঃসংবাদ। খসে পড়ল রাজনীতির এক তারা। চলে গেলেন শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লিগ বিরোধী রাজনীতিতে বাংলাদেশের প্রধান মুখ খালেদা জিয়া। মৃত্যুর পর অবশ্য নিজের এই কট্টর বিরোধীকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম মুখ বলে স্বীকৃতি দিলেন হাসিনা।

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনের পাঁচদিনের মাথায় তাঁর মায়ের মৃত্যু বাংলাদেশে যে আবেগের জন্ম দিয়েছে, কোনও মহল তাকে অস্বীকার করতে পারছে না। 'আপসহীন নেত্রী' বলে পরিচিত খালেদার প্রয়াণ আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র পালে হাওয়া তুলবে কি না, তা বলার সময় না এলেও সকলে একমত যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা যুগের অবসান ঘটল।

অসুস্থ ছিলেন দীর্ঘদিন। সংকটজনক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু শারীরিক পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছিল। বয়সও হয়েছিল ৮০ বছর। শেষপর্যন্ত চিকিৎসকদের মরিয়া চেষ্টা ব্যর্থ করে মঙ্গলবার ভোরে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। কিডনি, হৃদরোগ ও নিউমোনিয়া সহ একাধিক শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে তিনি এক মাসেরও বেশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

জলপাইগুড়ির 'মেয়ে' বিউটি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : সাল-তারিখের হিসাব কষলে অনেককিছুই মিলবে না। তবে, জলপাইগুড়ি শহরের নয়াবস্তির অনেকেই দাবি করছেন, এখানেই এক বাড়িতে থাকত ছোট্ট 'বিউটি'। পরবর্তীকালে সারা দুনিয়া যাঁকে চিনেছিল বেগম খালেদা জিয়া নামে।

কোনও প্রামাণ্য নথি নেই, তবে স্থানীয় জনশ্রুতি রয়েছে, নয়াবস্তির এক বাড়িতেই জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদার। বাবা ছিলেন স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর হিসাবরক্ষক। জন্ম সাল খাতায়কলমে ১৯৪৫ বলা হলেও, স্থানীয়দের দাবি, এখানেই সুনীতিবালা বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাথমিকে পড়েছেন খালেদা। তাঁর মা-ও ওই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে অবশ্য শোকের চিহ্ন নেই তাঁর জন্মস্থানে। বরং, যাঁর সঙ্গে ভারতের নাড়ির যোগ তিনি কীভাবে ভারতবিদ্বেষী জামায়াতের সঙ্গে হাত মেলালেন, সেটা ভেবেই অবাক তাঁর জন্মভিটার প্রতিবেশীরা।

জলপাইগুড়ি শহরের বর্তমান আয়কর ভবনের বিপরীতে নয়াবস্তিপাড়ার গলিতে ফুটফুটে মেয়েটাকে সবাই বিউটি বলেই ডাকতেন। তাঁরই প্রতিবেশী ছিল জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান সচিব ভোলা মণ্ডলের পরিবার। এই বাড়ির উলটোদিকে, এখন যেখানে প্রয়াত অমরেন্দ্র চক্রবর্তীদের বাড়ি, সেই জমিতেই ছিল খালেদা জিয়াদের বাড়ি। ক্রীড়া সংস্থার সচিব জানালেন, তাঁর দিদি প্রয়াত সীয়ন মণ্ডলের সঙ্গে শহরের সুনীতিবালা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তেন বিউটিদিদি।

নয়াবস্তিপাড়ার এই জায়গায় খালেদা জিয়ারা থাকতেন বলে জনশ্রুতি।

স্থানীয় সূত্রেই জানা গেল, খালেদার ঠাকুরদা ছিলেন অবিভক্ত জলপাইগুড়ির ল্যান্ড অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার। ঠাকুমাকে সকলে বুড়িমা নামেই ডাকতেন। খালেদার বাবা ইসকন্দর মিয়াঁ শহরের বাবুপাড়ায় নীলাঞ্জন দাশগুপ্তদের পৈতৃক দাস অ্যান্ড কোম্পানিতে কাজ করতেন। দাস পরিবারের চা বাগানের শেয়ার কেনাবেচা ও পরিবারের বেসরকারি ব্যাংকিংয়ের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। দাশগুপ্ত পরিবারের সদস্য নীলাঞ্জনবাবু জানালেন, তাঁদের কোম্পানির খাতায় ইসকন্দর মিয়াঁর উল্লেখও আছে। তবে খালেদার কোনও স্মৃতি তাঁর নেই।

স্থানীয় প্রবীণদের অনেকেই জানালেন, বুড়িমার দুই মেয়ে ছিলেন লিলি ও রেণু। লিলির বড় মেয়ে ছিলেন বিউটি, যাঁকে খালেদা জিয়া নামে পরবর্তীতে সবাই চেনেন।

এরপর দশের পাতায়

জলদাপাড়ায় দালালদের জালিয়াতির অভিযোগ

সাফারিতে দ্বিগুণ খরচ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩০ ডিসেম্বর : যা টিকিট, দিতে হচ্ছে তার দ্বিগুণ মূল্য। পর্যটনের ভরা মরশুমে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে কার সাফারির টিকিট পেতে দালালচক্রের হাতে পড়ছেন বেড়াতে আসা মানুষজন। যেমন সিনেমা হলের বাইরে হিট ছবির টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি হয়, ঠিক তেমনই। এদিকে অবৈধভাবে টিকিট কেটে নেওয়ায় ভোররাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও অন্য পর্যটকরা টিকিট পাচ্ছেন না। নিয়মমাফিক, একটি সাফারির গাড়িতে ৬ জনের জন্য ১৭৫০ টাকা দিতে হয়। ট্রলি লাইনের জন্য দিতে হয় ১৮৫০ টাকা। বর্তমানে এই দালালরা টিকিটের পরিবর্তে পর্যটকদের কাছ থেকে প্রায় ৩৫০০-৪০০০ টাকা চাইছেন বলে অভিযোগ। গত ৫ অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর টিকিট বুকিংয়ের কাউন্টারটি নর্থ রেঞ্জ থেকে থানার কাছে যুব আবাসের সামনে কর্মতীর্থ ভবনের একটি ঘরে সরিয়ে আনা হয়েছে। এরপর থেকেই ওই কালোবাজারির মাত্রা ছাড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মূলত দুইরকম কায়দায় চলছে কালোবাজারি। মাদারিহাটের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দালালচক্রের সদস্যরা বুকিং কাউন্টার খুলতেই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। টিকিট দেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা পর্যটকদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো টাকা হাঁকছেন। এছাড়া কয়েকজন দালাল লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের নামে এবং ভুয়ো কয়েকটি পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি দিয়ে টিকিট কেটে নিচ্ছেন। এরপর অন্য পর্যটকদের কাছে তা চড়া দামে বিকোচ্ছেন। এমনকি গাড়িতে উঠে তাঁরাও জঙ্গলের ভিতরে চলে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। যদিও এভাবে কাটা টিকিটের রেট একটু কম। লাইনে যে দাঁড়াবে বন দপ্তর তাঁকেই টিকিট দিতে বাধ্য। কিন্তু নিয়মের ফাঁকে এভাবেই চলছে জালিয়াতি। এপ্রসঙ্গে জলদাপাড়া ইকো রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার মণীন্দ্র মহন্ত বলেন, 'সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় লাইনে কে দাঁড়াচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা নিরাপত্তারক্ষী চেয়ে মাদারিহাট থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানাব।'

এদিকে শীতের ছুটিতে জঙ্গলে বেড়াতে আসা পর্যটকরা পুরো বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কষ্ট করে এসেও টিকিট না পেয়ে তাঁরা হতাশ। যেমন, কলকাতার এক পর্যটক শংকর ভট্টাচার্য জানালেন, গত তিনদিন লাইনে দাঁড়িয়েও তিনি কার সাফারির টিকিট পাননি। আবার ভারতীয় বায়ুসেনায় কর্মরত আরেক পর্যটক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'প্রতিদিনই কাউন্টারে এসে শুনছি সাফারির টিকিট শেষ। বেড়াতে এসে এভাবে হয়রান হতে হবে ভাবিনি।'

অন্যদিকে, জলদাপাড়ার পর্যটন ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাস জানালেন, এইসব ঘটনার জন্যই মাদারিহাট তথা জলদাপাড়ার মুখ পুড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী পর্যটকদের কথা ভেবে নানা চার্জ তুলে দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ফায়দা তুলছে দালালচক্র। সঞ্জয়ের কথায়, 'আমরা বন দপ্তরকে বহুবার আবেদন করেছি যাতে অনলাইনে টিকিট বুকিং চালু করা হয়। কিন্তু তা কেন করা হচ্ছে না, জানি না।' অন্যদিকে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপও জানান, অবস্থা ভয়ংকর। যে পর্যটক টিকিটের জন্য ভোর রাত থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি টিকিট পাওয়ার আগেই টিকিট শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলিতে এই চক্র আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এদিকে সঞ্জয় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন। কারণ সকাল সাড়ে আটটার কার সাফারির টিকিট দেওয়া হয় সেদিনই এক ঘণ্টা আগে। ফলে কিছু ভিড়ের কথা মাথায় রেখে কিংবা লজের দূরত্বের জন্য পর্যটকদের অনেক ভোরে টিকিট বুক করতে আসতে হয়। রাস্তাঘাটে যে কোনও মুহূর্তে হাতির হানার ভয় রয়েছে। সেক্ষেত্রে পর্যটকদের কিছু হলে কে দায় নেবে, সেই আশঙ্কা থেকেই যায়।

টিকিট কাউন্টারের সামনে পর্যটকদের ভিড়। মাদারিহাটে।

> সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় লাইনে কে দাঁড়াচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা নিরাপত্তারক্ষী চেয়ে মাদারিহাট থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানাব।
>
> **মণীন্দ্র মহন্ত** *রেঞ্জ অফিসার, জলদাপাড়া ইকো রেঞ্জ*

আরাবল্লি আন্দোলন চলবে, সিদ্ধান্ত পর্বতারোহী সংস্থার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ ডিসেম্বর : আরাবল্লি পর্বতমালায় খননের কেন্দ্রীয় অনুমোদনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পর্বতারোহী সংস্থার রাজ্য সম্মেলনে। মঙ্গলবার সম্মেলনের শেষ দিনে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিদের নিয়ে উদ্যোক্তারা বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাস, বাহিন রাজবাড়ি ও বিন্দোলের ঐতিহ্যবাহী ভৈরবী মন্দির ছিল। আয়োজক সংস্থার আহ্বায়ক মনোতোষ সেন বলেন, '২৭ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল রাজ্য সম্মেলন। আজ শেষ হল। চারদিনের সম্মেলনের শেষে সিদ্ধান্ত হয়, আরাবল্লি নিয়ে রাজ্যের সর্বত্র আমরা আন্দোলন করব। জেলা থেকে বহু পর্বতারোহী সংস্থা এসেছিল। সবাই নিজ নিজ সংগঠনের ব্যানারে প্রকৃতি রক্ষার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আরবল্লিকে রক্ষা করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এমন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে পাহাড়, পর্বত ও প্রকৃতির ওপর কেউ থাবা বসানোর সাহস না পান।'

কর্ণজোড়ায় তিস্তা আবাসনের প্রাঙ্গণে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে পর্বতারোহী, পদযাত্রী ও প্রকৃতিপ্রেমীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পাহাড়, প্রকৃতি ও নদনদীর ওপর আলোচনার পাশাপাশি জেলার লোকশিল্প ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন গবেষকরা।

মনোতোষ বলেন, 'কুলিক নদী রক্ষার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছিলাম। শুধু নদী নয়, জীবজগৎ রক্ষার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিবছর ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রকৃতি পাঠ শিবির করি। ১৬ বছরের উর্ধ্বে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাহাড়ে ক্যাম্প করে থাকি। এই ক্যাম্পগুলি শিক্ষার মূল মাধ্যম। কীভাবে প্রকৃতিকে বাঁচাতে হবে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।'

আগামী বছর ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণনগরে এই সম্মেলন হওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদে অনড়

- মঙ্গলবার সংস্থার রাজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয়
- এর মধ্যে রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাস, বাহিন রাজবাড়ি ও বিন্দোলের ঐতিহ্যবাহী ভৈরবী মন্দির ছিল
- সিদ্ধান্ত হয়, আরাবল্লি নিয়ে রাজ্যের সর্বত্র আন্দোলন চালানো হবে
- জেলার পর্বতারোহী সংস্থাগুলি নিজ নিজ সংগঠনের ব্যানারে আন্দোলন চালিয়ে যাবে

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar West Bengal-736165
Advt. No. UBKV/Rect./03/2025 Dated 29.12.2025
Walk-in-Interview will be held for Part-Time Guest Lacturer in various disciplines on purely temporary basis. Relevant details are available at the University website **www.ubkv.ac.in**
Sd/-
Registrar (Actg.)
Date : 29.12.2025

কর্মখালি
ফ্যাক্টরি, গোডাউন-এ সরটিং, স্ক্যানিং, লোডিং। সিকিউরিটি, ডেলিভারিতে লোক চাই। বেতন- 10,000 থেকে 16,000. M-9733083706. (C/119886)

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT NO : WB/055/APAS-33/BDOKNT/25-26 (Retender), Dated : 23-12-2025 Work Sl 01 to 74**, Last date of submission of bid through online **is 02-01-2026 upto 17:00 hrs**. For details please visit **https:// tenders.wb.gov.in.**
Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৫৮_২০২৫/কে/১২৮৩ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৫৮_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে- তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচসমূহে উপলব্ধ করা এইচএইচপিই মেকের আরইবিসির (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ১৬,৮৬,৩৭২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৩,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৫৫-২০২৫/কে/১২৮৩ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৫৫-২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে- তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচসমূহে উপলব্ধ করা ইইসি মেকের আরইবিসির (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ৪২,৪৪,৩৫২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৪,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৬০_২০২৫/কে/১২৮৮ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৬০_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে- তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচসমূহে উপলব্ধ করা পিআইই মেকের আরইবিসির (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ১৬,২৪,৭৯১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩২,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৭৪ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৬-১২-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১. আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনি. ডিইএন/II/তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল, রেলওয়ে ব্যারিকেডিং এবং ফেন্সিং কাজের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯২,৫৩,১৪৭/-টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,৪৬,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৫১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

করোনেশন সেতুতে হাইট বার

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : নিষেধাজ্ঞা জারির পরও সেবকের করোনেশন সেতুর ওপর দিয়ে দশ টনের বেশি ওজনের গাড়ি অবাধেই চলাচল করছিল। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে এই প্রবণতা বেড়ে যেত কয়েকগুণ। যা ঠেকাতে হাইট বার বসানো হল সেতুর শিলিগুড়ি প্রান্তে।

১৯৪১ সালে সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। তারপর ঠিকঠাকই চলছিল। তবে ২০১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ভূমিকম্পের কারণে সেতুর আংশিক ক্ষতি হয়। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ মেনে সংস্কারের পর জাতীয় সড়ক ৯ নম্বর ডিভিশনের তরফে ঐতিহ্যবাহী করোনেশন সেতুর ওপর দিয়ে ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দশ টন ওজনের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে আরও ১৪টি বছর। ইতিমধ্যেই সেবকে তিস্তার ওপর যেমন দ্বিতীয় সড়কসেতুর দাবি জোরালো হয়েছে, তেমনই করোনেশন সেতুর রক্ষণাবেক্ষণেও জোর দেওয়ার দাবি উঠেছে। সেবকে তিস্তার ওপর দ্বিতীয় সড়কসেতুর দাবিতে আন্দোলনরত ডুয়ার্স ফোরাম ফর সোশ্যাল রিফর্মস নামে সংগঠনের আহ্বায়ক চন্দন রায় বলেন, 'এতদিন পর সেতুর ওপর হাইট বার বসিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হল। এতেই প্রমাণিত হল, করোনেশন সেতুর স্বাস্থ্য বেহাল হয়ে পড়ছে। অবিলম্বে দ্বিতীয় সেতু তৈরির কাজ শুরু করা উচিত।'

মাস কয়েক আগে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ঘটা করে ঘোষণা করেছিলেন, ডিসেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় সেতুর টেন্ডার প্রক্রিয়া আহ্বান করা হবে। কিন্তু ডিসেম্বর শেষ হতে চললেও এখনও পর্যন্ত সেসব কিছুই হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন চন্দন। ২০০২ সাল থেকে তিস্তার ওপর দ্বিতীয় সেতুর দাবিতে আন্দোলনরত ওদলাবাড়ি উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক অশোক মুখোপাধ্যায়ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এদিকে, জাতীয় সড়ক ৯ নম্বর ডিভিশনের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্তনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে সেতুর ওপরে ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হাইট বার বসানো হয়েছে।'

ভারী যান চলাচল রুখতে সেতুর ওপর হাইট বার। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৬৪_২০২৫/কে/১২৯২; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : ৬৪_২০২৫; [illegible] টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৫৬_২০২৫/কে/১২৮৪; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : ৫৬_২০২৫; [illegible] বায়না মূল্য : ১,১০,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বাহন ভাড়া করা
ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৫/বি/৭০৪৭১৬৬ তারিখঃ ২৬-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়িতে: ডিএমই/পি/নিউ জলপাইগুড়ির সরকারি ব্যবহারের জন্যে লোকোমোটিভ ফেইল্যারের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ইহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ৩৬ মাসের এক সময়সীমার জন্যে নব স্থাপিত ইলেকট্রিক ট্রিপ শেডের দৈনিক তত্ত্বাবধানের জন্যে চালকসহ ০১ টি মারুতি সুজুকি এক্সএল৬/মাহিন্দ্রা স্করপিও/মাহিন্দ্রা বোলেরো অথবা অনুরূপ ডিজেল চালিত বাণিজ্যিক পরিদর্শন বাহন (নন-এসি) ভাড়া করা এবং কাটিহারে: এডিএমই/পি/কাটিহারের সরকারি ব্যবহারের জন্য লোকোমোটিভ ফেইল্যারের দেখভালের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তার অধিক্ষেত্রাধীন বহাইড ক্রু লবি, রানিং রুম, আরসিডি ও অন্যান্য আমপূর্ণ চেকের দৈনিক তত্ত্বাবধানের কাজে ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে চালকসহ ০১ টি মারুতি এর্টিগা/মারুতি সুজুকি এক্সএল৬/মাহিন্দ্রা বোলেরো অথবা অনুরূপ ডিজেল/পেট্রোল চালিত বাণিজ্যিক পরিদর্শন যানবাহন (নন-এসি) ড্রাইভারসহ ০১টি বাহন ভাড়া করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩১,৫৮,১৬৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬৩,২০০/- টাকা। ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৬-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ওপি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

West Bengal Forest Development Corporation Limited
Kalimpong Forest Corporation Division
Notice Inviting E-Tender Notice - E-03/KPGD/2025-26
Divisional Manager Kalimpong Forest Corporation Division invites E-tender for Supply, loading, unloading, Installation fitting and fixing of 25 KVA 3 phase silent Generator set for use in Mongpong Nature Resort of Kalimpong Forest Corporation Division, West Bengal Forest Development Corporation Limited. The bid may be submitted from **31st December, 2025 (11.00 hrs.) up to 16th January, 2026 (17.00 hrs.)**. For detailed queries please visit **www.wbfdc.com & www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Divisional Manager, Kalimpong Forest Corporation Division

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for **Construction/Repair/Up-gradation of Rural Roads** details of which are mentioned below, vide eNIT No. **WBSRDA/RR/20 of 2025-26 [2nd Call] & WBSRDA/19/BR(PHASE-II)/UD of 25-26.**

SL No.	Name of the work	Amount put to Tender (₹)
1	Construction of CC Road from Durgapur Paka Rasta to Kathandary CC Road. (Length: 1.750 Km)	9651724
2	Construction of Road from PHE More to Baro Kantore Masjid more via Hatpukur (Length: 1.790Km)	4721703

Details can be viewed in http://www.wbtenders.gov.in. on & from **.12.2025 at 10:00 Hours**. Last date for e-submission stands **17.01.2026** upto **17.00 Hrs** for the aforesaid eNIT.
Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

আজ টিভিতে

টিভিজুড়ে বর্ষবরণ

জলসার তিন কন্যা ও প্রিয় তারকাদের পারফরমেন্সের সঙ্গে নাচে গানে ও ভালোবাসায় জমে উঠুক **'ওয়েলকাম ২০২৬'**
রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা, জলসা মুভিজ**

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে **ডিডি বাংলার** বিশেষ অনুষ্ঠান
সন্ধে ৭.৩০ এবং রাত ১০.৩০
ওয়েলকাম ২০২৬

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ নায়ক (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.০০ শুধু তোমার জন্য, বিকেল ৪.০০ ঈশ্বর পরমেশ্বর, সন্ধে ৬.৪৫ কেলোর কীর্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ অমানুষ, দুপুর ১২.৩০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ বারুদ, সন্ধে ৭.০০ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.০০ ওয়ান্টেড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম জোয়ারে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.৪৭ গোলমাল-থ্রি, দুপুর ২.০৫ টোটাল ধমাল, বিকেল ৪.৫৫ রাউডি রাঠোর, সন্ধে ৭.৫০ হাউসফুল ফাইভ, রাত ১০.৫৮ ভাগম ভাগ
স্টার গোল্ড টু : বেলা ১১.৪৭ ম্যাঁয় হুঁ না, বিকেল ৩.০০ ভাগ মিলখা ভাগ, সন্ধে ৬.৫৫ হ্যাপি নিউ ইয়ার, রাত ১০.৩৪ পাওয়ার আনলিমিটেড
জি সিনেমা : দুপুর ১.০৩ হিরো নাম্বার ওয়ান, ২.৫৪ কুলি নম্বর ওয়ান, বিকেল ৫.০৭ স্কন্দ, ৭.৫৯ বেবি জন, রাত ১১.০৬ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু

ডিসেম্বর ফিনালে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

গ্রেফতার দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও মানুষের প্রয়োজনে কাজ করে আনন্দ। জ্বর-সর্দিতে ভোগান্তি। বৃষ : নিজের ভুলে ব্যবসায় সমস্যা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে মতভেদ। মিথুন : নিজের ভুলে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। কর্কট : উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। সিংহ : প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। প্রেমে শুভ। কন্যা : শারীরিক কারণে বাইরের কাজে যেতে অসুবিধে। রাস্তায় বেরিয়ে কোনও বিতর্ক নয়। তুলা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। রাস্তার কোনও খাবার ভুলেও খাবেন না। বৃশ্চিক : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মহৎ মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। ধনু : সামান্য তর্ক থেকে বড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। মকর : প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। ছেলের শারীরিক সমস্যা কেটে যাবে। কুম্ভ : অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। মীন : সম্পত্তি ভাগ নিয়ে সমস্যা। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকা দরকার।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫ পুহ, সংবৎ ১২ পৌষ সুদি, ১০ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৪।৫৮। বুধবার, দ্বাদশী রাত্রি ১১।০। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ১১।২৮। সাধ্যযোগ রাত্রি ৭।৩৮। ববকরণ দিবা ১২।১০ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দাশ, প্রাতঃ ৬।৪৩ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১১।২৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১১।০ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১১।২৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈরৃঋতে, রাত্রি ১১।০ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৯।২ গতে ১০।২১ মধ্যে ও ১১।৪০ গতে ১।০ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।২ গতে ৪।৪২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। নিউইয়ার্স ইভ। স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজের তিরোভব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৮ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১০।৩৯ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৭ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও ৮।৩৭ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৬ গতে ৭।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বছর শেষে শীতকাতুরে জলপাইগুড়ি

বৃষ্টি ও কুয়াশার ফলায় কাবু

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩০ ডিসেম্বর : বছরের শেষে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার সঙ্গে অকালবৃষ্টি। মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। সারাদিন ধরে চলা এই ঝিরঝিরে বৃষ্টির জেরে একধাক্কায় তাপমাত্রা অনেকটাই নেমে গিয়েছে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে ভেজা ভেজা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ঘরের বাইরে বেরোনোই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, গত দু'দিন ধরে জনজীবন কার্যত স্তব্ধ।

গত কয়েকদিন ধরেই আকাশ মেঘলা, সূর্যের দেখা নেই। তার ওপর মঙ্গলবারের এই বৃষ্টি পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাউকেই বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখা যায়নি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মানুষ খড়কুটো জ্বালিয়ে শীতের সঙ্গে টক্কর দিতে আগুন পোহানোর চেষ্টা করেছেন।

জেলার ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির চিত্রটা ছিল আরও করুণ। বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন স্কুলের উপস্থিতির হার একধাক্কায় অনেকটা কমে গিয়েছে। যেমন, জুড়াপানি বিএফপি স্কুলে ১৫৮ জন পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র ৪৫ জন উপস্থিত ছিল। জুড়াপানি বিএফপি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্দীপ চক্রবর্তীর কথায়, 'শীতের জন্যেই স্কুলে পড়ুয়ারা গরহাজির।' শুধু স্কুল নয়, প্রভাব পড়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যেও। ময়নাগুড়ি ও ক্রান্তির সাপ্তাহিক হাটগুলিতে খদ্দেরের দেখা মেলেনি। ময়নাগুড়ি আসাম মোড়ের পাইকারি বাজারেও বেচাকেনা ছিল যৎসামান্য। বিন্নাগুড়ি ও গয়েরকাটার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, শীতের মরশুমে গরম কাপড়ের ভালো বাজার থাকে, কিন্তু বৃষ্টির কারণে এদিন লোকসানের মুখ দেখতে হয়েছে তাঁদের। গয়েরকাটার কাপড় ব্যবসায়ী সুবোধ রায় বলেন, 'ঠান্ডায় গরম কাপড় বিক্রির একটা হিড়িক থাকে হাটের দোকানগুলিতে। কিন্তু এদিন এত ঠান্ডা যে খদ্দেররা সেভাবে দোকানমুখীই হননি।'

মঙ্গলবার ছিল ক্রান্তির সাপ্তাহিক হাট বসার দিন। এদিন কার্যত শুনসান ছিল হাট চত্বর। হাটের বস্ত্র ব্যবসায়ী মধুসূদন বণিক বললেন, 'ঠান্ডা ও কুয়াশায় কারণে লোকজন সেভাবে নেই। ফলে বিক্রিবাটায় ভাটা।' অন্যদিকে রাজাডাঙ্গা, চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন রাস্তা ফাঁকা ছিল। কাঠামবাড়ি বাজারের মাংস ব্যবসায়ী রাজেশ ইসলাম এদিন যেমন অনেক দেরি করে দোকান খুলেছেন। সেখানেও ক্রেতার সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। ঠান্ডার জন্য এদিন মাটিয়ালি ব্লকেও অনেক ব্যবসায়ী দেরিতে দোকান খোলেন। চালসা ভিউপয়েন্টের ব্যবসায়ী শাহরুখ আলম বলেন, 'এদিন সকাল থেকেই ঠান্ডার জন্য ভিউপয়েন্টে মানুষের আনাগোনা ছিল কম। তাই দুপুরের দিকে দোকান খুলেছি।'

ঠান্ডার প্রভাব পড়েছে বেলাকোবাতেও। ঘন কুয়াশা এবং তার মধ্যে সারাদিন ধরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঠান্ডার প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়েছে। বাজারঘাট কার্যত ফাঁকাই ছিল। অফিস-কাছারির নিত্যযাত্রী ছাড়া রাস্তাঘাটে লোকসংখ্যাও তুলনায় অনেক কম ছিল। বেলাকোবা দৈনিক বাজারও এদিন ছিল ফাঁকাই। অধিকাংশ দোকানের দরজায় তালা মারা ছিল।

ঠান্ডার প্রভাব পড়েছে ওদলাবাড়ির জনজীবনেও। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া রাস্তাঘাটে লোকজন তেমন বের হননি। তবে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানিতে অংশ নিতে যাঁরা ডাক পেয়েছেন, সবকিছু উপেক্ষা করে তাঁদের অনেককেই বাসে চেপে মালবাজারে যেতে দেখা গিয়েছে।

এদিন অবশ্য কুয়াশার দাপটে যান চলাচলেও বিঘ্ন ঘটেছে। ওদলাবাড়ি ও মালবাজারের জাতীয় সড়কে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় বিকেল তিনটে থেকেই যানবাহনকে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গিয়েছে। ময়নাগুড়ি পুলিশ প্রশাসন দুর্ঘটনা এড়াতে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর ও এশিয়ান হাইওয়েতে বিশেষ নজরদারি চালিয়েছে। পর্যটনকেন্দ্র চালসা বা ভারত-ভুটান সীমান্তের চামুর্চি এলাকাতেও পর্যটকদের আনাগোনা ছিল নগণ্য।

শীতের সকালে ময়নাগুড়িতে। (নীচে) ঠান্ডায় জমল না বিন্নাগুড়ির হাট। মঙ্গলবার।

বৃষ্টি ও কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন। ওদলাবাড়িতে মঙ্গলবার।

সেতু ভেঙে পকলিন নদীতে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ ডিসেম্বর : আবার সংবাদ শিরোনামে লুকসানের কুজি ডায়নার সেই 'লাল ব্রিজ'। মঙ্গলবার সকালে বেহাল ব্রিজটি সংস্কারের জন্য ভাঙাভাঙি শুরু হতেই বিপর্যয়! মেরামত চলাকালীন হঠাৎ সেতুর একটি অংশ ভেঙে পড়ে। এই সময় ব্রিজের ওপরে থাকা একটি পকলিন নদীতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মেশিনের অপারেটর বিদ্যা বর্মন। তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ায়।

পূর্ত দপ্তরের (সড়ক) মালবাজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধার্থ মণ্ডল জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজটি ভাঙার কাজ চলছিল। কিন্তু ব্রিজটি খুব পুরোনো হওয়ায় ওজন সহ্য করতে পারেনি। অপারেটর সুস্থ রয়েছেন। জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

কয়েক মাস আগে, স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিনব প্রয়াসে খবরে উঠে আসে শতাব্দীপ্রাচীন জরাজীর্ণ সেতুটি। এলাকার এক তরুণীর বিবাহ বাসর ও প্রীতিভোজের জন্য জায়গা না পাওয়ায় এই লাল ব্রিজের অ্যাপ্রোচ হয়ে উঠেছিল বিয়ের মণ্ডপ। বিপজ্জনক অংশ এড়িয়ে বসানো হয়েছিল বরযাত্রীদের। অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। সেই লাল ব্রিজই এবার হয়ে উঠল দুর্ঘটনাস্থল।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ব্রিজটি তৈরি হয়েছিল ১৯১০ সালে। নাগরাকাটা, চেংমারি চা বাগান ও ভুটানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছিল ব্রিজটি।

এভাবেই ভেঙে পড়েছে লুকসানের কুজি ডায়নার লাল ব্রিজ।

২০১৮-র বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর যান চলাচল বন্ধ ছিল। ৫ অক্টোবরের দুর্যোগে ব্রিজের অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে পড়ে। এমনকি, হেঁটে বা সাইকেলে চলাচলও বন্ধ হয়। স্থানীয়রা দীর্ঘদিন নতুন ব্রিজের দাবি করছিলেন। সেইমতো পূর্ত দপ্তর (সড়ক)-এর উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়। মঙ্গলবার সকালে সেই কাজ করতে গিয়েই ব্রিজের একাংশ ভেঙে নদীতে পড়ে পকলিনটি। স্থানীয়রা তৎপরতার সঙ্গে অপারেটরকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি তাঁকে সুলকাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জলপাইগুড়িতে রেফার করা হয় তাঁকে। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

এদিকে, স্থানীয়রা প্রশাসনের কাজের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। ব্রিজটিতে টোটোর মতো হালকা গাড়ি চলার অনুমতি নেই। সেখানে ভারী পকলিন তোলা হল কীভাবে?

খবর পেয়ে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক ও নাগরাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। নদীতে জল কম থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। ঘটনার সময় ব্রিজের নীচে কোনও শ্রমিক ছিলেন না। ফলে প্রাণহানি ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী ইতেসাম শেখ জানান, তিনি কাছেই ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ হয়। দৌড়ে গিয়ে তিনি দেখেন, ব্রিজ ভেঙে পকলিন নদীতে পড়েছে। অপারেটর ভেতরে আটক। কয়েকজনের সহায়তায় তাঁকে বের করে আনা হয়।

বাড়ছে উদ্বেগ

- মঙ্গলবার সকালে বেহাল ব্রিজ সংস্কারের জন্য ভাঙাভাঙি শুরু হতেই বিপর্যয়!
- মেরামত চলাকালীন হঠাৎ সেতুর একটি অংশ ভেঙে পড়ে
- এই সময় ব্রিজের ওপরে থাকা একটি পকলিন (আর্থমুভার) নদীতে পড়ে যায়
- দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মেশিনের অপারেটর বিদ্যা বর্মন
- কয়েক মাস আগে এক তরুণীর বিয়ের মণ্ডপ হয়ে উঠে শিরোনামে এসেছিল 'লাল ব্রিজ'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মুকেশ ছেত্রী বলেন, 'গাফিলতির ফল হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজে এত ভারী মেশিন তোলা প্রশ্নের জন্ম দেয়। ভবিষ্যতে সব ধরনের প্রযুক্তিগত পরীক্ষা করা উচিত।'

বৈচিত্র্যের সম্ভারে শুরু ডুয়ার্স উৎসব

আলিপুরদুয়ার, ৩০ ডিসেম্বর : সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ার শহরকে মুড়ে রেখেছিল ঘন কুয়াশা। রোদের দেখা নেই। কিন্তু বেলা একটু গড়াতেই আলিপুরদুয়ার বিএমসিআর ময়দানে দলে দলে আসতে শুরু করেন লোকসংস্কৃতির শিল্পী, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, পড়ুয়া এবং ক্রীড়াবিদরা। ঢাক-মাদলের তালে তালে রঙিন পোশাকের শিল্পীদের উপস্থিতিতে ডুয়ার্স উৎসবের আলোয় সেজে ওঠে কুয়াশা ঘেরা আলিপুরদুয়ার।

নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টা পর শুরু হয় উদ্বোধনী শোভাযাত্রা। প্রায় আড়াই হাজার মানুষের অংশগ্রহণে এই শোভাযাত্রা ডুয়ার্সের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির এক চলমান চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন লোকনৃত্য, উপজাতীয় সাজ, ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র আর মানুষের উচ্ছ্বাস মিলিয়ে শহরের রাজপথ উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা খেলোয়াড়দের পাশাপাশি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সদস্যদের সুশৃঙ্খল উপস্থিতি শোভাযাত্রায় আলাদা মাত্রা যোগ করে। শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ ছিল সচেতনতামূলক বার্তা বহনকারী ট্যাবলো।

ফিতে কেটে মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান জন বারলা। কিছুক্ষণ পর উৎসবের মাঠে উপস্থিত হন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ঐতিহ্যবাহী বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। নিজস্ব সংস্কৃতির প্রদর্শনে এই উৎসবে অন্য মাত্রা যোগ হয়।

মেয়ের জন্মদিনে শ্রীঘরে বাবা

ডিজে বাজানো নিয়ে ঝামেলা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : মেয়ের জন্মদিন পালন করতে গিয়ে শ্রীঘরে ঠাঁই হল বাবার। অনুষ্ঠানে ডিজে বাজানো নিয়েই পড়শিদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা। তারপর থানাপুলিশ। এমনকি হাজতবাসও। সোমবার ধূপগুড়ি ব্লকের মল্লিকশোভা এলাকায় এমনই ঘটনা ঘটেছে। মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চগ্রামে ডিজে বাজানোকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে। যা নিয়ে ধূপগুড়ি থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতিবেশী দুই পরিবারের সদস্যরা প্রথমে উচ্চগ্রামে ডিজে বাজানো নিয়ে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরে সেখান থেকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোয় নিমাই দাস ও তাঁর পরিবারের আরও দুজন সদস্য আহত হয়েছেন। নিমাইয়ের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনায় রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত বিধান রায়কে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় বিধানের মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মাইক ও ডেকোরেশন ব্যবসায়ী বিধান জন্মদিনে উচ্চগ্রামে ডিজে বাজাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। শীতের রাতে ঘুমাতে সমস্যা হওয়ায় প্রতিবেশীরা প্রথমে আওয়াজ কমানোর কথা বলেন। কিন্তু তাতে পাত্তা দেয়নি বিধানের পরিবার। উলটে একইভাবে উচ্চগ্রামে ডিজে বাজাচ্ছিল। এরপরই প্রতিবাদ করায় বাগবিতণ্ডা বাধে। আচমকাই নিমাইয়ের পরিবারের সঙ্গে বিধানের পরিবারের হাতাহাতির জেরে নিমেষেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিধানকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার সকালে দু'পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এরই মধ্যে স্থানীয় কয়েকজনের মধ্যস্থতায় মীমাংসা করা নিয়েও

> মীমাংসার জন্যে আমাদের বলেছিল। যাঁরা অন্যের অসুবিধা বুঝতে পারেন না, তাঁদের সঙ্গে কোনও মীমাংসা করতে আমরা রাজি নই। সেই কারণে মীমাংসা না করে মামলা করা হয়েছে।
>
> **নিমাই দাস**
> *প্রতিবেশী*

আলোচনা শুরু হয়। প্রথমদিকে দু'পক্ষই মীমাংসায় রাজি হয়। কিন্তু আলোচনার মাঝপথেই মীমাংসা বৈঠক ভেস্তে যায়। আহত নিমাইয়ের কথায়, 'মীমাংসার জন্যে আমাদের বলেছিল। যাঁরা অন্যের অসুবিধা বুঝতে পারেন না, তাঁদের সঙ্গে কোনও মীমাংসা করতে আমরা রাজি নই। সেই কারণে মীমাংসা না করে মামলা করা হয়েছে।' ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

প্ল্যাটিনাম জুবিলি

জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করল শহর সংলগ্ন পাতকাটা আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তীতে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অতিথি শিল্পীদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বরজিৎ চাকি বলেন, 'এ বছরের জানুয়ারি থেকে আমাদের কর্মসূচি শুরু হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সহ একাধিক অনুষ্ঠান হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তিনদিন ধরে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হল। বহিরাগত শিল্পীদের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীরাও অংশ নেবেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।' এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান লক্ষ্মোহন রায়, সদর উত্তর মণ্ডলের এসআই যূথিকা সিনহা প্রমুখ।

বন্ধ টাওয়ারের কাজ

শিলিগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : একটি বহুতলে মোবাইল টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন পূর্ব চয়নপাড়াতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয়দের কিছু না জানিয়ে ওই বহুতলের মালিক চুপিসারে কাজটি শুরু করেছিলেন। এজন্য তিনি পঞ্চায়েত থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটও (এনওসি) নেননি। বাসিন্দারা এদিন বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

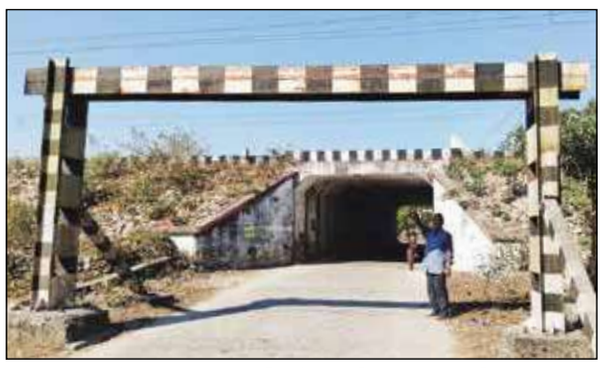

এই আন্ডারপাসকে ঘিরেই যত বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

বাগ্রাকোটে বিমল

ওদলাবাড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার গুরুং সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ লোসার উৎসবে অংশ নিতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং বাগ্রাকোটে এলেন। আয়োজকদের তরফে অমিত থাপা জানান, ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেকে এদিনের উৎসবে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ঐতিহ্যবাহী সংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধান অতিথি বিমল গুরুং ও বিশিষ্ট অতিথি প্রবীণ মীন বাহাদুর গুরুংকে স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বিমল জাতিগত ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা দেন।

কুশপুতুল দাহ

নাগরাকাটা, ৩০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে দীপুচন্দ্র দাসের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার নাগরাকাটার ডুয়ার্স সনাতনী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল হয়। নাগরাকাটার নন্দু মোড়ে তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল দাহ করেন। বাংলাদেশের এমন ঘটনায় তাঁরা ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপের আবেদন জানান।

আন্ডারপাসে ভোগান্তি রামশাইয়ে

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : ঝকঝকে ১০ মিটার চওড়া রাজ্য সড়ক। আর তার মাঝখানে থাকা রেলওয়ে আন্ডারপাসের উচ্চতা অত্যন্ত কম। যার জেরেই দীর্ঘদিন ধরে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে সড়কটি। বাস, দমকলের মতো জরুরি পরিষেবার যান চলাচল বন্ধ হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, এলাকার একাধিক চা বাগান, চা ফ্যাক্টরি ও দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনকারী গাড়িও প্রায় ছয় বছর ধরে যাতায়াত করতে পারছে না। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে প্রশাসনের তরফে রেলের বিভিন্ন দপ্তরে একাধিকবার জানালেও এখনও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। এর ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি-রামশাই ও খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার পঞ্চাশেক গ্রামবাসী।

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের বক্তব্য, 'আন্ডারপাস তৈরির সময় আধিকারিকদের গাফিলতিতে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এলাকায় একটি ফ্লাইওভার তৈরির চেষ্টা চলছে।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে রামশাইয়ের পরিচয় উত্তরবঙ্গে রয়েছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই, আমগুড়ি ও পানবাড়ি ব্যবসায়িক এলাকা হিসেবেও পরিচিত। এই এলাকায় বেশ কয়েকটি ছোট, বড় চা পাতা ফ্যাক্টরিও রয়েছে। অভিযোগ, বিগত কয়েক বছর আগে রাজ্য সরকারের তরফে ময়নাগুড়ি-রামশাই পর্যন্ত প্রায় ১৬ কিমি রাস্তা চওড়া করে ১০ ফুটের করা হয়। যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তা চওড়া হলেও এই পথে খাগড়াবাড়িতে রেলগেটের জায়গায় আন্ডারপাস তৈরি করে রেল। কিন্তু আন্ডারপাসটির উচ্চতা কম হওয়ায় রাস্তাটি দিয়ে বাস, ট্রাক থেকে দমকলের গাড়ি যাতায়াত করতে পারে না।

আমগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শংকর দাসের অভিযোগ, 'পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই পথে পণ্য আনা-নেওয়া করতে পারেন না। গ্রামে আগুন লাগলে ঘুরপথে এলাকায় আসতে হয় দমকলকে।' যাদবপুর চা বাগানের ম্যানেজার আমিক দাসের বক্তব্য, 'এলাকায় বিভিন্ন চা বাগানে কয়লা প্রয়োজন হয়। এই আন্ডারপাসের জন্য গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ট্রাকে বোঝাই করে কয়লা আনতে হয়। গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে কয়লা আনতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়।'

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'আন্ডারপাসের সমস্যা নিয়ে জেলা শাসক থেকে রেলের বিভিন্ন দপ্তরে স্থানীয়দের নিয়ে একাধিকবার যাওয়া হয়েছে তারপরও সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি।'

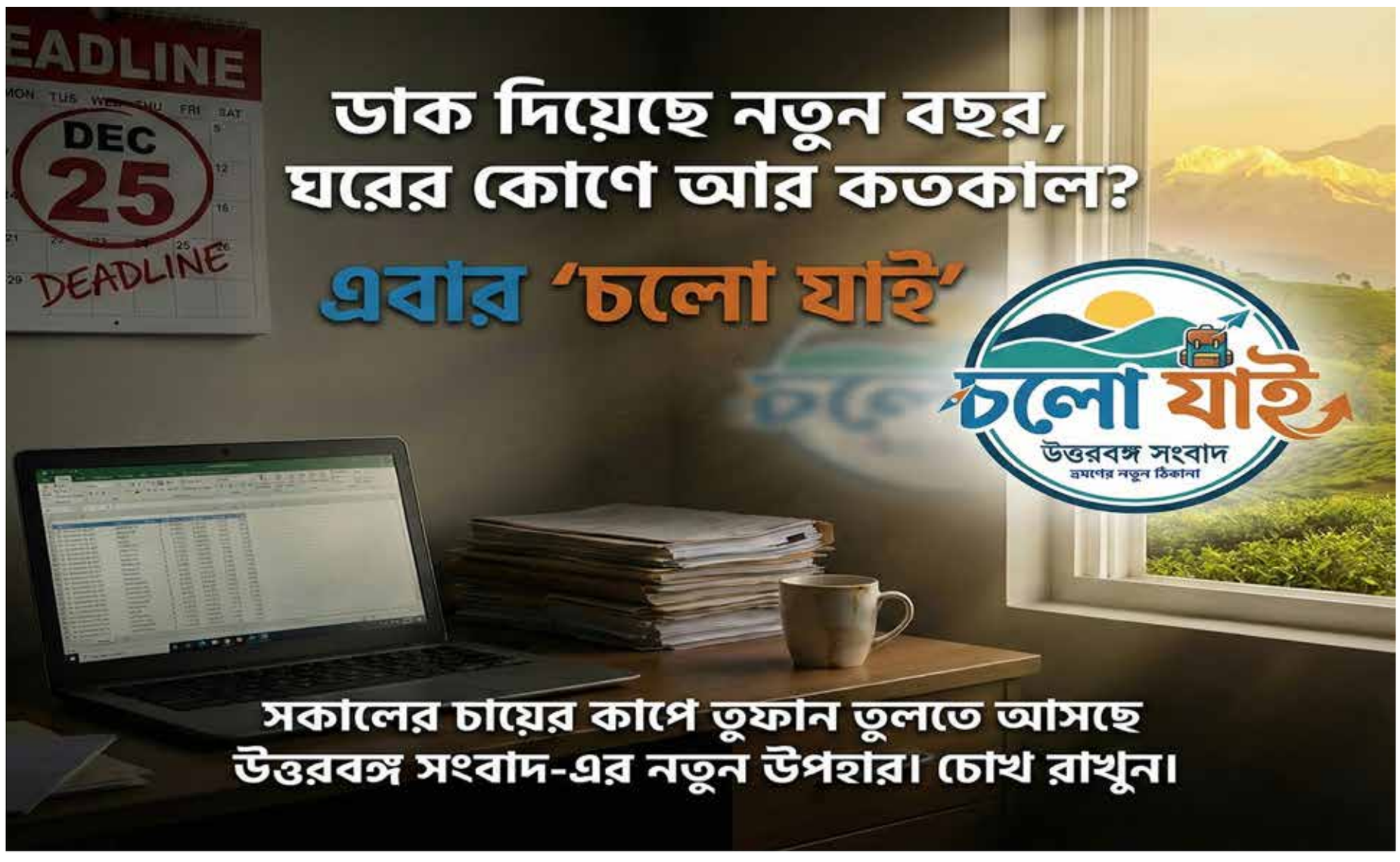

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। *নেপালের কান্যাম শিলিগুড়ির পূর্ণাভি রাহার ক্যামেরায়।*

রবির পদ ও প্রার্থী হওয়া নিয়ে গুঞ্জন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩০ ডিসেম্বর : জেলার রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে কোণঠাসা অবস্থায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারে ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে রবি ও পার্থকে তিনটি করে মোট ছয়টি কেন্দ্রের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব দিয়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব। দীর্ঘদিন বাদে দল তাঁদের দায়িত্ব দেওয়ায় খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের অনুগামীদের বিশেষ করে রবির অনুগামীদের মধ্যে। যদিও আবাহনের মধ্যে আবার বিসর্জনের ঢাকও গুড়গুড় বাজতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে রবির অনুগামীদের একাংশের মধ্যেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি এবার কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ খোয়াতে চলেছেন রবি? পাশাপাশি অনেকের মধ্যে এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে যে তাহলে কি বিধানসভা নির্বাচনে রবি ও পার্থ টিকিট পাচ্ছেন না?

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'বিধানসভার টিকিটের বিষয়ে দল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। দল যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই আমরা মেনে নেব। আমাদের মূল লক্ষ্য জেলায় নয়ে নয় করে দিদির হাতে তুলে দেওয়া।'

রবি-পার্থ গোষ্ঠীর সঙ্গে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার গোষ্ঠীর কোন্দল জেলায় কারও অজানা নয়। একেই জেলায় দলীয় কোনও পদ নেই, তার উপর দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কোন্দলে জড়িয়ে যাওয়ায় কোচবিহারের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই কোণঠাসা হয়েছিলেন রবি ও পার্থ। এই অবস্থায় নির্বাচন উপলক্ষ্যে নতুন করে জেলার ছয়টি বিধানসভার কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব তাঁদের দেওয়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন তাঁদের অনুগামীদের অনেকে। তাঁদের আশঙ্কা, একজনের পক্ষে তিনটি করে বিধানসভার কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব সামলানো যথেষ্ট বড় কাজ। এর জন্য বিধানসভাগুলিতে তাঁদের যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হবে। আর এতেই প্রশ্ন উঠেছে যে তাহলে সেসব কাজ সামলে তারপর পুরসভার দায়িত্ব তিনি কীভাবে সামলাবেন? তাহলে কি তিনি নিজে না সরায় দলের রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচনের এই দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেবে? আবার বিভিন্ন মহলে এও প্রশ্ন উঠেছে যে, রবি-পার্থ সম্ভবত বিধানসভার টিকিট পাচ্ছেন না। তাঁদের মতে, রবি ও পার্থ দুজনকেই নির্বাচনে তিনটি করে বিধানসভার কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব দল দিয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচনে এই তিনটি বিধানসভার বিভিন্ন কর্মসূচির রূপরেখা ঠিক করা সহ ভোটের ভালোমন্দের দায়িত্ব মূলত তাঁদের উপর থাকবে। সেই জায়গায় যদি তাঁদের বিধানসভার টিকিট দেওয়া হয় তাহলে তাঁদের পক্ষে বাকি বিধানসভাগুলির দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

যদিও এই দায়িত্বের সঙ্গে বিধানসভার টিকিট পাওয়া-না পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই বলেই মনে করেন রবির অনুগামীদের একাংশ। যদিও রবির এক ঘনিষ্ঠ অনুগামী জানিয়েছেন, চেয়ারম্যান পদ সম্ভবত রবির আর বেশিদিন থাকছে না। হতে পারে রবি নিজেও সেই পদ ছেড়ে দিতে পারেন।

ভাওয়াইয়া

ময়নাগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারি ময়নাগুড়িতে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এবছর উৎসবটি দুই ভাগে অনুষ্ঠিত হবে। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিযোগীদের নিয়ে ময়নাগুড়ি জল্লেশমেলার মাঠে অনুষ্ঠান হবে। তার প্রস্তুতি হিসেবে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটি ও ময়নাগুড়ির প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠক হয়। জল্লেশমেলার মাঠের সাংস্কৃতিক মঞ্চ অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে ঠিক হয়েছে। রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব পরিচালনার জন্য ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে যাবতীয় সাহায্য করা হবে বলে জানান ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়।

ছোট্ট তারা

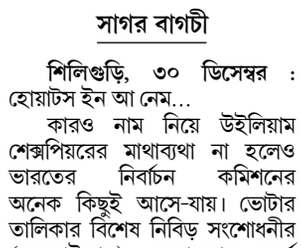

কৈলাসপুর চা বাগানের প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র আরিয়াভ মুন্ডা পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে এবং খেলতে ভালোবাসে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলোয় সে বহু পুরস্কার জিতেছে।

বর্ষশেষে সমস্যায় জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকরা

ঠান্ডা-কুয়াশায় ক্ষতির আশঙ্কা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : পূর্বাভাস, কুয়াশা এবং ঠান্ডা একইরকম থাকবে আগামী তিনদিন। তাতেই চিন্তিত কৃষকরা। জমিতে প্রাক মরশুমের আলুর বয়স প্রায় ৫০ দিন। আর মূল মরশুমের আলু প্রায় ২৫ দিন অবস্থায় রয়েছে। এখনও ক্ষয়ক্ষতি দেখা না গেলেও ঠান্ডা ও কুয়াশা আরও কয়েকদিন থাকলে প্রাক মরশুমের আলু ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। অন্তত এমনই আশঙ্কা কৃষক এবং কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের। যার জেরে ময়দানে নেমে খোঁজখবর শুরু করেছেন কৃষি আধিকারিকরা।

> প্রাক মরশুমে নিজের জমির বাইরেও জমি লিজে নিয়ে আলু চাষ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে উৎপাদন মার খাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গাছের কাণ্ড বা পাতায় রোগ আক্রমণ ঘটলে তা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাবে।
>
> **আবু হানিফা** *কৃষক*

এদিন কথা হচ্ছিল ধূপগুড়ি কালীরহাটের কৃষক বাবলু রায়ের সঙ্গে। তাঁর কথায়, প্রাক মরশুমের আলু ৪৫-৫০ দিন অবস্থায় রয়েছে। তাতে কুয়াশা ও ঠান্ডা সঙ্গে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। ইতিমধ্যে ছত্রাকনাশক স্প্রে করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অর্থকরী ফসল হওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে ধূপগুড়িতে সবথেকে বেশি এবং ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও ক্রান্তিতে আলু চাষ হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর যত মাথাব্যথা কয়েক বছর থেকে এই আলু চাষ নিয়েই। কখনও রাসায়নিক সারের অমিল তো কখনও আলু চাষের পরবর্তীতে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বিপাকে পড়তে হচ্ছে কৃষকদের।

ধূপগুড়ি শালবাড়ি এলাকার কৃষক আবু হানিফা জানালেন, প্রাক মরশুমে নিজের জমির বাইরেও জমি লিজে নিয়ে আলু চাষ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে উৎপাদন মার খাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গাছের কাণ্ড বা পাতায় রোগ আক্রমণ ঘটলে তা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাবে। এটাই চিন্তায় ফেলেছে কৃষকদের। তবে ধীরে ধীরে রোদের দেখা মিললে উৎপাদন স্বাভাবিকের দিকে যাবে। এই উৎপাদনের সঙ্গেই পরবর্তীতে আলুর দাম নির্ভর করবে বলেও মনে করছেন ব্যবসায়ী ও কৃষকরা।

ইতিমধ্যে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা ময়দানে নেমে আলু চাষের পরিস্থিতি এবং গাছের পরিচর্যা নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন। ধূপগুড়ি ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা খুরশিদ আলম ও তাঁর কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখার কাজ শুরু করেছেন।

জেলার এক আধিকারিক জানান, এখনও ক্ষয়ক্ষতির কোনও উদাহরণ নেই। ব্লকগুলি থেকেও সেই রকম রিপোর্টিং হয়নি। তবে কুয়াশা এবং ঠান্ডার সঙ্গে বৃষ্টি হলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই আগাম ছত্রাকনাশক স্প্রে করা সহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা তেমনভাবে কিছু জায়গায় স্প্রে করার কাজও শুরু করেছেন। এটা কৃত্রিমভাবে করে হলেও উৎপাদন স্বাভাবিকের দিকে নিতে হবে। একইসঙ্গে আবহাওয়া আলু চাষের অনুকূল হয়ে গেলেই চিন্তা থাকবে না।

জলপাইগুড়ির উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) সুমিত বসাক বলেন, পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

রোদের দেখা না মিললে ক্ষতি হতে পারে আলু চাষে। -সংবাদচিত্র

প্রাক মরশুমে কুয়াশাচ্ছন্ন আলু চাষের জমিতে গাছ। মঙ্গলবার ধূপগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

হিমঘরে পড়ে আলু, ক্ষতি সাত কোটি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে হিমঘর ফাঁকা করতে হবে। অথচ, মঙ্গলবারও জেলার বেশকিছু হিমঘরে কয়েক লক্ষ প্যাকেট আলু পড়ে থাকল। প্রশাসন জানিয়েছে, জেলার হিমঘরে এখনও ২ শতাংশ আলু রয়ে গিয়েছে। দাম না পাওয়ায় হিমঘরে থাকা আলু বের করতেও চাইছেন না কৃষকদের একাংশ। বছর শেষে হিমঘরে আলু পড়ে থাকায় কিছুটা হলেও বিপাকে কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন। এই সমস্যা নিরসনে এবং কৃষকদের স্বার্থে হিমঘরে পড়ে থাকা আলু সরকারি মূল্যে কেনার দাবি তুলেছে সারা ভারত কৃষকসভা। মঙ্গলবার সরকারি মূল্যে আলু কেনার দাবিতে মহকুমা শাসককে সংগঠন স্মারকলিপি দিয়েছে।

জেলা কৃষি বিপণন দপ্তরের সহ অধিকর্তা দেবাঞ্জন পালিত বলেন, 'জেলার ১০টির মতো হিমঘরে সামান্য কিছু পরিমাণ আলু রয়েছে। যে সমস্ত হিমঘরে আলু রয়েছে, বুধবার সেই বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের উপস্থিতিতে বৈঠক হবে। যাঁদের আলু এখনও হিমঘরে রয়েছে, তাঁদের নিয়ম মেনে প্রথমে নোটিশ দেওয়া হবে। পরবর্তীতে তাঁরা যদি হিমঘর থেকে আলু বের না করেন, সেক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মেনে হিমঘরে থাকা আলু নিলাম করা হবে।'

সরকারি তথ্য অনুযায়ী চলতি বছর জেলার ২৬টি হিমঘরে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন আলু রাখা হয়েছিল। চলতি বছর খুচরো বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি ২০ টাকার নীচে নামেনি। কিছু সময় আলুর দাম প্রায় কেজি প্রতি ৩০ টাকাও খুচরো বাজারে বিক্রি হয়েছে। ফলে সারাবছরই যাঁরা হিমঘরে আলু রেখে ব্যবসা করেছেন, তাঁরা লাভের মুখ দেখেছেন। কিছু মানুষ অত্যধিক লাভের আশায় বছরের শেষ দিন পর্যন্ত হিমঘরে আলু রেখেছিলেন। কিন্তু ডিসেম্বরের শুরুতেই বাজারে নতুন আলু চলে আসায় হিমঘরের আলুর বাজার নামতে শুরু করে। আর এতেই তৈরি হয়েছে সমস্যা। হিমঘরে থাকা আলু যাতে কৃষকদের থেকে সরকারি মূল্যে কিনে নেওয়া হয় সেই দাবিতে সরব হয়েছে সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি শাখা। সংগঠনের শাখার সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, 'কৃষকদের স্বার্থে হিমঘরে মজুত থাকা আলু রাজ্য সরকারকে সহায়ক মূল্যে ক্রয় করতে হবে। হিমঘরের ভাড়া অর্ধেক নিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। আমরা এই দাবিতে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিয়েছি।'

> জেলার ১০টির মতো হিমঘরে সামান্য কিছু পরিমাণ আলু রয়েছে। যে সমস্ত হিমঘরে আলু রয়েছে, বুধবার সেই বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের উপস্থিতিতে বৈঠক হবে। যাঁদের আলু এখনও হিমঘরে রয়েছে, তাঁদের নিয়ম মেনে প্রথমে নোটিশ দেওয়া হবে। পরবর্তীতে তাঁরা যদি হিমঘর থেকে আলু বের না করেন, সেক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মেনে হিমঘরে থাকা আলু নিলাম করা হবে।
>
> **দেবাঞ্জন পালিত**
> *জেলা কৃষি বিপণন দপ্তরের সহ অধিকর্তা*

হিমঘর ব্যবসায়ীদের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চলতি বছর উত্তরবঙ্গের ৮৫টির বেশি হিমঘরে আলু লোডিং হয়েছিল ২ কোটি ৮০ লাখ প্যাকেটের বেশি। সরকারিভাবে সেই আলু বের করার শেষ সময় ছিল ৩০ নভেম্বর। যা পরবর্তীতে বাড়িয়ে করা হয় ৩১ ডিসেম্বর। এজন্যে প্যাকেট প্রতি বাড়তি ১০ টাকা ভাড়াও নির্ধারণ করে রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তর। তা সত্ত্বেও বছর শেষের দিনে উত্তরবঙ্গে সব মিলে ২ শতাংশ আলু হিমঘরে রয়ে গেল। লোডিং সহ প্যাকেট প্রতি ১২৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হল হিমঘরগুলির। টাকার অঙ্কে পরিমাণ সাত কোটিরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহার কথায়, 'বন্ড বিলি থেকে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিমঘর কর্তৃপক্ষকে টার্গেট করেন অনেকেই। এই মুহূর্তে যখন প্রায় সাত কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি উত্তরবঙ্গের হিমঘরগুলোর ওপর এসে পড়ছে, তখন কেউ সেভাবে সরব হচ্ছেন বলে শুনিনি। অনেকেই বুঝতে চান না, মজুত আলু বের না হলে বিদ্যুৎ বিল, ব্যাংক ঋণ সহ সমস্ত খরচ মিটিয়ে বছর শেষে লাভের বদলে লোকসান গুনতে হয় আমাদেরই।

নাগেশ্বরীতে গেট মিটিং

মেটেলি, ৩০ ডিসেম্বর : ২৩ ডিসেম্বর শ্রমিকদের পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি। শ্রমিকদের শুধুমাত্র অ্যাডভান্স হিসাবে হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া ৫ শতাংশ বোনাস দেওয়া নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। বকেয়া মজুরি ও বোনাসের দাবিতে লাগাতার গেট মিটিং হচ্ছে নাগেশ্বরী চা বাগানে।

বকেয়া দাবি

শনিবার ও সোমবারের পর মঙ্গলবার সকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে করা হয় গেট মিটিং। প্রায় ঘণ্টাখানেক মিটিংয়ের পর শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নাগেশ্বরী চা বাগানের সভাপতি সাধনা ওরাওঁ বলেন, একই মালিকানাধীন কিলকোট চা বাগানের শ্রমিকদের পাক্ষিক মজুরি দিয়ে দেওয়া হলেও নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকদের শুধু অ্যাডভান্স হিসাবে হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ৩০ তারিখও বকেয়া মজুরি দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামীতে আমরা লাগাতার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এ বিষয়ে নাগেশ্বরী চা বাগানের মালিক সম্মেলন টি অ্যান্ড বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী আগেই জানিয়েছেন, শ্রমিকদের ৫০ শতাংশ মজুরি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বকেয়া মজুরি দ্রুত দেওয়া হবে।

বাবা রামকৃষ্ণ মা সারদা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : হোয়াটস ইন আ নেম...

কারও নাম নিয়ে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের মাথাব্যথা না হলেও ভারতের নির্বাচন কমিশনের অনেক কিছুই আসে-যায়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) এনুমারেশন ফর্মে বাবা-মায়ের নামের কলামে লেখা 'রামকৃষ্ণ দেব' ও 'মা সারদা'। সেই দেখে ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছিল প্রশাসনিক কর্তাদের। অসংগতি ধরা পড়ে এসআইআর ম্যাপিংয়ে। ফলে নোটিশ পাঠিয়ে শুনানিতে ডাকা হল রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের প্রধাননগর শাখার মহারাজ স্বামী রাঘবানন্দ পুরীকে।

মঙ্গলবার রাঘবানন্দ পুরী তাঁর পাসপোর্ট সহ অন্য কাগজপত্র নিয়ে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বেদব্রত দত্ত। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে রাজ্যের শাসকদল। হয়রানি করতেই সাধুসন্ন্যাসীদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সাধারণত, কোনও ব্যক্তি সন্ন্যাসগ্রহণ করার পর নিজের পুরোনো পরিচয় ছেড়ে নতুনভাবে জীবনযাপন শুরু করেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের এই সন্ন্যাসীও তাই করেছেন। রাঘবানন্দের পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সহ প্রতিটি নথিতে বাবা-মায়ের নামের জায়গায় রামকৃষ্ণ দেব ও মা সারদা লেখা। সেই পরিচয় দিয়েই তিনি এর আগে ভোটদান করেছেন। তবুও কেন তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন ওই সন্ন্যাসী। সঙ্গে এও স্পষ্ট করেছেন, তিনি বাবা-মায়ের নাম বদলাবেন না।

এদিন এসডিও অফিস থেকে বেরিয়ে রাঘবানন্দ বললেন, 'পাসপোর্টে বাবা-মায়ের নামের কলামে রামকৃষ্ণ দেব ও মা সারদার নাম রয়েছে। মহকুমা শাসক আমার সেটা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ২০০২ সালের পর থেকে প্রত্যেকটি নির্বাচনে এই পরিচয় দেওয়া ভোটার কার্ড নিয়েই ভোট দিতে গিয়েছি। ভালো কাজে সমস্তরকম সহযোগিতা করব।' এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলাকে এদিন রাত ৮টা ২ মিনিট ও ৮টা ৫ মিনিটে ফোন করা হয়েছিল। যদিও তিনি সাড়া দেননি।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের কথায়, 'সন্ন্যাসীরা বাংলা ও বাঙালির অন্যতম পথপ্রদর্শক। কিন্তু যেভাবে তাঁদের হয়রান করা হচ্ছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। এই অন্যায় বাংলা মানবে না।' যদিও তৃণমূলের অভিযোগে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশন পদ্ধতি মেনে এসআইআর প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। কোনও ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠলে, কমিশন তার শুনানি করছে। বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না। তাঁরা নির্বাচনে অংশ নেবেন।' তাঁর কটাক্ষ, 'আসলে অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ চলে যাওয়ায় তৃণমল ভয় পেয়েছে।'

শুনানির পথে রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের মহারাজ। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার।

ব্যারিয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে ছবি

পাহাড়ি পথে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ৩০ ডিসেম্বর : পাহাড়ি এলাকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ক্যামেরাবন্দি করতে কে না চায়? কিন্তু, সমস্ত নিয়মকে অগ্রাহ্য করে ছবি তুলতে গিয়ে কেউ যদি বিপদ ডেকে আনেন, তবে তা প্রশাসনের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চালসা-মেটেলি রাজ্য সড়কের চালসা ভিউপয়েন্টের পাহাড়ি এলাকার আঁকাবাঁকা পথের পাশেই রয়েছে মেটাল ক্র্যাশ ব্যারিয়ার। দুর্ঘটনা রুখতে আগেই ওই জায়গায় পূর্ত বিভাগের তরফে মেটাল ক্র্যাশ ব্যারিয়ার দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, পাহাড়ি এলাকার সড়কের ধারে অবস্থিত ওই মেটাল ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের ওপর দাঁড়িয়েই ঝুঁকিপূর্ণভাবে ছবি তোলা হচ্ছে। যার ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। এর আগেও ওই এলাকায় ছবি তুলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনা ঘটে।

এভাবে ছবি তোলা বন্ধ করতে পুলিশি নজরদারির দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, জীবনকে বাজি রেখেই সেই মেটাল ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে চলছে দিনরাত ছবি তোলা বা রিল বানানো। চালসা ভিউপয়েন্টের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ক্যামেরাবন্দি করতে অনেকেই সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন। তবে, সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে ছবি তোলা পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু, অনেকেই ইদানীং রিল বানানো কিংবা সেলফি তোলার নেশায় ব্যারিয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনা ঘটানোর পরিস্থিতি তৈরি করছেন। ওই ব্যারিয়ারের ধারেই রয়েছে গভীর খাদ। একবার সেই খাদে পড়ে গেলে জীবনহানি ঘটতে পারে। ব্যারিয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে কেউ যাতে ছবি না তোলেন তার জন্য প্রশাসনের তরফে সতর্কবার্তার বোর্ড লাগানো সহ পুলিশি নজরদারির দাবি তুলছেন স্থানীয়রা।

চালসার পরিবেশপ্রেমী সুমন চৌধুরী বলেন, 'এইভাবে ব্যারিয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, পর্যটকরা এসে ওই জায়গায় আবর্জনা ফেলে যান। যার ফলে দিন-দিন এলাকায় দূষণের মাত্রা বাড়ছে। তাঁর সংযোজন, 'কেউ যাতে ভিউপয়েন্টে এসে প্লাস্টিক সহ অন্যান্য আবর্জনা না ফেলেন তার জন্যও সচেতনতামূলক বোর্ড লাগানো দরকার।' ক্ষোভের সুরে তিনি জানান, আজকাল মানুষ অসাবধানের পাশাপাশি অসচেতনও!

চালসা ভিউপয়েন্টে মঙ্গলবার।

চালসা ভিউপয়েন্টের ব্যবসায়ী শাহরুখ আলম বলেন, 'সড়কের পাশে ব্যারিয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে কেউ যাতে ছবি না তোলেন, তার জন্য আমরাও সকলকে সচেতন করি। এরপরেও অনেকে সেটার ওপর উঠে ঝুঁকি নিয়ে ছবি তোলেন।' চালসার মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপা মিঝার বলেন, 'ওই পাহাড়ি রাস্তায় এর আগে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে। কেউ যাতে ব্যারিয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে ছবি না তোলেন এবং রাস্তায় ধীরগতিতে গাড়ি চালান, তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সচেতনতামূলক বোর্ড লাগানো হবে। পুলিশ প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হবে।'

দেহ উদ্ধার

ধূপগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : ঝুলন্ত অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হল। ধূপগুড়ি ব্লকের উত্তর গোঁসাইহাট এলাকায় নিজের ঘরেই মঙ্গলবার সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় অণিমা রায়ের (৪৪) দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শিলান্যাস

বেলাকোবা, ৩০ ডিসেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চলের পাগলাহাট থেকে জমাদারগছ পর্যন্ত ৩.৫ কিমি রাস্তা বর্ধিত, পিডব্লিউডি রোড থেকে নাকুগছ পর্যন্ত ১.৮ কিমি নতুন রাস্তা এবং গাডরা থেকে কুণ্ডু বাগান হয়ে ব্রিজ পর্যন্ত ২.৫ কিমি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

বিপজ্জনক বাইক স্টান্ট মধুবনি সেতুতে

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ৩০ ডিসেম্বর : বাইক স্টান্টের জেরে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে গয়েরকাটার মধুবনি সেতু সংলগ্ন এলাকা। তেমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে (যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। তাতে দেখা যাচ্ছে, তরুণরা বিপজ্জনকভাবে বাইক নিয়ে স্টান্টে মেতেছেন। এতে পুলিশি নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা থেকে দুরামারি যাওয়ার ব্যস্ত রাস্তায় মধুবনি সেতু সংলগ্ন এলাকায় প্রায়ই চলছে বিপজ্জনক বাইক স্টান্ট। ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে তরুণরা চলন্ত মোটরবাইকের ওপর দাঁড়িয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে অপরদিক থেকে আসা গাড়ির গা ঘেঁষে ছুটে চলেছেন। মাথায় হেলমেট থাকলেও নেই অন্য কোনও সুরক্ষাকবচ। এ ধরনের কসরত যে কোনও মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে, তা বুঝেও নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন উঠতি বয়সের বেশকিছু তরুণ। মধুবনি এলাকা স্টান্টপয়েন্ট হয়ে উঠেছে। বিকেল হলেই দামি দামি বাইক নিয়ে ওই এলাকায় জমায়েত করছেন কিছু তরুণ। থাকছেন তরুণীরাও।

এভাবেই চলছে মধুবনি সেতুর উপর বেপরোয়া বাইক স্টান্ট।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনের পর দিন এই রাস্তায় বেপরোয়া মোটরবাইকের দাপট বাড়ছে। তীব্রগতিতে এসে হুইলি, স্টপি-র মতো স্টান্টবাজি করায় অন্য পথচারীদের জন্য তা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায় কে নেবে- এই প্রশ্নই এলাকায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের স্টান্ট শুধু চালকের জীবনকে বিপন্ন করে না, ঝুঁকিতে পড়েন পথচারী সহ অন্যান্য যানচালকও। সামান্য ভুল হলেই প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

পুলিশের তরফে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রচার চালালেও সেই প্রচারকে থোড়াই কেয়ার করছে জেন জেড। ১৮ বছর হওয়ার আগেই ১৫০ সিসি থেকে ৩০০ সিসির মোটরবাইক হাতে পেয়ে যাচ্ছে। সেটায় স্টান্ট করার সময় নিয়ন্ত্রণ সামলাতে না পারলে দুর্ঘটনা নিশ্চিত।

প্রদীপ রায়, অনিল ওরাওঁদের মতো স্থানীয়রা বলছেন, অবিলম্বে প্রশাসনের তরফে এই বেপরোয়া বাইকারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হোক। পাশাপাশি, স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিয়মিত পুলিশি টহলদারি সহ সিসিটিভি নজরদারি চালানো হোক। আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই ট্রেন্ড ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

পুলিশও বিষয়টি নিয়ে নজরদারির আশ্বাস দিয়েছে। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন কতদিনে এই বেপরোয়া স্টান্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

গাফিলতি

রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা। মঙ্গলবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনায় আহত হয় নাবালক রঞ্জিত মাল। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা করা হয়নি।

কুয়াশা বাড়বে

১ জানুয়ারি থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় কুয়াশার দাপট বাড়বে। একাধিক জেলাতে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এখানের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে না।

অস্ত্র উদ্ধার

মঙ্গলবার দুপুরে আলিপুর থানার অরফানগঞ্জ রোড এলাকায় মাটি খুঁড়ে ১১টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। এই অস্ত্র মজুতের অভিযোগে রাজেশ সাউ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নির্দেশ স্থগিত

আগের চাকরিতে পুনরায় যোগদানের সময়সীমা বাড়ানো সংক্রান্ত সাম্প্রতিক শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। আইনি জটে এই প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে।

অভিষেক প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে জবাব

ইডি-সিবিআই স্বাধীন : শা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঁচাতে কাজ করছে না ইডি বা কেন্দ্রীয় সংস্থা। কারও ভয়েই ভীত নয় তারা। সল্টলেকে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেককে গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে মন্তব্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র।

তৃণমূলে মমতার উত্তরসূরি হিসেবে অভিষেকের উত্থানের পরেই তাঁকে নিশানা করে চলেছে বিজেপি। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো অভিষেককে নিশানা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। অভিষেকের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্সের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে সেই মামলার জল গড়িয়েছে আদালতে। গ্রেপ্তার হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। কয়লা পাচার কাণ্ডেও অভিষেকের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই, ইডির মতো তদন্তকারী সংস্থা। সেই সূত্রেই '২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে অভিষেকের গ্রেপ্তারির ব্যাপারে রীতিমতো দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও শুভেন্দুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি। স্বাভাবিকভাবেই অভিষেক প্রশ্নে বিজেপির অন্দরেও তৃণমূল-বিজেপির শীর্ষস্তরের বোঝাপড়া নিয়ে বারবারই প্রশ্ন ওঠে, তাতে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে দলকে। দলের একাংশের মতে, ১৫০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও অভিষেককে গ্রেপ্তার কেন করা যায়নি তার জবাব ইডির দেওয়া উচিত। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সেই প্রশ্নের জবাবে শা বলেন, 'কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নিরপেক্ষভাবেই কাজ করে। তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করে না কেন্দ্রীয় সরকার। যেটা সঠিক কাজ বলে তারা মনে করে, সেটাই করে। কারও ভয়ে সে ভীত নয়। কাউকে বাঁচাতেও তারা কাজ করে না।' শা-র এই মন্তব্য থেকে অনেকেই মনে করছেন, অভিষেক ও তৃণমূলের দুর্নীতি ইস্যুতে তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থা সম্পর্কে রাজ্য বিজেপির মনোভাব যাই হোক না কেন, তা নিয়ে ভাবিত নন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এদিন সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সম্পর্কে দরাজ সার্টিফিকেটও দিয়েছেন শা।

যদিও এদিনই তৃণমূলের দুর্নীতি ইস্যুতে তোপ দাগতে গিয়ে শা বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি উত্তর দিতে পারবেন? আপনার মন্ত্রীর ঠিকানা থেকে ২৭ কোটি টাকা পাওয়া যায়, যা গুনতে নোট গোনার মেশিনও গরম হয়ে যায়। বাংলার মতো গরিব রাজ্য থেকে ২৭ কোটি, ২০ কোটি, ১৫ কোটি করে টাকা পাওয়া যাচ্ছে। আপনার কোনও দায় নেই? পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডল, জীবনকৃষ্ণ সাহা, মানিক ভট্টাচার্যরা জেলে গিয়েছেন। ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়রা অভিযুক্ত। আর আপনি বলছেন দুর্নীতি হচ্ছে না! আপনি চোখ বন্ধ করে আছেন। কিন্তু বাংলার জনতা চোখ বন্ধ করে নেই। পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যে ভাইপো একাই সব কামাবে। আর কেউ কিছু করতে পারবে না।' যদিও বাঁকুড়া থেকে তার পালটা জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আরে আমাদের লোকেরা দুর্নীতি করলে ব্যবস্থা নাও। আমাদের যে ৪ জনকে ধরেছিলে তাঁদের জেলে রাখতে পেরেছ? প্রসঙ্গত শিক্ষা, খাদ্য, গোরুপাচার দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে জামিনে মুক্ত। অভিষেক গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে দলের অস্বস্তির কথা মেনে নিয়েও রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে অভিষেককে গ্রেপ্তার করা যেতেই পারে। কিন্তু তথ্যপ্রমাণ না থাকলে ৪ মাস পরে যখন জামিনে মুক্ত হবেন, তাতে মুখ পুড়বে দলেরই।'

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি অমিত শা। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

> কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নিরপেক্ষভাবেই কাজ করে। তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করে না কেন্দ্রীয় সরকার। যেটা সঠিক কাজ বলে তারা মনে করে, সেটাই করে। কারও ভয়ে সে ভীত নয়। কাউকে বাঁচাতেও তারা কাজ করে না।
>
> **অমিত শা**

চল ধন্নু... *মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই*

বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে কোমর বাঁধছে তৃণমূল

ডিজিটাল যুদ্ধে তারকায় প্রাধান্য

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কোমর বেঁধে পথে নামছে তৃণমূলের তথ্যপ্রযুক্তি(আইটি) সেল। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য রণকৌশল সাজাচ্ছে তারা। 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা' স্লোগানের মতো একাধিক নতুন স্লোগান সাধারণ মানুষের আত্মস্থ করিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এছাড়াও যেসব বিধানসভা কেন্দ্রে আগের নির্বাচনগুলিতে দল পিছিয়েছিল, সেইসব কেন্দ্রে ব্যাক টু ব্যাক স্ক্রুটিনি চালানো হচ্ছে। ঝাড়াইবাছাই করে প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। দলীয় সূত্রে খবর, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য এবারের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তারকা মুখদের। জানুয়ারির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্যাপক রদবদলের আশঙ্কা করছেন দলীয় নেতৃত্বরাও। সবমিলিয়ে '২৬-এর নির্বাচনে গুরুত্ব পাবে দলের ব্রেনস্টর্মিং। তার অধিকাংশ দায়িত্ব অভিষেকের কাঁধে।

সেবাশ্রয়-২ কর্মসূচির পাশাপাশি ২ জানুয়ারি থেকে জেলা সফর করে অভিষেক বুঝিয়ে দেবেন, মানুষের পাশে একমাত্র থাকবে তৃণমূলই। দলের অন্দরের আশঙ্কা, বিজেপি এবারের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেই চেষ্টা আটকাতে শুধু মাঠে নয়, ডিজিটালিও সক্রিয় হবে সবুজ শিবির। মানুষের পাশে মুখ্যমন্ত্রী, এই বার্তার মাধ্যমে সাজানো হচ্ছে নতুন কর্মসূচির ছকও। যেসব কেন্দ্রে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে, সেইসব কেন্দ্রে কোথায় কোথায় অন্তর্ঘাত হচ্ছে, তা চিহ্নিত করার কাজও চলছে। ইতিমধ্যেই দলীয় নেতাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে অভিষেকের একগুচ্ছ নির্দেশিকা। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে যেভাবে 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' স্লোগানকে সামনে রেখে এগিয়েছিল শাসকদল, ঠিক তেমনই এবারে বাঙালি অস্মিতাকে হাতিয়ার করে ময়দানে নামতে চাইছে তারা। হুগলি, হাওড়া, বারুইপুর পশ্চিম ও বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম, সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণ সহ একাধিক কেন্দ্র দলের নজরে রয়েছে। যেখানে যেখানে বিধায়কদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে, সেখানে সেইসব বিধায়ককে টিকিট দেওয়া হবে না বলেই জানাচ্ছেন দলীয় নেতারা। পরিবর্তে সেখানে তারকা মুখকে প্রার্থী করা হবে। গুরুত্ব দেওয়া হবে সিরিয়ালের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। উদ্দেশ্য, মহিলা ভোটব্যাংকের মনের কাছে পৌঁছে যাওয়া।

যেসব কেন্দ্রে অন্তর্ঘাতের মতো অভিযোগ উঠেছে ও কম ব্যবধানে দল জিততে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেখানে একেবারে স্থানীয় নেতৃত্বদের প্রার্থী করা হবে। যাঁরা সারা বছর এলাকার মানুষের কাজে পাশে থাকেন ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে, সেইসব মুখকেই প্রার্থীতালিকায় আনছে তৃণমূল। এক্স সহ একাধিক সমাজমাধ্যমে 'ট্রেন্ডিং' থাকার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপ করতে চলেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বও। দলীয় কর্মসূচিগুলিকেও সমাজমাধ্যমে 'ট্রেন্ডিং' হিসেবে তুলে ধরার কাজ করছে আইপ্যাক ছাড়াও একাধিক সংস্থা। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের নির্দেশ, কোনওরকম গোষ্ঠীকোন্দল নয়, মমতা-অভিষেকের মুখ সামনে রেখেই কাজ করতে হবে প্রত্যেককে।

রণকৌশল

- যেসব কেন্দ্রে বিধায়কদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেখানে স্থানীয় মুখে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে
- যেসব কেন্দ্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে, সেখানে তারকা মুখকেই টিকিট দেওয়ার চিন্তাভাবনা
- প্রার্থীতালিকায় একাধিক সিরিয়ালের অভিনেতা-অভিনেত্রী বলে খবর
- দলীয় কার্যকলাপকে ডিজিটালি 'ট্রেন্ডিং' রাখার পরিকল্পনা

দ্বন্দ্ব ঘোচাতে আদি নেতারা দায়িত্বে

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : দলে আদি ও নব্যদের দ্বন্দ্ব যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা বুঝতে পারছেন তৃণমূলের শীর্ষনেতারা। তাই কোঅর্ডিনেটর নিয়োগে পুরোনো নেতাদের গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। প্রতিটি জেলাতেই পুরোনো কর্মীদের একাংশ বসে গিয়েছেন। আবার কয়েকটি জায়গায় পুরোনো কর্মীরা পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করে নব্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এই ঘটনা দলের শীর্ষনেতাদের নজরে এসেছে। তাই কোচবিহারে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বা পার্থপ্রতিম রায়ের মতো পুরোনো নেতাদের কোঅর্ডিনেটর পদে যেমন নিয়োগ করা হয়েছে, একইভাবে হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলায় পুরোনো নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের আদিদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখেই কাজ করতে হবে বলেই নব্য নেতাদের তিনি বার্তাও দিয়েছেন।

রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী তথা প্রবীণ তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বারবার নতুন ও পুরোনোদের একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন। আমরা বিধানসভাতেও নতুন ও পুরোনো বিধায়করা সমন্বয় রেখেই কাজ করি। তাই জেলাস্তরে নব্য ও আদিদের মধ্যে বিরোধ থাকার কোনও কথা নয়। সেইমতোই সব নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

গত লোকসভা ভোটে যে বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে দলের ফল খারাপ হয়েছিল, সেখানে বুথভিত্তিক পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, মূলত শহর এলাকায় দলের প্রতি মুখ ঘুরিয়েছেন একটা বড় অংশের মানুষ। আবার দলের আদি ও নব্যদের কোন্দলের জেরে কয়েকটি এলাকায় দলকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে। সেই কারণেই বিধানসভা ভোটের আগে দ্বন্দ্ব মেটাতে বদ্ধপরিকর কালীঘাট। গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন অভিষেক ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। তারপরই জেলায় জেলায় কোঅর্ডিনেটর নিয়োগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন অভিষেক। সোমবারই প্রথম পর্বে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই বাকি জেলাগুলিতে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করে দেওয়া হবে। সেখানেও যে দলের আদি কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন দলের শীর্ষনেতারা।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে আতঙ্কের অভিযোগ

প্রাক্তন মন্ত্রী ও কবি জয়কে ডাক শুনানিতে

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : এসআইআরের শুনানিপর্বেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মৃত্যুর অভিযোগ ওঠা অব্যাহত। মঙ্গলবারও এই ধরনের অভিযোগে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরে রামনগরের ১ নম্বর ব্লকের সাদিগ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে।

অভিযোগ, এসআইআরের শুনানিতে ডাক পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এই জলঘোলার মধ্যেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে আতঙ্কে মৃত্যু হওয়া এক বৃদ্ধের পরিবার। এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকে আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছিল। সেই ধারা শুনানি পর্বেও চলছে।

সোমবার হাওড়ার আমতায়, পুরুলিয়ায়, নদিয়ার কল্যাণীতে আতঙ্কে মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। পুরুলিয়ায় দুর্জন মাঝি নামে এক বৃদ্ধ এসআইআরে শুনানির জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ পর রেললাইন থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছিল। এদিন তাঁর পরিবার নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। দুর্জনের ছেলে কানাই মাঝির দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবার নাম ছিল। কিন্তু শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন। কমিশনের পাঠানো নোটিশে জানানো হয়েছিল, দুর্জন কোনও নথি জমা দেননি। এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কমিশনের অসহযোগিতা ও ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য মৃত্যু হয়েছে তাঁর বাবার। তাই জ্ঞানেশ ও মনোজের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৮ ও ৬১(২) ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

এদিন ভোরে রামনগরে বিমল শীলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন কলকাতায় কাটিয়েছেন বিমল। অবসরের পর রামনগরে ফিরে এসে ভোটার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। নোটিশ পাওয়ার পর থেকে চিন্তিত ছিলেন। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এসআইআরের শুনানির ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হুগলির তারকেশ্বরের বালিগড়ি গ্রামের ৪০ বছরের এক ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রীর দাবি, ২০০২ সালের তালিকায় তাঁদের কারোর নাম নেই। তাই আতঙ্কিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁর স্বামী।

এদিকে এসআইআর নিয়ে হয়রানির অভিযোগ বার বার উঠে আসছে। জানা গিয়েছে, বাম আমলের মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় এসআইআরের শুনানির নোটিশ পেয়েছেন। কবি জয় গোস্বামীকেও তলব করা হয়েছে ২ জানুয়ারি। ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় তাঁকে ডাকা হয়েছে। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকলে তাঁকেও লাইনে দাঁড় করাত বিজেপি।'

বন্ধ হবে না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

আশ্বাস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হবে না। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে তৃণমূলের প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ রাজ্যের নানা প্রকল্প নিয়ে যে প্রচার হচ্ছে তাকে বিভ্রান্তিকর বলে দাবি করে এদিন দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

প্রচারে তৃণমূল বলছে, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ মহিলা ও গরিব মানুষের জন্যে বর্তমান সরকারের শতাধিক প্রকল্প বন্ধ করে দেবে বিজেপি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের এই প্রচার বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিজেপি। এর কারণ, মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সমালোচনা করতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি নেতারা মমতার এই 'ডোল পলিটিক্স'-এর বিরোধিতা করেছিল। তখন বিজেপি বলেছিল, রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থার জন্য মমতার এই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিই দায়ী। যদিও ঠেকে শিখে পরে দেশজুড়ে মমতার সেই মডেলকেই হাতিয়ার করে বিজেপি। মধ্যপ্রদেশ থেকে ওড়িশা বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই কোথাও লাডলি বহেনা, কোথাও বা সুভদ্র যোজনা হিসেবে ফিরে এসে বিজেপিকে ক্ষমতায় যেতে সাহায্য করেছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ বিহার। ফলে তৃণমূলের এই প্রচারে প্রমাদ গুণতে শুরু করেছে বিজেপি। বিভ্রান্তি দূর করতে তাই এদিন মাঠে নেমেছেন অমিত শা নিজেই। শা বলেছেন, 'স্পষ্ট করে বলতে চাই, রাজ্যে বিজেপি সরকার হওয়ার পর বর্তমান সরকার স্কিমের নামে যা চালাচ্ছে, তা কোনওটাই বাতিল হবে না। বরং নির্বাচনি ইস্তেহারে যেসব প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি থাকবে তা সবই বাস্তবায়িত করা হবে।' শা-র দাবি, এটা শুধু মুখের কথা নয়, লোকসভা ভোটের পর দেশের একাধিক বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকার গড়ার পর তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে বিজেপি।

তবে ইস্তেহারে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে তৃণমূলের মতো সংগঠিত দলকে কতটা কব্জা করা যাবে তা নিয়ে দলের মধ্যেই বিতর্ক রয়েছে। রাজ্য বিজেপির এক নেতা বলেন, 'ভোট হল ওয়ান ডে ম্যাচ। ভোট ও ভোট গণনার দিন বুথ এবং গণনা কেন্দ্রে শক্তি যার মাঠ তার। এটাই বাস্তব।' যদিও সাংগঠনিক এই দুর্বলতার কথা মানতে চাননি শা। শা-র দাবি, বিধানসভায় ৩ থেকে ৭৭ হতে পেরেছি বুথ পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছি বলেই।

> স্পষ্ট করে বলতে চাই, রাজ্যে বিজেপি সরকার হওয়ার পর বর্তমান সরকার স্কিমের নামে যা চালাচ্ছে, তা কোনওটাই বাতিল হবে না। বরং নির্বাচনি ইস্তেহারে যেসব প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি থাকবে তা সবই বাস্তবায়িত করা হবে।
>
> **অমিত শা**

দীর্ঘ অপেক্ষা, শুরু প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : দীর্ঘ ৩ বছর পর চাকরির আশা। বুধবার থেকে শুরু হল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের তথ্য যাচাই ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। সেখানে যোগ দিতে চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে হাজির হলেন একাধিক চাকরিপ্রার্থী। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ১৩৫ জন প্রার্থীকে ডাকা হয়েছে। মোট শূন্যপদ ১৩৪২১টি। ইন্টারভিউ দিতে এসেও চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ দাবি করেন, যেহেতু ২০১৭, ২০২২ সহ একাধিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী নিয়োগে অংশগ্রহণ করবেন, সেহেতু প্রতিযোগিতা বেশি হওয়ায় শূন্যপদের সংখ্যা অবিলম্বে বাড়ানো হোক। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল জানিয়েছেন, নতুন বছরের শুরুতে অন্যান্য মাধ্যমের প্রাথমিক স্কুলগুলির জন্য ধাপে ধাপে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।

এবারের ইন্টারভিউয়ে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের অধিকাংশই ২০১৭ ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডিএলএড) উত্তীর্ণ। তাঁরা টেট পাশ করলেও ইন্টারভিউ না হওয়ায় কাজের সুযোগ পাননি এত বছর। বাধ্য হয়ে বেছে নিতে হয়েছিল অন্য পেশা। ভিন রাজ্যেও চলে গিয়েছিলেন কেউ। এমনই এক প্রার্থী হিমাচলপ্রদেশে বেসরকারি এক স্কুলে কর্মরত অচিন্ত্য মল্লিকের কথায়, 'সরকারের উদাসীনতায় রাজ্যের বাইরে গিয়ে বহু প্রতিকূলতা সহ্য করেও চাকরি করতে হয়েছে।' স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার তিন দফায় নথি যাচাই করবে পর্ষদ। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে রেকর্ড করা হবে গোটা ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর এই প্রথম পর্যায়ের ইন্টারভিউ চলবে।

ইংরেজি মাধ্যমের শূন্যপদের সংখ্যা ১৮০ টির কাছাকাছি। জাল নথি বা ভুয়ো তথ্য আটকাতে এবার ইন্টারভিউ ও তথ্য যাচাইয়ের জন্য আলাদা আলাদা পাঁচটি টেবিলের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে সজাগ থাকছে পর্ষদ।

নতুন বছরে যুবভারতী সংস্কার

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : মেসি-কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কারের কাজ শুরু হবে নতুন বছর থেকেই। 'ফুটবলের রাজপুত্র' লিয়োনেল মেসি আসার দিনে বিশৃঙ্খলার কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল কলকাতার গর্ব এই স্টেডিয়ামের। সেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পূর্ত দপ্তরকে। সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নবান্নকে রিপোর্ট জমা দিয়েছে পূর্ত দপ্তর। সূত্রের খবর, রিপোর্ট খতিয়ে দেখে দু'সপ্তাহের মধ্যে সংস্কারের কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।

এই ঘটনায় অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিল রাজ্য সরকার। তাই ওই কমিটির তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংস্কারের কাজ শুরু করা সম্ভব ছিল না। পূর্ত দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। স্টেডিয়ামের বেশ কিছু জায়গায় লোহার গ্রিল, খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে যাওয়ার রাস্তার ওপরের ছাদ সহ বহু জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলি নতুন করে গড়তে হবে পূর্ত দপ্তরকে। তবে কমিটির তদন্তের কাজ শেষ করার পর পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে পূর্ত দপ্তর। সম্প্রতি পুলিশের তরফে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই নতুন বছর থেকেই পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, ঘটনার দিন যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা সারাতে সময় লাগবে। তবে কবে কাজ শেষ করা যাবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। কিন্তু দ্রুত যাতে যুবভারতীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি একটি কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় কথা বলতে পারেননি।

ভোটে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হুমায়ুন

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : আগামী ২৫ থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষ নিয়ে ব্রিগেডের সমাবেশ করবে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টি। আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে তাঁর দল উঠে আসবে বলে আশা করছেন তিনি। দুর্গা অঙ্গন প্রতিষ্ঠা নিয়ে 'মন্দির রাজনীতি'র প্রসঙ্গ তুলে মঙ্গলবার বিধায়কের কটাক্ষ, 'মন্দির একটা নয় দশটা হোক। কিন্তু সরকারি টাকায় নয়। কই রামমন্দির তো কোনও সরকারি টাকায় হয়নি। সনাতনী ধর্মাবলম্বীরা সেখানে অর্থ দিয়েছেন।' ভোটব্যাংক সুরক্ষিত করতে রাজ্যের কোষাগার থেকে ২৬২ কোটি টাকা খরচ করে মন্দিরের শিলান্যাস কেন হবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন হুমায়ুন। বিধায়কের ছেলে গোলাম নবি আজাদ পালটা জানিয়ে দিয়েছেন, 'ষড়যন্ত্রের শিকার' হয়ে তৃণমূল থেকে তিনি পদত্যাগ করছেন। প্রয়োজনে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন, কিন্তু তৃণমূলে আর যুক্ত হবেন না।

এদিন কার্যত নিজের দল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন হুমায়ুন। ঘোষণা করলেন, সরকার গড়ার জন্য বিজেপি বা তৃণমূল যে কারোরই তাঁকে দরকার পড়বে। তাঁর দাবি, এবার ১০০ আসনে আটকে যাবে বিজেপি। জনতা উন্নয়ন পার্টির নবনির্বাচিত বিধায়কদের সহায়তাতেই বাংলায় নতুন সরকার হবে। নির্বাচনে 'সেকেন্ড বয়' হওয়ার যাত্রাটা ব্রিগেড থেকেই শুরু হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে হুমায়ুন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে যাঁরা তিনবার ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের একটা বড় অংশ ব্রিগেড সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন। ডিফেন্সের মাঠ হওয়ায় ব্রিগেডে সভার অনুমতির জন্য সেনার আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্য স্তরের নেতারা যোগাযোগ করছেন। ওই দিনই আমাদের দলের জোটসঙ্গীদের হাজির করব বলেই আশা করছি।'

শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী যেদিন মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন, সেদিনই তৃণমূলের পতন হবে বলে আশাবাদী বিধায়ক। হুমায়ুনের পুত্র গোলামের কথায়, 'বাবাকে আমি এর আগেও বার বার বুঝিয়েছি। প্রয়োজনে হলে দলত্যাগ করে যা বলার বলো। দলে থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলে বিড়ম্বনা তৈরি করো না।' পাশাপাশি হুমায়ুন প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নিয়ে অভিষেকের মন্তব্য টেনে এদিন বিধায়ক ভোটে ভালো ফল নিয়ে আত্মবিশ্বাস আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

তাঁর হুঁশিয়ারি, 'মুখ্যমন্ত্রীও জগন্নাথধাম করেছেন। উনি যেদিন বলবেন, ২০২৬ সালের ভোটে লড়বেন না, মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার চেষ্টা করব না, রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে মন্দির করব, সেদিনই আমিও জনতা উন্নয়ন পার্টির পদ থেকে সরে যাব। পার্টি থাকবে, আমি ভোটে লড়ব না।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'ও এদিন নাম না করে বলেন, হুমায়ুন 'মন্দির-মসজিদ রাজনীতি' করছেন। পালটা হুমায়ুনের উত্তর, প্রধানমন্ত্রীও রামমন্দিরে প্রণাম করেছেন। এসব বন্ধ হলে তিনিও তাঁর কাজ বন্ধ করবেন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২২ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ পৌষ ১৪৩২

বিচার বনাম ভরসা

ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় থাকলেও আপাতত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় লাগাম পরল। গোটা আরাবল্লি পর্বতমালায় খনন বন্ধ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই নয়, মাত্র এক মাস আগে নিজের দেওয়া রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করে দিল। বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এই পদক্ষেপ ব্যতিক্রমী নিঃসন্দেহে। সব বিচার যেমন সব মহলকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, পারার কথাও না। তেমনই আদালতের রায় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে অনেক সময়।

আরাবল্লি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রমাণ করল, সর্বনাশের আশঙ্কা থাকলে বিচারের পুনর্বিবেচনাও হয়। তাছাড়া আরাবল্লিতে পাহাড়ের সংজ্ঞা ঠিক করা শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে গড়ে ওঠা প্রতিবাদ যথেষ্ট জোরালো ছিল। সেই প্রতিবাদে কিন্তু রাজনৈতিক রং তেমন লাগেনি। বরং গণপ্রতিবাদের চেহারা নিচ্ছিল, বিশেষ করে উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে। আরাবল্লিতে অবাধ খননের ছাড়পত্রে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে এই প্রতিবাদ দলমতের ঊর্ধ্বে উঠেছিল।

পরিবেশবিদ ও পরিবেশকর্মীদের চাপও ছিল পাশাপাশি। যাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন আরাবল্লি ধ্বংস হলে থর মরুভূমির এলাকা সম্প্রসারিত হয়ে গিলে ফেলতে পারে রাজস্থান, হরিয়ানাকে। এমনকি এসে উপস্থিত হতে পারে রাজধানী দিল্লির দুয়ারে। সেটা যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়, তাহলে আশু বিপদ হত বালির ঝড় এই অঞ্চলগুলিতে আছড়ে পড়া। সত্যিই সেই বিপদ ঘাড়ের ওপর পড়লে তার দায় এড়ানোর উপায় ছিল না সুপ্রিম কোর্টের।

ভারতের আইনি ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বিচারের সংস্থান আছে। অন্তত লিপিবদ্ধ আছে আইনের মোটা মোটা বইয়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই বিধান রক্ষিত হয় না বলে অভিযোগ ওঠে। জনতার আদালতের কাঠগড়ায় মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হয় রাষ্ট্রের তৈরি বিচার ব্যবস্থাকে। আরাবল্লি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ২০ নভেম্বরের রায় কিংবা উন্নাওয়ের গণধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত বিজেপির প্রাক্তন বিধায়কের সাজা খারিজ ও জামিন মঞ্জুর- সেরকমই কিছু উদাহরণ।

একইভাবে সম্প্রতি অপহরণ ও খুনে অভিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে নিম্ন আদালত জামিন দেওয়ায় বিচার ব্যবস্থা নিয়ে জনমনে সন্দেহ জেগেছিল। এই বাস্তবতার পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস রাখার পরিস্থিতিও একেবারে হারিয়ে যায়নি। আরাবল্লি নিয়ে নিজের রায়কে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিত করে দেওয়া প্রকৃত অর্থে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফেরায়।

উন্নাওয়ের ঘটনায় বিজেপির নেতা কুলদীপ সিং সেঙ্গারের সাজা মকুবে হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে যাওয়া বিচার ব্যবস্থার প্রতি আরেকটি বিশ্বাসের স্তম্ভের মতো। কলকাতা হাইকোর্টের রাজগঞ্জের বিডিও'র জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়া সেরকম শুধু আরেকটি উদাহরণ নয়। পাশাপাশি ওই মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতির পর্যবেক্ষণের পরতে পরতে আছে নিম্ন আদালতের নির্দেশে আইন লঙ্ঘনের উল্লেখ। বিচারে আইন লঙ্ঘিত হওয়া দুর্ভাগ্যজনক বৈকি।

এসব ঘটনায় আদালতের প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগে সিলমোহর পড়ে। যা বিচারে একেবারে কাম্য নয়। বরং আদালতের ওই ধরনের নির্দেশ আদৌ বিচার কি না, সেই প্রশ্ন ওঠে। মানুষের প্রতিবাদ সুপ্রিম কোর্টকে আরাবল্লির রায় পুনর্বিবেচনার পথে যেতে বাধ্য করেছে নিশ্চয়ই। তার মানে এই নয় যে, সমস্ত আপত্তি বা প্রতিবাদ আইনে বিচার্য হবে। প্রতিবাদের সারবত্তাই একমাত্র বিচার্য হওয়া উচিত।

আরাবল্লি বা উন্নাওয়ের ধর্ষণ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সেই মানদণ্ডে এগিয়েছে। এই দুটি রায় তাই নিঃসন্দেহে মানুষের ভরসার জায়গা তৈরি করে। শেষপর্যন্ত আরাবল্লি নিয়ে এই অবস্থান থাকবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। তবে বিচারের মানদণ্ডের যে উদাহরণ সুপ্রিম কোর্ট উল্লিখিত দুই ঘটনা ও কলকাতা হাইকোর্ট অভিযুক্ত বিডিও'র জামিন খারিজে তুলে ধরল, তা নিঃসন্দেহে আশা, আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

হুমায়ুনেও 'ধরিল কি ও রোগে'...

তৃণমূলের আমলে ডজনখানেক বিধায়ক অন্য দল থেকে জিতে এসে বছরের পর বছর স্বপদে টিকেছেন। হুমায়ুন এই পথেরই শরিক।

জয়ন্ত চৌধুরী

- এআই

নতুন দল গঠন করেছেন হুমায়ুন কবীর। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। তার আগে নাটকীয়ভাবে এবং অবশ্যই বেনজিরভাবে হুমায়ুনকে দল থেকে সাসপেন্ড করার খবর ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সাসপেনশন মতান্তরে বহিষ্কার নিয়েও বিভ্রান্তি। কেননা হুমায়ুনের তৃণমূলে কোনও সাংগঠনিক পদই নেই। তাঁর শুধু পরিষদীয় একটি পদ রয়েছে, তিনি বিধায়ক। তৃণমূলের প্রতীকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি বিজয়ী হয়ে বিধায়ক।

তাঁর বিধায়ক পদের মালিকানা তৃণমূলেরই। কেননা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় দল তাঁকে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। তাই সামান্যতম নৈতিক বোধ থাকলে তাঁর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল। তিনি নতুন দল গঠন করার আগে ঘোষণা করলেও পরে বিধায়কের পদ ত্যাগ করেননি।

শাস্তির প্রশ্নে তৃণমূলের দ্বিচারিতা

অবাক কাণ্ড হল, তৃণমূল সেজন্য তাঁর কোনও শাস্তি ঘোষণা করেনি। বিধায়ক পদ থেকে অপসারণ করার আবেদন জানিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিও দেয়নি তৃণমূল নেতৃত্ব। অথচ তাঁকে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে নেতৃত্ব জানিয়েছে। এতে স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে, তিনি কোন পদ থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন? যাঁর কোনও সাংগঠনিক পদ নেই, তাঁকে কোথা থেকে সাসপেন্ড করা হয়? জবাব নেই।

তাহলে দলের কি প্রাথমিক সদস্যপদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে? নির্দিষ্ট করে সেটাও বলা হয়নি তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে। তাছাড়া সেটা হলে, তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হওয়ার কথা নয়। পরিষদীয় বিধি অনুসারে তিনি সেক্ষেত্রে বিধানসভায় দলনিরপেক্ষ সদস্য হয়ে থেকে যাবেন। পরিষদীয় পরিভাষায় 'আন অ্যাটাচড মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি' হয়ে থাকতে পারতেন। নিজে থেকে ইস্তফা না দিলে দলের বিরোধিতার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু সেই নৈতিক সাহস তৃণমূল দেখায়নি।

দলবদলের নজির ও নৈতিকতার ইতিহাস

রাজ্যে আজকের দিন পর্যন্ত তৃণমূলের যা সাংগঠনিক পরাক্রম, তাতে এই সাহস দেখানো তৃণমূলের পক্ষেই সম্ভব। না দেখানোর কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু সেই সাহস না দেখানোর অর্থ শাসকদল নিজের রাজনৈতিক অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর 'আন অ্যাট্যাচড মেম্বার' হিসেবে বিধায়ক পদ বহাল রাখার ঘটনা বিরল নয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়।

বাম আমলের দাপুটে মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাকে সিপিএম বহিষ্কার করার পর তিনি 'আন অ্যাট্যাচড মেম্বার' হিসেবে মাসকয়েক ছিলেন বিধানসভায়। সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বর্তমান তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন 'আন অ্যাট্যাচড' রাজ্যসভা সদস্য ছিলেন। নির্বাচনি রাজনীতিতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বামেরা যে নৈতিকতার নিদর্শন রেখেছে, প্রায় নিরঙ্কুশ শক্তিধর তৃণমূল তা কখনও পারেনি।

ভোট না করিয়ে নানা কৌশলে বিরোধী দল পরিচালিত পুরসভা, জেলা পরিষদ ও বিধায়ক ভাঙানোর খেলা তৃণমূল ব্যাপকভাবে বাংলায় আমদানি করেছিল। তবে তামাম বাংলায় এই রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি আমদানি যাঁরা করেছিলেন, ঘটনা পরম্পরায় সেই দুজন পরে চলে যান বিরোধী শিবিরে। এঁদের একজন মুকুল রায়, অপরজন শুভেন্দু অধিকারী।

> সংসদীয় গণতন্ত্রে দলত্যাগ করে ভিন্ন দল বা প্রতিপক্ষে যোগদান স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এক দলের টিকিটে জিতে দলবদল করলে তিনি বিধায়ক, সাংসদ বা কোনও স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার সদস্য- যাই হোন না কেন, তাঁর সেই পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া ন্যূনতম মূল্যবোধের পরিচায়ক। অথচ একমাত্র এই রাজ্যে অন্য কোনও দলের প্রতীকে জিতে তৃণমূলে যোগ দিলেও ইস্তফা দিতে হয় না। মানুষের রায় এতটাই গুরুত্বহীন হয়ে গিয়েছে এই জমানায়।

'আয়ারাম-গয়ারাম' সংস্কৃতি ও বর্তমান অবক্ষয়

সংসদীয় গণতন্ত্রে দলত্যাগ করে ভিন্ন দল বা প্রতিপক্ষে যোগদান স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এক দলের টিকিটে জিতে দলবদল করলে তিনি বিধায়ক, সাংসদ বা কোনও স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার সদস্য- যাই হোন না কেন, তাঁর সেই পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া ন্যূনতম মূল্যবোধের পরিচায়ক। কিন্তু ভারতে ক্ষমতার রাজনীতির এমন ফের যে, নির্বাচকমণ্ডলীকে বা তার মতামতকে পদদলিত করে দলের জার্সি বদলের দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি। সর্বভারতীয় স্তরে অবশ্য বহুদিন আগেই এই প্রবণতার সূত্রপাত ঘটেছিল গোবলয়ে।

হরিয়ানার আয়ারামের গয়ারাম হয়ে ওঠার কাহিনী তো কিংবদন্তির মতো। জনতার জন্য ভোটের বাজারে আকুলিবিকুলি করা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি স্রেফ আইনের ছুতো খুঁজে নিজের পদ আঁকড়ে থাকেন। সেই প্রবণতা রুখতে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি দলত্যাগ রোধ আইন প্রণয়ন করিয়েছিলেন। সেই আইন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের সব রাজ্যে কার্যকর রয়েছে।

একমাত্র এই রাজ্যে অন্য কোনও দলের প্রতীকে জিতে তৃণমূলে যোগ দিলেও ইস্তফা দিতে হয় না। মানুষের রায় এতটাই গুরুত্বহীন হয়ে গিয়েছে এই জমানায়। ঘটনাচক্রে এই প্রশ্নে বিরোধী আসনে থাকাকালীন অনন্য নজির গড়েছিলেন এখনকার তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন বারুইপুরের কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল জন্ম নেওয়ার পর প্রথম তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীকে রাসবিহারী কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেই ভোটে জয়ী হয়ে ফের বিধানসভায় ফিরেছিলেন তিনি। তিনি এক অর্থে ব্যতিক্রম।

কারণ, কংগ্রেসের বিধায়ক পদ ধরে রেখেই একসময় সুব্রত মুখোপাধ্যায় তৃণমূলে যোগ দিয়ে পরে কলকাতার মেয়র হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন শাসক বামফ্রন্ট দলত্যাগ রোধ আইন অনুসারে বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন করলেও অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম কেন এবং কোন কৌশলে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে স্বপদে বহাল রেখেছিলেন- সেই রহস্য অবশ্য ভিন্ন আলোচনার দাবি রাখে।

বাম জমানায় কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক হয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই নির্বাচিত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল জমানায় মালদার কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, শান্তিপুরের অজয় দে প্রমুখ একই পথে হেঁটেছিলেন। এমনকি এই হুমায়ুন কবীর পর্যন্ত কংগ্রেসের টিকিটে জেতা বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে উপনির্বাচনে জনতার দরবারে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

নৈতিক অবক্ষয়ের রোগ বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ

এসব ২০১১ পরবর্তী পর্বের ঘটনা হলেও তৃণমূল ঘরানায় এর কোনও মূল্য নেই। কেননা, এই আমলে ডজনখানেক দলত্যাগী বিধায়ক অন্য দল থেকে জিতে এসে বছরের পর বছর স্বপদে টিকে গিয়েছেন। কেউ বাম, কেউ বিজেপি, কেউ কংগ্রেস থেকে এসেও নির্লজ্জভাবে বিধায়ক পদ আঁকড়ে থেকে পুরো মেয়াদ বহালতবিয়তে কাটিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ কাটিয়ে চলেছেন আজও।

এমনকি পরিষদীয় প্রথা ভেঙে দলবদল করেও বিধায়ক পদ না ত্যাগ করার পুরস্কার পেয়েছেন মানস ভুঁইয়া, শংকর সিং এবং মুকুল রায়। ২০১১ সালের পর প্রায় সব উপনির্বাচনে তৃণমূল মসৃণ জয় পেয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন ভিন্ন দল থেকে আসা বিধায়কদের ইস্তফা না দেওয়ার আয়ারাম গয়ারাম মার্কা হরিয়ানভি রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলা অস্মিতা রক্ষার দাবিদার তৃণমূল এরাজ্যে আমদানি করল, তা বলা কঠিন। তবে এই আচরণ যে গণতন্ত্রের গলা টিপে মারার নামান্তর, সে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সম্ভবত সেই সংস্কৃতির বিশ্বস্ত বাহক হিসেবে হুমায়ুন কবীর বিধায়ক পদে ইস্তফা না দিয়ে অবলীলায় নতুন দল গঠনের স্পর্ধা দেখান। এই নৈতিক অবক্ষয়ের রোগ বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। চিৎকৃত জয় বাংলা ধ্বনিতে তা ঢাকা যাবে না।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৫

আজকের দিনে জন্মেছিলেন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

২০০৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন গায়ক-অভিনেত্রী সুরাইয়া জামাল শেখ।

আলোচিত

মন্ত্রীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল, জীবনকৃষ্ণ সাহা, কুণাল ঘোষ- একের পর এক তৃণমূল নেতা জেল খেটেছেন। তারপর কীভাবে বলা হয় যে, বাংলায় দুর্নীতি নেই। এখন এই রাজ্যে কামানোর অধিকার একমাত্র ভাইপোর।

- অমিত শা

ভাইরাল/১

হস্টেল না জেলখানা! তেলেঙ্গানার একটি গার্লস স্কুলের ওয়ার্ডেন এক ছাত্রীকে ঘরে ডাকেন। তাকে সময়ে না পাওয়ায় কতটা চিন্তিত ছিলেন তা জানিয়ে রাগে ফেটে পড়েন। ছাত্রীকে প্রথমে চড় ও পরে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারেন। ছাত্রী ক্ষমা চাইলেও রেয়াত করেননি। নিন্দার ঝড়।

ভাইরাল/২

'লেডি সিংহম'! সাহারানপুর থেকে মিরাট যেতে এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক জ্যামে আটকান। রাগে গাড়িতেই গালাগালি শুরু করেন। এরপর বাইরে এসে সামনের গাড়ির ড্রাইভারের ওপর চড়াও হন। অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন। হুমকিও দেন। তাঁর 'মধুর বাণী'-তে থ সকলে।

জনমন জনমত

স্কুলছুট সমস্যা আজও

গ্রামাঞ্চলের সাধারণ খেটে খাওয়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্কুলছুটের প্রবণতা বেশি। এর পেছনে রয়েছে বিভিন্ন কারণ। যেমন আর্থিক দৈন্যের জন্য অনেকেই পড়াশোনার চাপ সামলাতে পারে না। তাছাড়া রয়েছে অভিভাবকদের অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে উদাসীনতা এবং সর্বোপরি অসহযোগিতা। শুধু যে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুলছুটের তালিকায় রয়েছে তা নয়, বেশ সচ্ছল পরিবারের কিছু ছেলেমেয়েও এই দলে আছে।

স্কুলছুট হয়ে শিশুদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হওয়া বর্তমান সমাজের অন্যতম বড় সমস্যা। এর প্রধান কারণ দারিদ্র্য, সচেতনতার অভাব এবং পারিবারিক সংকট। আনন্দহীন শিক্ষা পদ্ধতি বা দূরবর্তী স্কুল অনেক সময় শিশুদের পড়াশোনায় অনাগ্রহী করে তুলছে। এতে শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত হওয়ার ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।

বর্তমানে স্কুলছুট হওয়ার পিছনে আরেকটি কারণ হল মোবাইল ফোনের অসৎ ব্যবহার ও প্রচুর বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্য। এতে পড়াশোনার গুরুত্ব হারিয়ে ছাত্রছাত্রীদের একাংশ ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে। অভিভাবকরা সচেতন না হলে এর ফল ভয়ংকর হবে একদিন।

এই পরিস্থিতিতে শিশুশ্রম বিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ যেমন নিশ্চিত করা উচিত, তেমনই অভিভাবকদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানো উচিত।

রমেন রায়
রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

অদ্ভুত বইয়ের মজার গল্প

২৫ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে পৃথিবীর পাঠশালা বিভাগে প্রকাশিত 'পাঠোদ্ধার হয়নি যে বইয়ের' শীর্ষক লেখা পড়লাম। প্রকাশ, আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে আজও 'ভয়নিচ ম্যানুস্ক্রিপ্ট' নামের রহস্যময়ী বইটি পড়ে আছে। ২৪০ পাতার বইটি হাতে লেখা। অদ্ভুত সব গাছপালার ছবি যা বাস্তবে দেখা যায় না। জ্যোতির্বিদ্যার আজব নকশা। আসল রহস্য হল এর ভাষা। বিশ্বের বাঘা বাঘা সংকেত বিশেষজ্ঞরা পাঠোদ্ধার করতে ব্যর্থ।

ব্যর্থ হওয়ারই কথা। কারণ বইটিতে আজগুবি ছবি, নকশা ইত্যাদি দেওয়া আছে। এভাবেই বইয়ের লিপি ও ভাষা আজগুবি হিসেবে লেখা আছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। রহস্যময়ী বইয়ের লক্ষ্য, বোকা বানানো। সহজ কথায় এপ্রিল ফুল।

রাজকুমার জাজোদিয়া
কালিয়াগঞ্জ।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গ্রামে শিক্ষিত হওয়া যায়, গৃহশিক্ষক নয়!

গ্রামীণ অভিভাবকের চোখে গৃহশিক্ষকতা কোনও পেশা নয়, বরং কয়েকজন শিক্ষিত বেকারের বাধ্যতামূলক সাময়িক কাজ।

রাহুল দাস

- এআই

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের এই ভোরগুলিতে গ্রাম থেকে বেরোনো মূল রাস্তাগুলোর দিকে তাকালেই ধরা পড়ে এক চেনা ছবি। সদ্য প্রাইমারি পাশ করা ছেলেমেয়েরা সাইকেলে প্যাডেলে চাপ দিয়ে কিংবা হেঁটে রওনা দিচ্ছে দূরের কোনও কোচিং সেন্টারের দিকে। সেখানে একসঙ্গে পনেরো-কুড়িজন বসে তারা লেখাপড়া করে—যা কার্যত স্কুলের একটি ক্লাসঘরের মতোই। এক্ষেত্রে ওই সীমিত সময়ে একজন শিক্ষক কতজন ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে গাইড করতে পারেন, সেই প্রশ্ন যদিও আজীবন অমীমাংসিত।

খেয়াল করলে দেখা যায়— এই কোচিং সেন্টারগুলোর বেশিরভাগই গড়ে ওঠে শহর বা শহরতলিতে, অথচ সেখানে পড়ুয়াদের সিংহভাগ আসে গ্রামগঞ্জ থেকেই। কেন? কারণ, গ্রামে গৃহশিক্ষকতা আজও সেভাবে সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। অধিকাংশ গ্রামীণ অভিভাবকের চোখে গৃহশিক্ষকতা কোনও পেশা নয়, বরং কয়েকজন শিক্ষিত বেকারের বাধ্যতামূলক সাময়িক কাজ। বড় হয়ে যাওয়ার পর বাবা-মায়ের কাছে পকেটমানি চাইতে লজ্জা লাগে বলেই তারা যেন এই কাজে আসে—এমন ধারণা বহু জায়গায় গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত। ফলে গৃহশিক্ষকের পারিশ্রমিক বলতে তারা ধরে নেয় সামান্য পকেটমানি মাত্র।

বাস্তবে গৃহশিক্ষকতা যে যথেষ্ট পরিমাণ মানসিক পরিশ্রমের কাজ, সেই মানসিক শ্রমকেও অনেকে স্বীকৃতি দিতে চান না। অথচ গৃহশিক্ষকতা একটি গভীর দায়সম্পন্ন পেশা। স্কুলে—সরকারি হোক বা বেসরকারি—একজন শিক্ষকের ওপর ছাত্রছাত্রীর ফলাফলের দায় ব্যক্তিগতভাবে এসে পড়ে না। কিন্তু গৃহশিক্ষকের ক্ষেত্রে সেই দায়ভার সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। ছাত্রছাত্রীর ভালোমন্দ ফল, বোঝাপড়া, অগ্রগতি— সবকিছুর দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়।

এক্ষেত্রে শহর ও শহরতলির পরিস্থিতি অবশ্য বদলেছে। সেখানে গৃহশিক্ষকতা আজ অনেকের কাছেই মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী জীবিকা। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সামাজিক সম্মান—দুটোই সেখানে তুলনামূলকভাবে বিদ্যমান। কিন্তু গ্রামগঞ্জে এখনও সিংহভাগ অভিভাবক গৃহশিক্ষকের পেছনে অর্থ খরচ করতে অনিচ্ছুক। অনেকেই যুক্তি দেন, গ্রামের মানুষ আর্থিকভাবে দুর্বল, তাই তাঁরা সম্মানজনক বেতন দিতে পারেন না। অথচ বাস্তব চিত্র ভিন্ন কথা বলে। আজ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ জায়গাতেই প্রাথমিক স্তর থেকে বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে, এবং অভিভাবকরা স্বেচ্ছায়—কখনো-কখনো কষ্ট করেও—সন্তানদের সেখানে ভর্তি করাচ্ছেন। সেখানে অর্থনৈতিক দুর্বলতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু গৃহশিক্ষকের মর্যাদাপূর্ণ পারিশ্রমিকের প্রশ্ন এলেই ওঠে আপত্তি।

এই মানসিকতার ফলেই দেখা যায়, গ্রামের শিক্ষিত ছেলেরা প্রয়োজনে বাবা-মায়ের সঙ্গে মাঠে নেমে চাষের কাজ করে, দূরে শহরে দোকানের কর্মচারী হিসেবে থাকে, অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে— কিন্তু গৃহশিক্ষকতা করতে রাজি হয় না। কারণ, তারা জানে, নিজের এলাকায় এই কাজের সঙ্গে না আছে সামাজিক সম্মান, না আছে আর্থিক নিরাপত্তা। অথচ, শহরে অনেককাল থেকেই বহু শিক্ষিত মানুষের প্রধান জীবিকা হয়ে উঠেছে গৃহশিক্ষকতা।

গ্রামের শিক্ষাসংকটের এই দিকটি নিয়ে নতুন করে ভাবা জরুরি। গৃহশিক্ষকতাকে অবহেলা করে, তাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে, অভিভাবকরা কার্যত নিজেদের সন্তানদের সঠিক ও ব্যক্তিগত সুশিক্ষার সুযোগই সংকুচিত করে দিচ্ছেন। কোচিং সেন্টারের ভিড়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত যত্ন ও দায়বদ্ধতা, আর তার মূল্য চোকাতে হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। গৃহশিক্ষকতা যদি গ্রামে সম্মান ও মর্যাদার জায়গা না পায়, তবে গ্রামীণ শিক্ষার এই ফাঁক শুধু চওড়া নয়, আরও গভীর ও স্থায়ী হয়ে উঠবে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩২

পাশাপাশি : ২। এই পাতাকে কেউ বলেন বৃশ্চিকালি, কেউ নাগদন্তিকা ৫। কোনও কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি ৬। প্রথম স্ত্রী থাকতেও পুরুষের দ্বিতীয়বার বিয়ে ৮। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষা ৯। মায়ের বাবা অথবা অনেক রকম জিনিস ১১। রূপবান কিন্তু গুণহীন ব্যক্তি ১৩। নলযুক্ত জলের পাত্র ১৪। ভালোবাসার বন্ধন।

উপর-নীচ : ১। প্রবেশ অবাধ ২। যন্ত্রণা বা অসুখ ৩। বিপুল জলরাশি বা সমুদ্র ৪। হরিণ বা অন্য প্রাণীর চামড়া ৬। ভ্রমর বা বড় মৌমাছি ৭। ফলের নাম ৮। অসাধু উদ্দেশ্যে পাঠানো ৯। শব্দ বা ধ্বনি ১০। ফন্দি-ফিকির বা অজুহাত ১১। জল নিকাশি নালা ১২। মণ্ডপের শামিয়ানা ১৩। দেবতার অনুগ্রহ।

সমাধান ■ ৪৩৩১

পাশাপাশি : ১। হামবাগ ৩। পোয়াতি ৫। কোলছাওয়াল ৬। বিকট ৭। ঊর্মিলা ৯। পরিসংখ্যান ১২। গরিমা ১৩। রাতারাতি।

উপর-নীচ: ১।হাবিজাবি ২।গরল ৩।পোলাও ৪।তিজেল ৫। কোট ৭। উন ৮। লালবাতি ৯। পরাগ ১০। সরমা ১১। খ্যাংরা।

বিন্দুবিসর্গ

শেষকৃত্যেও কূটনীতির অঙ্ক

চিন, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ অক্ষ আটকাতে মরিয়া নয়াদিল্লি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : বছরের একেবারে শেষে এসে বাংলাদেশকে চিন-পাকিস্তানের মরূদ্যানে পরিণত হওয়া আটকাতে তৎপরতা বাড়াল ভারত। তাও আবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি-র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যকে উপলক্ষ্য করে। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর মঙ্গলবার ভোরে ৮০ বছরে বয়সে প্রয়াত হন খালেদা। বুধবার বছরের শেষদিনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য করবে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। সেই শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে ভারতের তরফে যোগ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে জয়শংকরের এই সফর কূটনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি-কেই কাছে টানতে চেয়েছিল নয়াদিল্লি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও আইএসআইয়ের অঙ্গুলিহেলনে বাংলাদেশে যেভাবে জামায়াতে ইসলামি, তৌহিদি জনতার মতো মৌলবাদীদের রমরমা বাড়ছে, তাতে পূর্বপ্রান্তের সীমান্ত নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত নয়াদিল্লি। হাসিনার দেশান্তরী হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে গতিবিধি বেড়েছে ইসলামাবাদের। পাশাপাশি ইউনূসের সরকারের সঙ্গে বেজিংয়ের সখ্যও এখন চোখে পড়ার মতো। এই পরিস্থিতিতে সময় গড়ানোর সঙ্গে ঢাকা-ইসলামাবাদ-বেজিং অক্ষ যত মজবুত হচ্ছে ততই বাংলাদেশে একঘরে হয়ে পড়ছে নয়াদিল্লি। এদিন খালেদার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, ইশহাক দারের মতো নেতারা তড়িঘড়ি শোকবার্তা জারি করেছেন। খালেদার শেষকৃত্যে থাকার কথা পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দারের। চিনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংও শোকপ্রকাশ করেছেন এবং খালেদার আমলে চিন-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতি কীভাবে হয়েছে সে কথাও বলেছেন তিনি।

প্রয়াত খালেদা জিয়ার ছবি হাতে বিএনপি সমর্থকরা। মঙ্গলবার ঢাকায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও শোকপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু খালেদাবিহীন বিএনপি-কে কাছে টানতে পাকিস্তানের কূটনৈতিক চাল টের পেতেই পালটা চাল দিয়েছে নয়াদিল্লি। খালেদা দু-দফায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পুতুল আদতে জলপাইগুড়ির মেয়ে হলেও তাঁর আমলে পদ্মাপারে ভারত-বিরোধিতার মাত্রা চড়া হারে বেড়েছিল। গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে তিনি বারবার নয়াদিল্লির সঙ্গে বিরোধের রাস্তায় হেঁটেছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের দরবারে তো বটেই, মুসলিম বিশ্বের কাছেও বিষয়টি নিয়ে সরব ছিলেন খালেদা। বেআইনি অনুপ্রবেশের বিষয়টিও মানতে চাননি কখনও। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাওকে তিনি মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন, 'ভারতের বাঙালিরাও বাংলা বোঝে, বাংলায় কথা বলেন। এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা সকলেই বাংলাদেশি।' খালেদা যখন ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন বিএনপি-র বন্ধু দল ছিল জামায়াতে ইসলামি। আলফার মতো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খোলা মাঠ ছিল বাংলাদেশ। খালেদার এই নীতিগুলি নয়াদিল্লির অস্বস্তির কারণ ছিল। তাঁর প্রয়াণের সময়ও ভারত বিরোধিতার রাস্তা প্রশস্ত হয়েছে বাংলাদেশে। আর সেই সুযোগ নিচ্ছে পাকিস্তান, চিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথমে খালেদার আরোগ্য চেয়ে এক্সে বার্তা দেওয়ায় বিএনপি খানিকটা খুশিই হয়েছিল। জয়শংকর এবার খালেদার শেষকৃত্যে থাকলে বিএনপি কতটা খুশি হবে সেটা সময় বলবে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শংকর। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় যাচ্ছেন।'

জয়শংকরের এই সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ গত বছর ছাত্র আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকেই ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক নিম্নমুখী। সেই প্রেক্ষাপটে খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে ভারতের শীর্ষ কূটনীতিকের উপস্থিতি ঢাকার প্রতি নয়াদিল্লির রাজনৈতিক সৌজন্য ও সংলাপের ইচ্ছার ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ঘটনা হল, খালেদা জিয়ার মৃত্যুর আগেই তাঁর পুত্র এবং বিএনপির কার্যত শীর্ষ নেতা তারেক রহমান ১৭ বছর নির্বাসনের পর ভোটমুখী বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন। ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এই মুহূর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লাল পাথর আর মার্বেলের গল্প... মঙ্গলবার জয়পুরে আমের ফোর্টে।

ভাইজানের সিনেমায় ক্ষুব্ধ চিন, পাশে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ও বেজিং, ৩০ ডিসেম্বর : গালওয়ান উপত্যকায় চিনা সেনার আগ্রাসন এবং ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বের কাহিনী এবার বড় পর্দায়। ২৭ ডিসেম্বর সলমন খানের জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আগামী ছবি 'ব্যাটল অফ গালওয়ান'-এর টিজার। ২০২০-তে ভারত-চিন সীমান্তে দু'দেশের সৈন্যদের 'হাতাহাতি' ছবির মূল বিষয়।টিজার বেরোনোর পরই চিন তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। সে দেশের 'গ্লোবাল টাইমস' লিখেছে, এই ছবিতে তথ্যের বিকৃতি ঘটেছে। হাইভোল্টেজ ড্রামার জন্য এসব আনা যেতে পারে, তবে কোনও পবিত্র দেশের ওপরই এই নাটকের প্রভাব পড়বে না।

সংবাদপত্রটি সেদেশের সেনা বিশেষজ্ঞ সং জংপিনকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, সিনেমা বিনোদনের জন্য দেশপ্রেমকে জাগাতে পারে, কিন্তু গালওয়ান সংঘাতের সত্যিটাকে বদলাতে পারে না। তাঁর কথায়, প্রথমে ভারতীয় সেনা সীমা পার করে। চিনা সেনা নিজের সীমাকে সুরক্ষিত করেছে মাত্র। দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় চিনা সেনা কখনও পিছু হটবে না। চিনের সেনা সব সময় নিজের কর্তব্য করে। গালওয়ানের ওই ঘটনা চিনের শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় আবেগকে মনে করায়। তিনি বলেন, যখন ভারত ও চিনের সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে, তখন এই ছবির নির্মাণ ঠিক নয়।

চিনের এহেন অভিযোগের পরই ভারতের তরফে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের কথায়, 'ভারতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে এবং সিনেমা এই মতপ্রকাশের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। সিনেমা একটা শিল্প আর শিল্প সৃষ্টিতে নির্মাতারা স্বাধীন। এই স্বাধীনতাকে সামনে রেখে যে কোনও ছবি তাঁরা করতে পারেন। যাদের এই ছবি নিয়ে কোনও সমস্যা আছে, তারা ব্যাখ্যা চাইতেই পারে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের কাছে। কিন্তু এই ছবির নির্মাণে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।'২০২০-র ১৬ জুনে গালওয়ান-সংঘাতে ভারতের ২০ জন সেনার মৃত্যু হয়। ৪ চিনা সেনার মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকেই দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে এবং লাদাখের লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল-এ সম্ভাব্য আক্রমণের কথা মাথায় রেখে ভারত নিরাপত্তা সংক্রান্ত

ব্যাটল অফ গালওয়ান

বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। দু'দেশই তাদের সীমান্তের বিভিন্ন অংশে বাফার জোনও তৈরি করে। ৭ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং গালওয়ান ভ্যালি ক্ল্যাশ-এ ওই ২০ জন শহিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে গালওয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল উদ্বোধন করেন। ছবির টিজারে দেখা গিয়েছে, সলমন কর্নেল সন্তোষবাবুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর লুক তাঁর অন্য ছবির থেকে একেবারে আলাদা। তিনি চিনে খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু এই ছবি তাঁকে সমালোচনার মুখে ফেলেছে। তাঁর লুক-ও সমালোচিত হচ্ছে। অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী এপ্রিলের ১৭ তারিখে।

আজ কমিশনে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধি দল। নেতৃত্বে থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈঠকে মূলত বাংলায় ঘোষিত ১ কোটি ৩৬ লক্ষ 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' ভোটারের তালিকা ও তার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোটার যাচাই প্রক্রিয়ার নামে বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, অনেক বয়স্ক ও অসুস্থ ভোটারকে বাড়ি ছেড়ে কেন্দ্র পর্যন্ত যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বিএলএ-দের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকেই নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণার বাস্তব রূপই এবার দিল্লিতে কমিশনের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠক।

খাদে বাস, মৃত ৭

দেরাদুন, ৩০ ডিসেম্বর : উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ায় মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ দ্বারহাট থেকে রামনগরগামী যাত্রীবাহী একটি বাস কয়েকশো ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। মৃত্যু হয়েছে ৭ যাত্রীর। চালক, কন্ডাক্টর সহ গুরুতর আহত ১১ জন হাসপাতালে ভর্তি। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সবরকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

খালেদার প্রয়াণে নিষেধাজ্ঞা কি উঠবে
প্রশ্ন তসলিমার

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জীবনাবসানের পর মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন নির্বাসিত বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। দীর্ঘ ৩১ বছরের নির্বাসন জীবনের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, খালেদার মৃত্যুর সঙ্গে কি তাঁর ওপর জারি হওয়া দীর্ঘদিনের 'অন্যায়ের অধ্যায়'-এরও সমাপ্তি ঘটবে?

তসলিমার অভিযোগ, তাঁর দেশত্যাগের নেপথ্যে প্রধান কারিগর ছিলেন খালেদা জিয়াই। ১৯৯৪ সালে মৌলবাদীদের তোপের মুখে লেখিকাকে যখন দেশ ছাড়তে হয়, তখন সরকারে ছিল খালেদার বিএনপি। নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে তৎকালীন সরকার তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে ফেরার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, তাঁর লেখা 'লজ্জা', 'উতল হাওয়া' ও 'সেই সব অন্ধকার'-এর মতো বইগুলিকেও নিষিদ্ধ করেছিলেন খালেদা।

জেহাদিদের প্রশ্রয় দেওয়ার রাজনীতির সমালোচনা করে তসলিমার প্রশ্ন, নতুন জমানায় কি তাঁর বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠবে? নাকি এক শাসকের অন্যায় পরের শাসকও বছরের পর বছর বয়ে বেড়াবেন? তসলিমার কাছে খালেদার মৃত্যু কোনও ব্যক্তিগত শোক নয়, বরং ইতিহাসের এক লজ্জাকর অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।

অনাহারে কঙ্কালসার কন্যা, মৃত বাবা

লখনউ, ৩০ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের মাহোবা জেলায় শিউরে ওঠার মতো ঘটনা প্রকাশ্যে এসে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

এক গৃহ-সহায়ক দম্পতি স্রেফ সম্পত্তির লোভে রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ওমপ্রকাশ ও তাঁর মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যা রেশমিকে খাবার না দিয়ে বন্দি করে রেখেছিল। অভিযোগ, অত্যাচারও করা হত। তা চলেছে পাঁচ বছর। এক আত্মীয় সূত্রে পুলিশ তা জানতে পেরে পদক্ষেপ করে। উদ্ধার হন অনাহারক্লিষ্ট বছর সাতাশের কঙ্কালসার রেশমি। উদ্ধার করা হয় তাঁর বাবার মৃতদেহ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তরুণীর শরীরে শুধু চামড়া। মাংস বলে কিছু নেই। পুলিশ দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, খাটে নগ্ন অবস্থায় ছিলেন তরুণী। ঘরের কোণে পড়েছিল মৃতদেহ। ঘরে ঢুকতেই পচা গন্ধ। তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বৃদ্ধকেও নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা বৃদ্ধকে মৃত ঘোষণা করেন। তরুণী সম্পর্কে তাঁরা জানান, দীর্ঘ অনাহারে তাঁর শরীরের পেশি শুকিয়ে গিয়েছে। তিনি কথা বলার অবস্থায় নেই।

ওমপ্রকাশের ভাই অমর সিং রাঠোর জানিয়েছেন, রান্নার জন্য রামপ্রকাশ কুশওয়া ও তাঁর স্ত্রী রানি দেবীকে আনেন। ওমপ্রকাশের অসুস্থতার সুযোগে তারা বাবা, মেয়েকে প্রায় বন্দি রেখে বাড়িতে জাঁকিয়ে বসে।

কুয়াশায় ঢাকা সকাল... মঙ্গলবার পাটনায়।

বাংলাদেশে ফের হিন্দু হত্যা

ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বর : আবার পদ্মাপারে হিন্দু হত্যা। এই নিয়ে গত দু'সপ্তাহে তৃতীয় বার হিন্দু খুন করা হল বাংলাদেশে। সোমবার ময়মনসিংহের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করছিলেন ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন শ্রমিক। আচমকা তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অভিযুক্তের নাম নমান মিয়াঁ। সে আনসারের সদস্য। তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার মেহরাবারি এলাকার সুলতানা সোয়েটার্স লিমিটেডে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ ওই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। ব্রজেন্দ্রকে লক্ষ্য করে নিজের শটগান থেকে গুলি করে নমান মিয়াঁ। ব্রজেন্দ্রকে উপজিলা হেলথ কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ঘটনার সময় একই ঘরে বসেছিলেন নমান মিয়াঁ ও ব্রজেন্দ্র। হঠাৎ ব্রজেন্দ্রর উরুতে বন্দুক ঠেকিয়ে নমান বলে 'আমি গুলি করব।' এরপর আচমকা গুলি করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার আগে দুজনের মধ্যে কোনও বাদানুবাদও হয়নি বলে প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেন। ছাত্র নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর । প্রথমে দীপুচন্দ্র দাস, তারপর অমৃত মণ্ডলকে খুন করা হয়। এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট ভারত।

পুতিন ভবনে 'হামলা'য় ক্রুদ্ধ ট্রাম্প, উদ্বিগ্ন মোদি

রুশ অভিযোগ মিথ্যা, বললেন জেলেনস্কি

নয়াদিল্লি, কিভ ও ওয়াশিংটন, ৩০ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নভগোরদের বাসভবনে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ড্রোন হামলার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নাম না করে মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি দু'দেশকেই কূটনৈতিক তৎপরতায় মনোনিবেশ করতে বলেছেন।

মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'রুশ প্রেসিডেন্টের বাসভবন নিশানা হওয়ায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টাই সবচেয়ে বড় উপায়। আমরা উভয় পক্ষকেই এ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে পদক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।' মোদি শুরুতেই জানিয়েছিলেন, এটা যুদ্ধের যুগ নয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের পদক্ষেপে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। ট্রাম্প বলেছেন, 'এটা ঠিক হয়নি। (পুতিনের থেকে) শোনার পর খুব রেগে গিয়েছি।' ড্রোন হামলার অভিযোগ নস্যাৎ করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, 'রাশিয়া যেমন 'মিথ্যা' বলে, এটা ঠিক তাই।' পুতিনের বাসভবন আক্রান্ত হওয়ার কথা সোমবার জানান রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। তিনি জানিয়েছেন, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে নভগোরদ অঞ্চলে পুতিনের

এটা ঠিক হয়নি। (পুতিনের থেকে) শোনার পর খুব রেগে গিয়েছি।
ডোনাল্ড ট্রাম্প

রুশ প্রেসিডেন্টের বাসভবন নিশানা হওয়ায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টাই সবচেয়ে বড় উপায়। আমরা উভয় পক্ষকেই এ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে পদক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।
নরেন্দ্র মোদি

বাসভবন লক্ষ্য করে ৯১টি দূরপাল্লার ড্রোন ছুড়েছিল ইউক্রেন। রাশিয়া আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে প্রত্যেকটি ড্রোন ধ্বংস করে। কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সেইসময় পুতিন বাসভবনে ছিলেন কি না, লাভরভ তা স্পষ্ট করেননি। লাভরভ গোটা ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'এরকম বেপরোয়া কাজ জঙ্গি তৎপরতার শামিল। রাশিয়া এর কড়া জবাব দেবে। হামলার কারণে কিভ-মস্কো শান্তি আলোচনায় রাশিয়া তার অবস্থা পরিবর্তন করবে। আমরা কড়া প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি।'

আক্ষেপ ট্রাম্পের : বিশ্বশান্তির জন্য প্রাণপাত করছেন, অথচ তাঁর অবদান কারও যেন চোখেই পড়ছে না।

ফের আক্ষেপের সুর ট্রাম্পের গলায়। ফ্লোরিডায় ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধে রাশ টানার কৃতিত্ব তাঁর। তিনিই বুঝিয়েসুঝিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যুযুধান দুই পড়শিকে। ট্রাম্পের ক্ষোভ, তাঁর হস্তক্ষেপে ওই অঞ্চলে শান্তি ফিরে এলেও কেউ তাঁকে এর জন্য যথাযথ সম্মান দেয়নি। ট্রাম্পের কথায়, 'একা হাতে ভারত-পাক যুদ্ধ থামালাম। অথচ একজনও কি স্বীকার করল? নাঃ!' মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তাঁর সময়েই আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যেও শান্তির পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

আত্মঘাতী আইআইটি পড়ুয়া

কানপুর, ৩০ ডিসেম্বর : আইআইটি কানপুরের হস্টেল থেকে উদ্ধার হল এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। সোমবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত পড়ুয়া জয় সিং মীনা (২৬) রাজস্থানের আজমেরের বাসিন্দা। তিনি বিটেক চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মীনার রুমমেট শীতের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন। ঘরে একাই ছিলেন মীনা। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পর দরজা না খোলায় পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে সিলিংয়ের রডে কম্বলে ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করে। সুইসাইড নোটে মীনা লিখে গিয়েছেন, 'সরি এভরিওয়ান।' দেহের পাশ থেকে মিলেছে একটি রক্তমাখা ছুরি। পুলিশের সন্দেহ, প্রথমে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন মীনা। কিন্তু সফল না হওয়ায় গলায় দড়ি দেন। প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যা করেছেন ওই তরুণ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রাহুল মামাকে টপকে আগে বাগদান ভাগ্নের

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : শাস্ত্রে যা-ই লেখা থাক, বাস্তবে সব সময় 'নরানাং মাতুলক্রমঃ' হয় না! মামা রাহুল গান্ধি যখন চিরকুমার ব্রত পালনে অবিচল, তখন ভাগ্নে রাইহান ভদরা একদম উলটো পথে হেঁটে সেরে ফেললেন জীবনের বড় ইনিংসের প্রথম ধাপ। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘদিনের প্রেমিকা আভিভা বেগের সঙ্গে আংটি বদল করলেন প্রিয়াংকা-পুত্র।

রাজস্থানের রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যানের কোলে এক বিলাসবহুল রিসর্টে বসেছিল বাগদানের ঘরোয়া আসর। সাত বছর ধরে আভিভার সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়া চলছিল রাইহানের।

আভিভা দিল্লির মেয়ে, পেশায় ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং ফুটবলার। রাইহান নিজেও একজন দক্ষ আলোকচিত্রী। লেন্সের কারসাজিতে দু'জনের মন কবে যে ফ্রেমবন্দি হয়ে গিয়েছিল, তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি কাকপক্ষী। সম্প্রতি আভিভা ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করতেই সেই প্রেমের 'এক্সপোজার' সবার সামনে চলে

এক ফ্রেমে রাইহান ও আভিভা.

আসে।

দিল্লির এলিট সার্কেলে কানাঘুষো, আভিভার মা নন্দিতা বেগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকার। দিল্লির কংগ্রেস সদর দপ্তর 'ইন্দিরা ভবন'-এর সাজসজ্জার ভারও ছিল নন্দিতার হাতেই। ফলে দুই পরিবারের মৈত্রী যে ছাদনাতলা পর্যন্ত গড়াবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

এদিকে মঙ্গলবার আনন্দের খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পর চুপ করে বসে থাকেননি নেটিজেনরা। তাঁরা সরস টিপ্পনীর তির শানিয়েছেন রাহুলের দিকে। কেউ লিখেছেন, 'এটা কী হল! মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলার মামাকে টপকে গোল করে বেরিয়ে গেলেন সেদিনের ছোকরা ভাগ্নে!'

কেউ লিখেছেন, 'মামা কি আজীবন থেকে যাবেন বিয়ের আসরে স্রেফ অতিথি হয়েই!' কারও মন্তব্যে আবার সহাস্য চটুলতা, 'ভাগ্নের অনুপ্রেরণায় ধ্যানভঙ্গ হবে কি মামার? তিনি কি উঠবেন এবার বিয়ের পিঁড়িতে!'

ফের যুদ্ধ হতে পারে ভারত-পাকিস্তানের

ওয়াশিংটন, ৩০ ডিসেম্বর : দ্বিতীয় দফার অপারেশন সিঁদুর কি আসন্ন? নতুন বছরে তেমনই অশনিসংকেত দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে। ২০২৬ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন করে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হওয়ার প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করেছে অন্য কেউ নয়, মার্কিন প্রভাবশালী থিংকট্যাংক 'কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস' (সিএফআর)। তাদের বার্ষিক সমীক্ষা 'প্রিভেন্টিভ প্রায়োরিটিজ সার্ভে ২০২৬'-এ দক্ষিণ এশিয়ার এই অস্থিরতাকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মার্কিন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, কাশ্মীর সীমান্তে বাড়তে থাকা সন্ত্রাসবাদ এবং তার প্রত্যুত্তরে ভারতের কঠোর অবস্থান দুই পড়শি দেশের মধ্যে বড় সংঘাতের পথ প্রশস্ত করছে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫-এর মে মাসে দুই দেশের মধ্যে 'মিনি ওয়ার' বা স্বল্পকালীন যুদ্ধের রেশ এখনও কাটেনি। সিএফআর-এর মতে, সেই তিক্ততা থেকেই ২০২৬ সালে ফের সীমান্ত সংঘর্ষ বা নিয়ন্ত্রণরেখায় বড় আকারের সামরিক সংঘাত হতে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তান শুধু ভারতের সঙ্গেই

দাবি মার্কিন রিপোর্টে

নয়, আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসনের সঙ্গেও সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে।

আন্তঃসীমান্ত জঙ্গি হামলা এবং ডুরান্ড লাইন সংক্রান্ত বিবাদ এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ওয়াশিংটনের ওই থিংকট্যাংকের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা কমানোর কথা বললেও দক্ষিণ এশিয়ার এই পুরোনো সংঘাত নতুন করে দানা বাঁধলে তা আমেরিকার কৌশলগত স্বার্থে বড় আঘাত হানতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে এই সম্ভাব্য লড়াই বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

বাংলাভাষী হেনস্তায় মোদির দরবারে অধীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে শ্রম দিতে গিয়ে কি কেবল 'বাংলা বলা'ই এখন অপরাধ? ওড়িশা থেকে উত্তরপ্রদেশ— বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর লাগাতার নিগ্রহের অভিযোগে এবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছে গেলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। গত সপ্তাহে ওড়িশার সম্বলপুরে মুর্শিদাবাদের যুবক জুয়েলকে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে পিটিয়ে মারার নৃশংস ঘটনাকে হাতিয়ার করে মোদির হস্তক্ষেপ দাবি করলেন এই কংগ্রেস নেতা।

রাজনৈতিক মহলের মতে, অধীরের এই পদক্ষেপ কেবল মানবিক নয়, বরং গভীর কৌশলী। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন বিজেপি 'অনুপ্রবেশ' ইস্যুতে সুর চড়াচ্ছে, তখন অধীর উলটো চাপে ফেললেন কেন্দ্রকে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেওয়া চিঠিতে তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, "ভাষার ভিত্তিতে প্রশাসনের একাংশ ভারতীয় নাগরিকদেরই বাংলাদেশি দেগে দিয়ে অমানবিক আচরণ করছে।"

তথ্য বলছে, দেশের প্রায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের বড় অংশই বাংলার। ওড়িশা ছাড়াও রাজস্থান ও অসমে সাম্প্রতিককালে বাংলাভাষীদের ওপর হামলার হার বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ।

অধীরের আশঙ্কা, এই বিদ্বেষের আঁচ সীমান্ত জেলা ও মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। মোদি-অধীর এই ১৫ মিনিটের সাক্ষাৎ কি ভিনরাজ্যে শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে, নাকি 'অনুপ্রবেশ' আর 'নিগ্রহ'—এই দুই মেরুকরণের লড়াই আরও তপ্ত হবে, সেটাই এখন দেখার।

মুনিরের মেয়ের বিয়ে সেনাসদরে

ইসলামাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর : পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের মেয়ের বিয়ে হল রাওয়ালপিন্ডির সেনাসদরে। সামরিক প্রতাপ ও আভিজাত্যের মেলবন্ধন দেখা গেল। সেনাসদর কড়া নিরাপত্তা, কিন্তু সানাইয়ের সুর বুঝিয়ে দিল বিয়ের বাসর এখানেই। পাত্র মুনিরের ভাইপো আবদুল রেহমান। তিনি পাক সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে রয়েছেন। বিয়েতে আমন্ত্রিতরা হলেন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, উপপ্রধানমন্ত্রী ইশক দার, আইএসআই-র প্রধান ও অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা। মুনিরের বার্তা, পাক রাজনীতিতে পারিবারিক ও সামরিক শক্তি এখন একই বৃন্তে দুটি কুসুম। ২৬ ডিসেম্বরের বিয়ের ঘটনা গোপন রাখা হয়েছিল। কোনও ছবিও তুলতে দেওয়া হয়নি।

ব্যর্থ কলকাতা, সফল ভারত

১৪ বছর পর কলকাতায় পা রাখলেন লিওনেল মেসি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রথমবার। ভারত সফরে আর্জেন্টিনার মহাতারকার সঙ্গী সতীর্থ রডরিগো ডি পল এবং লুইস সুয়ারেজ। ফলে সমর্থকদের মধ্যে ছিল বাড়তি উৎসাহ। কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসিকে ঘিরে নেতা-মন্ত্রী তথা ভিআইপিদের অবাঞ্ছিত ভিড়ে তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। যার জেরে তড়িঘড়ি স্টেডিয়াম ছাড়েন মেসি। চড়া দামের টিকিট কেটেও যুবভারতীর গ্যালারি থেকে মেসিকে দেখতে না পেয়ে উত্তেজিত সমর্থকরা গ্যালারিতে ভাঙচুর চালিয়ে, মাঠে ঢুকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। চূড়ান্ত লজ্জায় পড়তে হল কলকাতাকে। মেসির সঙ্গে কলকাতা ছাড়ার আগে গ্রেপ্তার করা হয় সফরের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে। এরপর হায়দরাবাদ, মুম্বই এবং নয়াদিল্লিতে অবশ্য মেসির অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে কেটেছে। মুম্বইয়ে মেসির হাতে নিজের বিশ্বকাপ জয়ের জার্সি তুলে দেন শচীন তেন্ডুলকার। ক্রিকেট ভগবানকে আর্জেন্টাইন মহাতারকা পালটা উপহার দেন বিশ্বকাপের স্মারক ফুটবল। নয়াদিল্লিতে বাইচুং ভুটিয়া সাক্ষাৎ সারেন মেসি-সুয়ারেজদের সঙ্গে। আইসিসি সভাপতি জয় শা ভারতীয় দলের জার্সি, টি২০ বিশ্বকাপের টিকিট তুলে দেন বিশ্বজয়ীর হাতে। সফরের শেষ দিনে মেসিরা হাজির হলেন অনন্ত আম্বানির জামনগরের বনতারায়। তবে স্পনসরের অভাবে আইএসএল-আই লিগ আয়োজন নিয়ে যেখানে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেখানে ১০০ কোটিরও বেশি খরচ করে মেসি-সুয়ারেজদের ভারত সফর কতটা ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে কাজে লাগবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ফুটবলার সহ ক্রীড়াপ্রেমীরা।

রিচার নামে স্টেডিয়াম

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পারেননি। ঝুলন গোস্বামী পারেননি। পূর্বসূরিদের আক্ষেপ মিটিয়ে প্রথম বাঙালি (সিনিয়ারদের) হিসেবে বিশ্বজয়ের নজির গড়েন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। তাঁর কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে শিলিগুড়িতে এসে মুখ্যমন্ত্রী রিচার নামে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ঘোষণা করেন। ফাইনালে রিচা ২৪ বলে ৩৪ রানের ইনিংসে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এরপর ঘরের মেয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন শিলিগুড়িবাসী। সুভাষপল্লিতে রিচাদের বাড়ির সামনে সকাল থেকে ভিড় জমিয়েছিলেন ভক্তরা। তাঁদের অভিবাদন কুড়োতে কুড়োতে হুডখোলা গাড়িতে বাড়ি পৌঁছান রিচা।

প্রথমবার বিশ্বজয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের

নাদিনে ডি ক্লার্কের ক্যাচ হরমনপ্রীত কাউরের হাতে জমা পড়তেই ভারতীয় দলের ঝুলিতে ধরা দিল অধরা বিশ্বকাপের খেতাব। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারাল ভারত। ইতিহাসের সাক্ষী থাকল নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম। তৈরি হল একের পর এক আবেগী মুহূর্তের কোলাজ। হরমনপ্রীত পা ছুঁয়ে ধন্যবাদ জানালেন কোচ অমল মুজুমদারকে। রিচা ঘোষদের সঙ্গে বিশ্বজয়ের উৎসবে শামিল হলেন চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া প্রতীকা রাওয়াল। তাঁর বদলে সুযোগ পাওয়া শেফালি ভার্মা ব্যাট হাতে ৮৭ রানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ২ উইকেট তুলে ফাইনালের সেরা হন। ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজদের হাতে বিশ্বকাপ তুলে দিয়ে পূর্বসূরিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান হরমন-স্মৃতিরা।

আরসিবি-র প্রথম আইপিএল খেতাব

'ই সালা কাপ নামদে' (এই বছর কাপ আমাদের)- বহু প্রতীক্ষিত এই লাইন অবশেষে বলার সুযোগ পেলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সমর্থকরা। দীর্ঘ ১৮ বছর পর আইপিএল ট্রফি ঘরে তুললেন বিরাট কোহলিরা। ফাইনালে তাঁরা ৬ রানে হারালেন পাঞ্জাব কিংসকে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ২ উইকেট তুলে ফাইনালের সেরা হলেন ক্রুণাল পান্ডিয়া। স্লগ ওভারে জিতেশ শর্মার ১০ বলে ২৪ গড়ে দিল পার্থক্য। জয়ের আনন্দে মাঠের মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন কোহলি। পরে ট্রফি জয়ের স্বাদ তিনি ভাগ করে নেন প্রাক্তন আরসিবি তারকা এবি ডিভিলিয়ার্স ও ক্রিস গেইলের সঙ্গে। তবে ট্রফি জয়ের বিজয়োৎসব পালন করতে গিয়ে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হন ১১ জন।

ইউরোপ সেরা পিএসজি

প্যারিস সাঁ জাঁ তাদের ক্লাবের ৫৪ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল ২০২৫ সালে। ২০১১ সালে কাতার সরকারের কাতারি স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টস সংস্থা মালিকানা নেওয়ার পর জলাটান ইব্রাহিমোভিচ, ডেভিড বেকহ্যাম, নেইমার জুনিয়ার, কিলিয়ান এমবাপে, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, লিওনেল মেসি, সের্জিও র‍্যামোসের মতো তারকাদের নিয়ে দল গড়েও ইউরোপের সর্বোচ্চ খেতাব অধরা ছিল পিএসজি-র। তবে ২০২৩ সালে লুইস এনরিকে কোচ হয়ে এসে দলের তারকা সংস্কৃতি বদলে আস্থা রাখেন তারুণ্যের জোয়ারে। দ্বিতীয় মরশুমেই হাতেগরম ফল পাওয়া যায়। ১৯ বছরের দেজিরে দুয়ে জোড়া গোলের সঙ্গে একটি অ্যাসিস্ট করে ফাইনালের সেরা হন।

ব্যালন ডি'অর ডেম্বেলের

কেরিয়ারে প্রথমবার ব্যালন ডি'অর জিতলেন প্যারিস সাঁ জাঁ-র তারকা ওসমানে ডেম্বেলে। ক্লাব সতীর্থ ভিতিনহা ও বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামালকে টপকে তিনি এই পুরস্কার জেতেন। ২০২৪-'২৫ মরশুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৭টি গোলের সঙ্গে ১৫টি অ্যাসিস্ট রয়েছে এই ফরাসি উইঙ্গারের। পিএসজি-র প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ডেম্বেলে। লুইস এনরিকের হাতে পড়েই নিজেকে বদলে ফেলেন তিনি।

রোকোর প্রত্যাবর্তন

৯ মার্চ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল। কাট টু ১৯ অক্টোবর পারথে ভারত-অস্ট্রেলিয়া একদিনের ম্যাচ। ২২৪ দিন পর টিম ইন্ডিয়ার নীল জার্সিতে মাঠে নামল রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি জুটি। মাঝে দুইজনই অবসর ঘোষণা করেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে। এমনকি ওডিআই নেতৃত্বে রোহিতকে সরিয়ে শুভমান গিলকে নিয়ে আসেন নির্বাচকরা। যা জল্পনা বাড়ায় একদিনের ক্রিকেট থেকেও রোকো-র অবসরের গল্পে। প্রথম ওডিআই-তে রান পাননি দুই তারকাই। দ্বিতীয় ওডিআই-তে রোহিত অর্ধশতরান করলেও বিরাট ফিরে যান শূন্য রানে। দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ হাতছাড়া করে ভারত। তবে শেষ ম্যাচে সমর্থকরা দেখা পেলেন চেনা রোকো ম্যাজিকের। অপরাজিত ১৬৮ রানের জুটিতে ভারতকে জয় এনে দেন রোকো। সিরিজের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন রোহিত। পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে জোড়া শতরান ও একটি অর্ধশতরানে যে পুরস্কার যায় বিরাটের ঝুলিতে।

রোকোর অবসর টেস্ট থেকে

পাঁচদিনের মধ্যে জোড়া নক্ষত্র পতন। ৭ ও ১২ মে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন এই প্রজন্মে ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা দুই আইকন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সিরিজে অধিনায়ক রোহিতের খারাপ পারফরমেন্সের জন্য জল্পনা চলছিল, নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যায়ে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তার আগেই ইনস্টাগ্রামে নিজের অবসরের কথা জানান হিটম্যান। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয় চূর্ণ করে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানান বিরাটও। তিনিও শেষ দুই বছর ছন্দে ছিলেন না। ২০১১-২০১৯ সালে বিরাট যেখানে ৫৫ গড়ে রান করেছেন, সেখানে শেষ দুই বছর তাঁর গড় নেমে আসে ৩২.৫৬-এ। রোহিত ৬৭টি টেস্টে ৪০.৫৭ গড়ে ৪৩০১ রান করেছেন। শতরান ১২ এবং দ্বিশতরান ১টি। অন্যদিকে, বিরাট ১২৩ ম্যাচে ৪৬.৮৫ গড়ে ৯২৩০ রান করেছেন। তাঁর শতরানের সংখ্যা ৩০ এবং দ্বিশতরান ৭।

১২ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়

ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ১২ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতল টিম ইন্ডিয়া। ৭৬ রান করে ফাইনালের সেরা হন রোহিত শর্মা। প্রতিযোগিতার আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত সব ম্যাচ খেলে দুবাইয়ে। যার জন্য ভারতীয় দলকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে প্রশ্নের মুখে পড়ে আইসিসি। সেখানকার স্পিন সহায়ক উইকেটে চার স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেলকে খেলিয়ে ভারত বাজিমাত করে।

দিস টাইম ফর আফ্রিকা

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জিতে ২৭ বছরের আইসিসি ট্রফি খরা কাটাল টেম্বা বাভুমার দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে ফাইনালে তারা অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারায়। চতুর্থ ইনিংসে প্রোটিয়াদের সামনে জয়ের লক্ষ্য ছিল ২৮২ রান। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যা নিয়েও আইডেন মার্করামের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে বাভুমার (৬৬) ১৪৭ রানের জুটিতে জয়ের পথ সহজ হয়ে যায়। ১৩৬ রান করে ফাইনালের সেরা হন মার্করাম। কাগিসো রাবাদা দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ৯ উইকেট তুলে প্রোটিয়াদের চোকার্স তকমা ঘোচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হোয়াইটওয়াশ

গৌতম গম্ভীরের আমলে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারার ধারা বজায় রাখল ভারত। গতবছর নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর এই বছরও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ০-২ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারল ভারত। প্রথমে ইডেনে এবং পরে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ায় টেম্বা বাভুমা ব্রিগেড দুরমুশ করে ভারতকে। ২০০০ সালের পর প্রথমবার প্রোটিয়ারা ভারতে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো সিনিয়ারদের টেস্ট অবসরের জন্য অভিযোগের তির ছিল গুরু গম্ভীরের দিকে। এরপর ইডেন গার্ডেন্সের পিচকে খোঁয়াড় বানিয়ে নিজেরাই সামলাতে না পারা, অতিরিক্ত অলরাউন্ডার প্রীতি এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাবে আরও চাপ বাড়ল গৌতম গম্ভীরের। একই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকায় পাকিস্তানেরও পেছনে চলে গেল ভারত।

বছরের সেরা মন্তব্য

ভারত বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেটীয় শত্রুতা নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। আমি এই ব্যাপারে একটাই কথা বলতে চাই। আমার মনে হয়, সাংবাদিকদের ভারত-পাক মহারণ নিয়ে প্রশ্ন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারণ, ভারত বনাম পাকিস্তান এখন আর কোনও লড়াই-ই নয়।
–সূর্যকুমার যাদব,
(২০২৫ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জয়ের পর)

বিতর্কের এশিয়া কাপ

টানা তিন রবিবার মুখোমুখি হল ভারত-পাকিস্তান। ফলাফল একই। গ্রুপ লিগ, সুপার ফোরের পর ফাইনালেও শেষ হাসি হাসল সূর্যকুমার ব্রিগেড। ফাইনালে ২ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে ভারত হারিয়ে দেয় পড়শি দেশকে। সৌজন্যে ফাইনালের সেরা তিলক ভার্মার হিসেব কষা ৫৩ বলে ৬৯ রানের ইনিংস। কঠিন পরিস্থিতিতে ৪ উইকেট তুলে পাকিস্তানকে ১৪৬ রানে বেঁধে রাখতে মুখ্য ভূমিকা নেন কুলদীপ যাদব। গোটা প্রতিযোগিতায় আগুনে ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মা অবশ্য ফাইনালে জ্বলে উঠতে পারেননি। ৩১৪ রান করে প্রতিযোগিতার সেরা অভিষেকই। তবে ক্রিকেটকে ছাপিয়ে এবারের এশিয়া কাপ শিরোনামে থাকল বিতর্কের জন্য। তিন ম্যাচেই পাক দলের সঙ্গে হাত মেলালেন না সূর্যরা। অন্যদিকে, গান সেলিব্রেশন এবং প্লেন ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত দেখিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলেন পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান ও হ্যারিস রউফ। এমনকি ফাইনালে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল প্রধান তথা পাক মন্ত্রী মহসিন নকভির থেকে কাপ নিতে অস্বীকার করেন সূর্যকুমার। শেষপর্যন্ত ট্রফি এবং চ্যাম্পিয়ন দলের মেডেল নিজের সঙ্গে নিয়ে যান নকভি।

ইউরোপিয়ান ফুটবলে শাপমুক্তির বছর

২০২৪-'২৫ বুন্দেশলিগা জয়ের সঙ্গে ট্রফি খরা দূর হল ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেনের। এর আগে ক্লাব ও দেশের জার্সিতে মোট ৬ বার তিনি ফাইনালে পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন। বায়ার্নের হয়ে জার্মান লিগ জিতে আক্ষেপ মিটল ইংরেজ স্ট্রাইকারের। কেনের মতো ২০২৫ সালে ট্রফি খরা কাটল ইউরোপের বেশ কয়েকটি ক্লাবের। টটেনহাম হটস্পার ১৭ বছর পর প্রথম বড় ট্রফি জিতল। ইউরোপা লিগের ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। ক্রিস্টাল প্যালেস তাদের ক্লাবের ১১৯ বছরের ইতিহাসে প্রথম বড় খেতাব জিতল এই বছর। এফএ কাপের ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জয় পায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। এরপর তারা ২০২৫-'২৬ মরশুমের শুরুতে লিভারপুলকে হারিয়ে কমিউনিটি শিল্ডও জেতে। নিউক্যাসল ইউনাইটেড লিগ কাপ জিতে ৭০ বছর পর প্রথম ট্রফির স্বাদ পেল। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারায় লিভারপুলকে। কোপা ইতালিয়া জিতে বোলগনা ১৯৭০ সালের পর প্রথম কোনও ট্রফি জিতল।

তিনদিনে দুই খেতাব ইস্টবেঙ্গলের

তিনদিনের মধ্যে দুইবার কলকাতা লিগের খেতাব জিতল ইস্টবেঙ্গল এফসি। ২০২৪ সালের লিগ সেরার ঘোষণা আটকে ছিল আইনি জটিলতায়। ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে বাধা নেই। সেইমতো আইএফএ আনুষ্ঠানিকভাবে লাল-হলুদ শিবিরকে গতবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে। তার দুইদিন পরে সোমবার, ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফের খেতাব জিতে নেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গারা। যা ইস্টবেঙ্গলের ৪১তম কলকাতা লিগ জয়।

আঁধারে আলোর খোঁজ

৮ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং ক্লাবগুলির সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে গিয়েছে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের। এর অনেক আগেই অগাস্ট মাস থেকে আইএসএল হওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও সংকট কাটেনি। আশঙ্কা থেকে বিভিন্ন সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সন্দেশ ঝিংগান, দেবজিৎ মজুমদারের মতো ফুটবলাররা। চুপ থাকতে পারেননি ভারতীয় ক্লাবে চুক্তি থাকা বিদেশি ফুটবলার ও কোচরাও। তবে বছর শেষে আলোর দেখা মিলেছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ফুটবল ফেডারেশনের গড়া তিন সদস্যের কমিটির সঙ্গে পাঁচ ক্লাবের প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসার পরই শোনা যাচ্ছে ৫ ফ্রেব্রুয়ারি থেকে দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ শুরু হতে পারে।

দ্বিমুকুট বাগানের

আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়ে দেয় বেঙ্গালুরু এফসি-কে। ৪৯ মিনিটে আলবার্তো রডরিগেজের গোলে তারা পিছিয়ে পড়েছিল। ৭১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সেই গোল শোধ করেন জেসন কামিন্স। অতিরিক্ত সময়ের ৬ মিনিটে জয়সূচক গোলটি এনে দেন জেমি ম্যাকলারেন। ৭৮ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নেমে সংযোজিত সময়ের তৃতীয় মিনিটে গোল করেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। এর আগে ওডিশা এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে লিগ-শিল্ড জয় করে মোহনবাগান। পরপর দুই বছর তারা লিগ-শিল্ড পেল।

টেনিসে শুরু সিনকারাজ যুগ

বছরের চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামই গেল স্পেনের কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া-ইতালির জানিক সিনারের দখলে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে শুরুটা করেছিলেন সিনার। আলকারাজ ইউএস ওপেন জিতে শেষ করলেন মরশুম। মাঝের ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডন জেতেন যথাক্রমে আলকারাজ ও সিনার। অন্যদিকে, ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বপ্ন এবারও অপূর্ণ থাকল নোভাক জকোভিচের। ৩৮ বছরের সার্বিয়ান এই বছর প্রতিটি মেজরের শেষ চারে পৌঁছালেও একটিতেও ফাইনালে উঠতে পারেননি। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেনিসে শুরু হল সিনকারাজ যুগের। এমনকি জোকারও স্বীকার করে নেন, সিনকারাজই এখন টেনিসের সেরা দুই।

যাঁদের হারালাম আমরা

ভারতী ঘোষ
(টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও কোচ)

দিয়োগো জোটা
(লিভারপুর ও পর্তুগাল জাতীয় দলের ফুটবলার)

বব সিম্পসন
(অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার ও কোচ)

দিলীপ দোশি
(ভারতীয় ক্রিকেটার)

ভেস পেজ
(হকি খেলোয়াড়)

রবিন স্মিথ
(ক্রিকেটার)

ডিকি বার্ড
(আম্পায়ার)

ফৌজা সিং
(ম্যারাথন রানার)

সংকলন : সোয়েব আজম ও শুভময় সান্যাল

ছোট্ট তারা

শ্রিঞ্জিনী ঘোষ হোলি চাইল্ড স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। আন্তঃযোগ সেন্টারের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

একদিকে উষ্ণতার খোঁজে আগুনের সামনে, অন্যদিকে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই শীতের শপিং। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে বাণীব্রত চক্রবর্তী ও মানসী দেব সরকারের ক্যামেরায়।

হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় ও ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে জবুথবু চার শহর

‘হাতগুলো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে’

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩০ ডিসেম্বর : ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকা জলকণায় ভিজে যাচ্ছে সোয়েটার, জ্যাকেট। ভিজে গিয়েছে রাস্তার উপরিভাগও। মঙ্গলবার শীতের সকালে দিনবাজারের এমনই এক ভেজা রাস্তায় বাইকের চাকা পিছলে পড়ে গেলেন এক ব্যক্তি। আশপাশের দোকানের ব্যবসায়ীরা ছুটে এসে টেনে তুললেন বাইকচালককে। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বাইকচালকের উক্তি, ‘হাতগুলো যেন ঠান্ডায় অসাড় হয়ে গিয়েছে। বুঝতেই পারলাম না কীভাবে পড়ে গেলাম। রক্ষা, কোথাও চোট লাগেনি।’

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও হাড়কাঁপানো শীত অনুভব হল জলপাইগুড়ি জেলার চার শহরে। এদিনও রোদের দেখা মিলল না। সর্বত্রই মেঘলা আকাশ, সেইসঙ্গে কনকনে হাওয়ায় অসহ্য করে তুলছিল জনজীবন।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৮ ডিগ্রি কম, সেকারণে শীত বেশি অনুভূত হয়েছে বলে দাবি আবহবিদদের।

কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ি শহরে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। যার প্রভাব এসে পড়েছে সরাসরি জনজীবনে। বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বছর শেষে প্রায় সব স্কুলেই এখন ছুটির মেজাজ। দিনেরবেলা বাজারহাটে যতটুকু ভিড় দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যা নামতেই শীতের কারণে রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ছে।

এদিন সকালে দিনবাজার ঘুরে দেখা গেল, গ্রাম থেকে আসা অধিকাংশ সবজি বিক্রেতাই নেই। শীতের প্রভাব রয়েছে ময়নাগুড়ি, মালবাজার এবং ধূপগুড়ি শহরেও। ময়নাগুড়িতে সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। রোদের দেখা নেই। রাস্তায় ভিড় কেবল গরম পোশাক এবং চায়ের দোকানে।

এদিন বাজার ফাঁকাই ছিল। রাস্তাতেও লোক কম। বাধ্য হয়ে দুপুরের পর বাড়ি ফিরে এলাম।
– বিপুল চক্রবর্তী *টোটোচালক*

শীতের হাওয়া

- জলপাইগুড়ি জেলার চার শহরেই মঙ্গলবার সারাদিন রোদের দেখা মেলেনি
- সঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়েছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি
- দুপুরের পর থেকে রাস্তাঘাট থেকে বাজার, জনশূন্য হয়ে পড়ে
- লোকজনকে দেখা গেল শুধু গরম পোশাক এবং চায়ের দোকানে
- কম্বলের বিক্রি বেড়েছে বলে জানালেন ধূপগুড়ির ব্যবসায়ী

ময়নাগুড়ির শীতবস্ত্র ব্যবসায়ী পরেশ দাসের কথায়, ‘বাজার ফাঁকা থাকলেও এদিন ভালো বিক্রি হয়েছে।’

শহরের রাস্তাঘাট এবং হাটবাজার ফাঁকা বললেই চলে। এখানে আবার দুপুরের পরই শুনসান হয়ে গিয়েছে রাস্তাঘাট এবং বাজার।

টোটোচালক বিপুল চক্রবর্তী বলেন, ‘এদিন বাজার ফাঁকাই ছিল। রাস্তাতেও লোক কম। বাধ্য হয়ে দুপুরের পর বাড়ি ফিরে এলাম।’

সকাল ১১টার পরেও ধূপগুড়ি বাজার কার্যত ফাঁকা।

কাপড় ব্যবসায়ী সুশান্ত বসাকের কথায়, ‘শীত বাড়তেই কম্বলের বিক্রি বেড়েছে। তাছাড়া অন্যান্য বিক্রি নেই বললেই চলে। আর দু’দিন থেকে বাজারে ক্রেতাও আসছে না।’

একই পরিস্থিতি মাল শহরেও। সকালে কনকনে ঠান্ডার মাঝেই দিন শুরু হয়। দিন গড়ালেও রোদের দেখা মেলেনি। সেইসঙ্গে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি কাঁপিয়ে দিল শহরবাসীকে।

তথ্য সহায়তা : বাণীব্রত চক্রবর্তী, সুশান্ত ঘোষ, শুভাশিস বসাক, সৌরভ দেব

নিউ ইয়ার প্ল্যান

ইতিমধ্যে ক্রিসমাস কার্নিভালের হাত ধরে উৎসবমুখর শহর জলপাইগুড়ি। রাত পোহালেই নতুন বছর। কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে বন্ধুদের ঠেক– সর্বত্র বর্ষবরণের পাশাপাশি নতুন বছরের প্রথম দিনটা আনন্দ-উৎসবের মধ্যে দিয়ে কাটানোর প্রস্তুতি চলছে। কেউ কেউ ‘নিউ ইয়ার’ রেজোলিউশনের কথাও জানালেন। কী পরিকল্পনা নতুন প্রজন্মের? শুনলেন **অনীক চৌধুরী**।

নিজের জন্য সময় বের করা

স্টুডিওতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ রয়েছে। সেগুলো সেরে বন্ধুদের সঙ্গে একটু ট্রেড ফেয়ার যাওয়ার প্ল্যান করেছি। সেখানেই কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি আর খাওয়াদাওয়া সেরে সোজা বাড়ি। সেখানেও আরও কিছু বন্ধুর সঙ্গে পিকনিক করব বলে ঠিক করেছি। বছরের প্রথম দিনে একটু পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই নতুন বছরে আমার রেজোলিউশন, নিজের জন্য সময় বের করা, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা এবং নিজের স্বপ্নগুলো পূরণ করা।

পূজা চৌধুরী *মেকআপ আর্টিস্ট*

পিকনিক মাস্ট

থার্টি ফার্স্ট রাতে পিকনিক ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না। তাই বর এবং ওর বন্ধুরা এবং পরিবারের সকলে মিলে পিকনিক করব। বছরের প্রথম দিনটাও সকলে একসঙ্গে কাটাব। জানি না, সেদিন ঘুরতে যাওয়া হবে কি না, কিন্তু ভীষণ মজা করে কাটাব দিনটা। বিয়ের পর থেকে প্রতিটা বছরের শেষ ও শুরুটা এভাবেই কাটে। আর রেজোলিউশন নিই না। কারণ ওগুলো নামেই নেওয়া, কাজের কাজ কিছু হয় না।

সুস্মিতা দে সরকার *গৃহকর্ত্রী ও বেসরকারি ব্যাংককর্মী*

টার্গেট পূরণের ইচ্ছে

এবছর জীবনের জন্য একটা টার্গেট ঠিক করব। যেভাবেই হোক টার্গেটটা পূরণ করব। প্রতি বছরই আমি কিছু না কিছু ঠিক করে থাকি। কিন্তু পূরণ হয় না কিছুই। আর এই দু’দিনের পরিকল্পনা বলতে রাতে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করেই কাটাব। পরের দিন ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান রয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে। তবে এবছর সরকারি চাকরির পরীক্ষা ক্র্যাক করতে পারলে তার থেকে ভালো কিছুই হতে পারে না।

নিতাই দাস, *বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া*

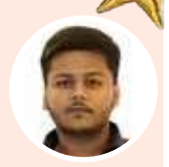

কিছু সংকল্প

নতুন বছর আমাদের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ২০২৬ সালের জন্য আমি কিছু সংকল্প করেছি। এরমধ্যে রয়েছে পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া। তাছাড়া পড়াশোনার পাশাপাশি প্রত্যেকটা ফেস্টিভাল দারুণভাবে এনজয় করা দ্বিতীয় গোল। সেইসঙ্গে যা শীত পড়েছে, তাতে বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে পিকনিক, খাওয়াদাওয়া তো রয়েইছে। এইসব মিলেই নতুন বছরের রেজোলিউশন।

স্নেহাশিস চৌধুরী *প্রথম বর্ষ, উত্তরায়ণ আইন মহাবিদ্যালয়*

স্ত্রী-পরিবারকে সময় দেব

শেষ হতে যাওয়া এই বছরটা আমাকে অনেক স্মৃতি উপহার দিয়েছে। আশা করি, নতুন বছরও আমাদের সবাইকে মানুষ হিসেবে আরও স্বাবলম্বী করে তুলবে। ভালো-খারাপের মধ্যে দিয়ে একটা বছর পার হয়। আশা করি যেন সবার ভালো দিনের মধ্যে দিয়ে কাটে। এই বছরটা শেষ হবে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করেই। আর নতুন বছরে স্ত্রী-পরিবারকে সময় দিয়েই কাটবে, যাতে সারাবছর একসঙ্গে থাকতে পারি।

শুভদীপ রায় *বেসরকারি সংস্থার কর্মী*

পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটাব

বছরের শেষ দিন মানেই নতুন বছরের জন্য একরাশ উন্মাদনা। অনেক সুযোগ আর অনেক প্ল্যানিং। বছরের শেষ রাতে পিকনিক আর ঘুম থেকে উঠেই পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে পড়া। বিকেলে এসে বন্ধুদের সঙ্গে ফের পিকনিকের প্ল্যান। এভাবেই সারাদিন ঘোরাঘুরি, পিকনিক করে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কাটাব বলে ঠিক করেছি।

শেখর রজক *দ্বিতীয় সিমেস্টার, আনন্দ চন্দ্র কলেজ*

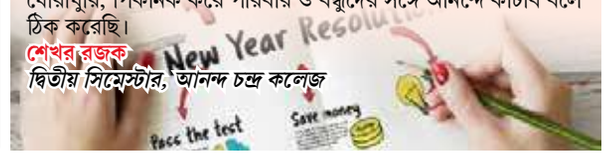

সম্মেলন

জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার পেনশনার সমিতির ১৪তম জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হল। পেনশনারদের পেনশনপ্রাপ্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা, ওষুধের দাম কমানো সহ নতুন কর্মী নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার হন বক্তারা।

জন্মদিন পালন

জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : প্রতিবছরের মতো এই বছরও ৩০ ডিসেম্বর জন্মদিন পালন হল ‘অনুভব’হোমের মেয়েদের। কেক কেটে, নাচগানে জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে আনন্দের আবহ তৈরি হয় হোম চত্বরে। এদিন হোমে থাকা নাবালিকাদেরই নয়, তরুণীদেরও জন্মদিন পালিত হয়। অনুভব হোমের কোঅর্ডিনেটর দীপশ্রী রায় বলেন, ‘এদিনটি ওদের জন্য। ওঁরা নিজে হাতে বানানো পরিবেশবান্ধব পেন, ক্যালেন্ডার সহ গাছ অতিথিদের দেয়। আমরা চেষ্টা করি ওদের বাড়ির মতো পরিবেশ দিতে।’

মহানাম যজ্ঞ

জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : সরকারপাড়া এলাকায় চারদিনব্যাপী তারকব্রহ্ম অষ্টপ্রহর মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু হল। সোমবার, এলাকার মহিলাদের কলসযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় নামসংকীর্তন। এরপর বুধ ও বৃহস্পতিবার অষ্টকালীন নামসংকীর্তন, দধিমঙ্গল, মহন্ত বিদায় ও প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান চলবে।

টুকরো খবর

অভিযান

মালবাজার, ৩০ ডিসেম্বর : মোটরবাইকের স্টান্টবাজি এবং বিকট শব্দের সাইলেন্সারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মালবাজার শহরের বাসিন্দারা। জোরকদমে শুরু হয়েছে ধরপাকড়। এই বিষয়ে মাল থানার ট্রাফিক ওসি হেমেশ্বর পাল বলেন, ‘পথ নিরাপত্তা নিয়ে নাগরিকদের সচেতন করার পাশাপাশি যে কোনও বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার অভিযান চালাব।’

বস্ত্র বিতরণ

মালবাজার, ৩০ ডিসেম্বর : পথেঘাটে থাকা দুঃস্থ ও ভবঘুরে মানুষদের পাশে দাঁড়াল মাতৃ সংঘ জনকল্যাণ আশ্রম। সোমবার রাতে তারা সমগ্র মাল শহর ঘুরে ৫০ জন অসহায় ভবঘুরের হাতে কম্বল ও অন্যান্য শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

ছয়শো চারা লাগানোর উদ্যোগ

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : ‘উইমেন ফর ট্রিস’ প্রকল্পে প্রায় ৬০০টি চারাগাছ লাগানো হবে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি পুরসভার ব্যবস্থাপনায় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ক্লাব রোড থেকে কিং সাহেব ঘাট এবং পোস্ট অফিস মোড় থেকে গন্ডার মোড় পর্যন্ত গাছগুলি লাগানো হবে। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবার প্রতীকী চারাগাছ লাগিয়ে এই প্রকল্প শুরু করেন।

এই গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৬২ জন মহিলাকে। এছাড়াও পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমা পচনশীল বর্জ্য দিয়ে তৈরি জৈব সারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। গাছগুলি লাগানোর জন্য পুরসভার আর্থমুভার দিয়ে মাটি খোড়া হবে। চেয়ারম্যান এবিষয়ে জানান, প্রকল্প শুরু হওয়ার আগেই যাতে বরাদ্দ টাকা খরচ না হয় তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণচূড়ার চারা রোপণ করে প্রকল্পের সূচনা। ক্লাব রোডে।

শহরের মোট ৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই সবুজায়ন কর্মসূচি হবে। আপাতত তিনটি জায়গায় নারকেল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া সহ বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানো হচ্ছে। আগামী ৬ মাসে ক্লাব রোড থেকে কিং সাহেবের ঘাট পর্যন্ত রাস্তার দু’ধারে ৩২৫টি গাছ লাগানো হবে। গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পোস্ট অফিস মোড় থেকে গন্ডার মোড় পর্যন্ত রাস্তায় ২৯৫টি গাছ লাগানো এবং এই এলাকার গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চারটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩০ জন মহিলাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রায় ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে পুরসভার কোনও এক আধিকারিক বা কর্মী গিয়ে গাছের পরিচর্যা করা হচ্ছে কি না, তা দেখবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত এই মহিলারা গাছ পরিচর্যায় তাঁদের আয়ব্যয়ের হিসেব জানাবেন আর্বান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউডিএমএ) দপ্তরকে। সেখান থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে তাঁদের জন্য টাকা পাঠানো হবে। প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুরসভা।

ধূপগুড়িতে বর্ষবরণের প্রস্তুতি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : নাগাড়ে চূড়ান্ত শীত পড়লেও নতুন বছরকে উষ্ণ কায়দায় স্বাগত জানাতে আলো, আতশবাজি, খানাপিনার আয়োজনে খামতি নেই একটুও। ধূপগুড়ি শহরের দুই প্রান্তে দুই বড় আকারের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ইতিউতি পিকনিক থেকে খানাপিনার সঙ্গে জম্পেশ বর্ষবরণ পার্টির আয়োজন চলছে জোরকদমে।

শহরের সবথেকে বড় আয়োজন হতে চলেছে স্থানীয় ডাকবাংলো ময়দানে। ক্রিয়েটিভ গ্রুপ নামে এক সংগঠনের উদ্যোগে এবছর ২১তম কার্নিভাল আয়োজিত হবে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে। অসম সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংগীতশিল্পীদের অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত হয়েছে ঢাউস মাপের মঞ্চ এবং র‍্যাম্প। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে থাকছে বিভিন্ন বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। রাত বারোটায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে থাকছে আতশবাজির ব্যাপক রোশনাই।

ধূপগুড়ির ডাকবাংলোয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে।

ওই সংগঠনের সম্পাদক অরিন্দম সিংহ রায় বলেন, ‘হাজার হাজার মানুষের জমায়েতের কথা ভেবে এবার নিরাপত্তারক্ষী এবং সিসিটিভি বসানোর মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে মোটর সাইকেল, গাড়ি প্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করা হয়েছে। আশা করছি এবারে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ কার্নিভালে শামিল হয়ে নতুন বছরকে বরণ করবেন।’

শহরের আরেক প্রান্তে বৈরাতিগুড়ি ময়দানে এবারে ১৩তম বর্ষে নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন আয়োজন করছে ধূপগুড়ি গ্ল্যাডিয়েটর্স। সংগঠনের তরফে এবারেও রক ব্যান্ডের আনুষ্ঠানে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে আলোয় সাজানো হয়েছে গোটা চত্বর। আয়োজকদের তরফে কৌশিক রায় বলেন, ‘উঠতি প্রজন্মের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সি মানুষ আমাদের আয়োজনে শামিল হন এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানান। আশা করছি এবারেও ময়দানজুড়ে মানুষের মেলা বসবে।’

যাঁরা ভিড়ে শামিল হবেন তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা শুধু খানাপিনা এবং ছোট পরিসরে একান্তভাবে বর্ষবরণ চান তাঁদের জন্য আয়োজন হয়েছে বিভিন্ন রেস্তোরাঁ থেকে বার ও পাবে। এমনই এক রেস্তোরাঁর কর্ণধার সায়ন দত্তর কথায়, ‘বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে দুই থেকে দশজন পর্যন্ত টেবিল বুক নিচ্ছি আমরা। সাড়াও মিলছে প্রচুর। ভেজ এবং নন-ভেজ দুই রকমের মেনুই থাকছে। কেউ কেক চাইলে তাও রাখছি আমরা।’

সবমিলে শহরে বর্ষবরণের প্রস্তুতি একেবারে চূড়ান্ত। অপেক্ষা শুধু কয়েক ঘণ্টার। তারপর শুরু হবে অনুষ্ঠান যা চলতি বছর পেরিয়ে নতুন বছরে পৌঁছে থামবে।

উৎসবহীন মালবাজার

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৩০ ডিসেম্বর : একসময় শীত এলেই মালবাজার শহর যেন উৎসবের রূপ নিত। পুষ্প প্রদর্শনী, ঝলমলে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, ডুয়ার্স বইমেলা- সব মিলিয়ে শহরের প্রতিটি মোড়ে ছড়িয়ে থাকত আনন্দ আর উচ্ছ্বাস। মঞ্চ ছিল, সুর ছিল, মানুষের ভিড় ছিল। কিন্তু আজ সেই ছবি পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। শীত এসেছে, অথচ শহরজুড়ে শুধুই নিস্তব্ধতা। শহরবাসীর আক্ষেপ, ‘সেইসব সোনালি দিন কোথায় গেল?’

বাচিকশিল্পী সুকান্ত দাসের কথায়, ‘উদ্যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। সাংস্কৃতিক ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। এতে নতুন প্রজন্মকে আর কীভাবে টানা যাবে?’

আজ যখন আশপাশের শহরে খাদ্য উৎসব, বইমেলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে, তখন মালবাজার যেন ছন্দ হারিয়েছে। যে শহরে একসময় কলকাতা, মুম্বই থেকে শিল্পীরা এসে মঞ্চ মাতাতেন, যে মঞ্চে বাংলা ব্যান্ডের সুরে দর্শক নেচে উঠতেন, সেইসব মঞ্চ আজ অন্ধকারে ঢাকা। সৎকার সমিতি, কলোনি যুবকবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে যে সাংস্কৃতিক পরিসর একসময় মুখর ছিল, আজ তা অনেকটাই বিবর্ণ।

সৎকার সমিতির সম্পাদক সুপ্রতিম সরকারের কথায়, ‘শহরে বড় ইন্ডোর স্টেডিয়াম নেই। বড় মঞ্চ করতে খরচ আকাশছোঁয়া। তার ওপর অনুমতির জটিলতা। সব মিলিয়ে বড় অনুষ্ঠান করা এখন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ তাছাড়া এলাকার ব্যবসায়িক অবস্থা অতটা ভালো নয়। ফলে পুঁজি লাগিয়ে পুঁজি তোলাটা কষ্টকর বলে মত আরেক উদ্যোক্তা ধর্ম দাসের। তাছাড়া মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠের সেই ডুয়ার্স বইমেলাও স্মৃতির পাতায় বন্দি। বইপ্রেমীরা আজ হতাশ, আর সেই হতাশা সংস্কৃতি মহলেও স্পষ্ট। আবৃত্তিকার মীনাক্ষী ঘোষের কথায়, ‘একসময় শহরেই অনুষ্ঠান করার মতো মাঠ ছিল। এখন সেগুলো ব্যক্তিগত হয়ে গিয়েছে। নিয়মকানুনের বেড়াজালে অনুষ্ঠান আটকে যায়, শিল্পীদের আনা কঠিন হয়ে পড়ে। এত খরচের কারণে স্পনসররাও পিছিয়ে যাচ্ছে।’ আক্ষেপ শোনা গেল নবপ্রজন্মের শিল্পীদের গলাতেও। তাঁদের মধ্যে শুভম নন্দীর বক্তব্য, ‘আগে নিয়মিত সংগীতানুষ্ঠান, আর্ট এগজিবিশন হত। হঠাৎ করে কোনও এক অজানা কারণে এখন সবই বন্ধ।’

> একসময় শহরেই অনুষ্ঠান করার মতো মাঠ ছিল। এখন সেগুলো ব্যক্তিগত হয়ে গিয়েছে। নিয়মকানুনের বেড়াজালে অনুষ্ঠান আটকে যায়, শিল্পীদের আনা কঠিন হয়ে পড়ে। এত খরচের কারণে স্পনসররাও পিছিয়ে যাচ্ছে।
> **মীনাক্ষী ঘোষ**
> আবৃত্তিকার

মালবাজার শহরের শীত আজ আর উৎসবের রংয়ে রাঙে না। তার বদলে জমেছে মনখারাপের ধুলো। তবুও অপেক্ষায় শহরবাসী যদিও আবার কোনও শীতে ফিরে আসে সেইসব সোনালি দিন।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
- পিআরবিসি

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০

বি.মিশ্রা এন্ড কোম্পানি
বেঙ্গলটারি মোড়, জলপাইগুড়ি
এক্সক্লুসিভ ডিলার:
টাটা শক্তি করোগেটেড টিন
টাটা ডুরাশাইন কালার টিন
টাটা স্ট্রাকচুরা এমএস পাইপ
ফোন- 9832044425
8172097952

ভোটের আগেই শান্তিচুক্তির দাবি

দিল্লিতে কেন্দ্রের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক জীবনের

নবনীতা মণ্ডল ও পূর্ণেন্দু সরকার

নয়াদিল্লি ও জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই ফের রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল কেএলও। দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর ফের স্বমহিমায় কেএলও প্রধান জীবন সিংহ। কেন্দ্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্তমানে তিনি দিল্লিতে রয়েছেন। সেখানেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে কেএলও নেতৃত্বের দু'দিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা চলছে। মঙ্গলবার টেলিফোনে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জীবন সিংহ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, পৃথক কামতাপুর রাজ্য বা গ্রেটার কোচবিহারের দাবি থেকে তাঁরা একচুলও সরেননি। তাঁর কথায়, 'উই আর ফাইটিং টু রিগেইন আওয়ার গ্রেটার কোচবিহার।' অর্থাৎ হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে তাঁরা অবিচল।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে জীবন সিংহের এই দিল্লি সফর এবং কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই বৈঠক প্রসঙ্গে জীবন বলেন, 'গতকাল এবং আজ আমাদের সঙ্গে সরকারের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। এর আগে সাতবার আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনার বিষয়গুলিকে এদিন পর্যালোচনা করা হয়েছে। আমাদের মূল তিনটি দাবি, পৃথক রাজ্য, কামতাপুরি-রাজবংশী ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি (অষ্টম তফশিল) এবং কোচ-রাজবংশী জনজাতিকে তপশিলি উপজাতি (এসটি) ভুক্ত করা। সরকারের তরফে অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। আমাদের দাবির প্রতি সরকারের সহানুভূতি রয়েছে।'

বৈঠকে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন আইবি-র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্তন অধিকর্তা তথা মধ্যস্থতাকারী একে মিশ্র। এছাড়াও আইবি-র জয়েন্ট ডিরেক্টর এবং অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর পদমর্যাদার প্রাক্তন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, জীবন সিংহের নেতৃত্বে নয়জনের একটি প্রতিনিধিদল এই বৈঠকে অংশ নেয়। জীবন ছাড়াও সেই দলে ছিলেন কেএলও-র সহ সভাপতি ডিকে, কেজেসি প্রেসিডেন্ট তপতী রায় মল্লিক, কামতাপুর সুরক্ষা সমিতির প্রেসিডেন্ট ডাঃ অনুপম রায়, উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট দেবকুমার সইকিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র বর্মন, নীলাম্বর রাজবংশী, ধনঞ্জয় বর্মন এবং মাধব মণ্ডল।

দিল্লিতে বৈঠকের পর জীবন সিংহ। মঙ্গলবার।

দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের সঙ্গে কেএলও-র শান্তি আলোচনা চলছে। কিন্তু সমাধানসূত্র এখনও অধরা। তবে কি ভোটের আগে কোনও 'পিস একর্ড' বা শান্তি চুক্তি হতে চলেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে জীবন সিংহ বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট বলতে পারি না। তবে আলোচনা যে লাইনে এগোচ্ছে, তাতে আমরা আশার আলো দেখছি। শান্তি আলোচনা যাতে সত্যিই শান্তি চুক্তিতে পরিণত হয়, তার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। আমরা অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছি। শহিদদের বিনিময়ে আজ সরকারের সঙ্গে আমাদের একটা সেতু তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের জাতির জন্য একটা বড় প্রাপ্তি।'

উত্তরবঙ্গের হাড়হিম করা ঠান্ডার মতোই রাজনৈতিক পরিস্থিতিও কিছুটা থমকে ছিল। কিন্তু জীবনের এই সাক্ষাৎকারের পর তা যে ফের উত্তপ্ত হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। রাজ্যের শাসকদল বারবার অভিযোগ করে এসেছে যে, ভোটের আগে বিজেপি উত্তরবঙ্গকে অশান্ত করতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দেয়। জীবনের গলায় কেন্দ্রের প্রশংসা এবং 'পজিটিভ আলোচনা'র তত্ত্ব সেই জল্পনাকেই কি আরও উসকে দিল? যদিও জীবন সরাসরি রাজনীতির কথা বলেননি, তবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা থামবেন না। তিনি বলেন, 'সরকার আমাদের কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। আমরা এখন একটা ভালো জায়গায় পৌঁছেছি।'

দিল্লির এই বৈঠকে যে শুধুমাত্র পুরোনো আলোচনার পর্যালোচনা হয়েছে তা নয়, বরং আগামীদিনের রূপরেখা নিয়েও কথা হয়েছে বলে দাবি কেএলও নেতৃত্বের। এখন দেখার, বিধানসভা ভোটের আগে এই আলোচনা কোনদিকে মোড় নেয় এবং উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে তার কী প্রভাব পড়ে।

আজ ডেলিভারি রাইডারদের ধর্মঘট

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের রাতে বাড়িতে বসে আরাম করে পছন্দের খাবারের স্বাদ নেওয়ার পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন, বছর শেষের দিন তাঁদের মন খারাপ হতে পারে। কেন-না, দেশের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে শিলিগুড়ির গিগ ওয়ার্কাররাও বুধবার ধর্মঘটে শামিল হচ্ছেন। ১০ মিনিটে ডেলিভারি বন্ধের পাশাপাশি ডেলিভারি প্রতি ন্যূনতম পেআউট, কাজের নিরাপত্তার দাবিকে সামনে রেখে এই ধর্মঘট। ফলে অনলাইনে খাবার অর্ডার করে তা পাওয়া যাবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। মিললেও, তা সময়ে পাওয়া যাবে, তেমন নিশ্চয়তাও নেই।

দিন অথবা রাত, অনলাইনে অর্ডার করে খাবার খাওয়ার লোকের সংখ্যা এখন কম নয়। কলেজ পড়ুয়া থেকে বেসরকারি সংস্থার কর্মী, এমনকি গৃহবধূরাও এখন অনলাইন ব্যবস্থায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাতে বুধবার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ডেলিভারি রাইডার বা গিগ ওয়ার্কারদের ধর্মঘট। ফলে অনেকেই যে সমস্যায় পড়বেন, তা নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই। যেমন কলেজ পড়ুয়া শ্রেয়সী পাল বললেন, 'বড়দিনের মতো বর্ষবরণে বন্ধুরা ঘরে বসে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তা আর হচ্ছে না।' অনলাইন ব্যবস্থা বন্ধ থাকলে কোথায় খাবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না কুশল মহন্ত। গিগ ওয়ার্কাররা কেন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে ধর্মঘট ডাকলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবে দাবি আদায়ে এমন

দিনই প্রয়োজন বলে সাফ জানাচ্ছেন গিগ ওয়ার্কারদের অনেকে। তাঁদের বক্তব্য, গাড়ি হোক বা সাইকেল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইনসেন্টিভের তাগিদে খাবার পৌঁছাতে হয়। কিন্তু কোম্পানির থেকে তাঁরা তেমন সুযোগসুবিধা পান না। তাঁদের ব্যবহার করে মুনাফা লুটছে কোম্পানিগুলি। পরিবর্তে প্রতিবাদ করলে মেলে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি।

ভিনরাজ্যে থাকায় সমস্যা

প্রথম পাতার পর

তিনিও বিকল্প উপায় জানতে এসেছিলেন বিডিও অফিসে। তিনিও বললেন, 'অনলাইনে যখন এত কিছু হচ্ছে তবে শুনানিটাও অনলাইনে করার ব্যবস্থা করুক নির্বাচন কমিশন। নয়তো আমাদের ভোগান্তি বাড়ছে।' পশ্চিম ডামডিমের দুই বাসিন্দা রতন ওরাওঁ ও অজয় ওরাওঁ শুনানির নোটিশ পেয়েছেন। তাঁরাও এদিন এসেছিলেন মাল বিডিও অফিসে। তাঁদের কাছেও তেমন কোনও নথিপত্র নেই। রতন বলেন, 'মা-বাবার যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁদের ডেথ সার্টিফিকেট নেওয়া হয়নি। আমার জন্ম এখানেই। মাঝে পড়াশোনা ছেড়ে বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলাম। পরিবার ও জন্মসূত্রে ভারতীয় হয়েও এখন কাগজপত্র খুঁজতে ভোগান্তি হচ্ছে আমাদের। গ্রামের প্রচুর মানুষের এই সমস্যা।'

মাল এসডিও অফিসের শুনানিকেন্দ্রেও একই ছবি। কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জিতনি মাহালিকে দেখা গেল ভোটারদের অভাব-অভিযোগ শুনতে। তৃণমূলের টাউন সভাপতি পুলিন গোলদারের দাবি, 'আমরা বৈধ ভোটারদের পক্ষে সওয়াল করেছি। যাঁরা বাইরে আছেন তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করুক কমিশন। সেইসঙ্গে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য শুনানি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে করার দাবি জানানো হয়েছিল।' পুলিনের অভিযোগ, 'বিজেপির দেখানো পথে চলছে নির্বাচন কমিশন।' বিজেপির জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন স্বনিয়ন্ত্রিত, স্বাধীন একটি সংস্থা। তাদের কাজ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।' জেলার এক নির্বাচনি আধিকারিক জানান, নীতি নির্ধারণের বিষয়টি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে তৈরি হয়। তারা যেমন আদেশ দিচ্ছে সেভাবেই কাজ চলছে।

খোঁজ অভিষেকের

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলায় চা বাগান বিজেপির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলার কোনও চা বাগানেই তাদের পঞ্চায়েত নেই। এই অবস্থায় চা বাগান মহল্লায় বিজেপিকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আর ঠিক এই জায়গাটিকেই তৃণমূল আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। নিজেদের শক্ত ভিতকে আরও মজবুত করতে এবার চা বাগানের শ্রমিকদের টার্গেট করে অভিষেক আলিপুরদুয়ারে আসছেন। ৩ জানুয়ারি কুমারগ্রামের জয়ন্তী চা বাগানে তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

সামনেই বিধানসভা ভোট। তরাই-ডুয়ার্স মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্যের শাসকদল সেভাবে ফায়দা তুলতে পারেনি। তরাইয়ের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়ার সঙ্গে ডুয়ার্সের চা বলয়ের নাগরাকাটা, মাদারিহাট, ধূপগুড়ি, কালচিনির মতো আসনগুলিতে সেবার বিজেপিই জয়ী হয়েছিল। তবে, পরবর্তীতে ধূপগুড়ি, মাদারিহাটে উপনির্বাচনে তৃণমূল আসন দুটি বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তরাইয়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সেও একাধিক চা বলয়ে তৃণমূল ভোটব্যাংক অনেকটাই বাড়িয়েছে।

২০২১-এর লোকসভা ভোটের পরেই উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে অভিষেক নজর দিয়েছিলেন। তিনি চা বাগানগুলিতে ক্রেশ এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করে সেখানে অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া, প্রতিটি চা বাগানের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন। পাশাপাশি প্রচুর বাগানের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকা সঠিকভাবে জমা পড়ছে না, এই অভিযোগ পেয়ে দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-কে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো আইএনটিটিইউসি উত্তরবঙ্গজুড়ে আন্দোলনও করেছে। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি।

এরই পাশাপাশি তরাই-ডুয়ার্সে বেশ কিছু চা বাগানে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের রাখার জন্য ক্রেশ তৈরি হয়েছে। কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রও হয়েছে। কিন্তু এর বেশিরভাগই এখনও হয় হস্তান্তর হয়নি, নতুবা দায়িত্ব নেওয়ার কেউ না থাকায় পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। সরকারি পরিষেবাগুলি থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। যা নিয়ে শ্রম দপ্তরের ভূমিকাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এরই সঙ্গে গত দুর্গাপুজোর বোনাস নিয়ে নতুন করে শ্রমিক মহলে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। শ্রম দপ্তর ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাসের অ্যাডভাইজারি দিলেও উত্তরবঙ্গের প্রায় ৪০ শতাংশ বাগান এখনও সেই বোনাস মেটায়নি। কোথাও ১০, কোথাও ১২ আবার কোথাও ১৫ শতাংশ মেটানো হয়েছে। আর এই বোনাস দিতে গিয়ে বাগানগুলি শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি আটকে দিয়েছে। শুধু মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বা ফাঁসিদেওয়াতেই নয়, ডুয়ার্সের অন্তত ৮০টির বেশি চা বাগানে শ্রমিকদের তিন-চারটি পাক্ষিক বেতন বকেয়া। গোটা উত্তরবঙ্গে ৩০টির ওপরে বাগান বন্ধ। এই নেই-নেই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনে চা বলয়ে দল কতটা সুবিধা আদায় করতে পারবে সেই প্রশ্ন দলের অন্দরে রয়েছে। এরই মধ্যে অভিষেকের তথ্য তলবের ঘটনা ঘিরে নয়া জল্পনা শুরু হয়েছে। যেভাবে চা বাগান শ্রমিকদের পাওনাগন্ডা নিয়ে খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছেন তাতে দ্রুত রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করবে বলে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব মনে করছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি মোটামুটি ভালো ফল করেছিল। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি অবশ্য তেমন সাফল্য পায়নি। জেলায় ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৬৮টি চা বাগান রয়েছে। এই বাগানগুলি ৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়েছে। চা বাগান অধ্যুষিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির একটিতেও বিজেপি সেবার জিততে পারেনি। গত বিধানসভায় অবশ্য বিজেপি চা বাগানে ভালো ফল করে। কিন্তু পঞ্চায়েতে তৃণমূল একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করে।

জয়বীরপাড়া চা বাগানের ক্রেশ।

অভিষেক জয়ন্তী চা বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেবেন। এ দলের জেলা সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'আমাদের জেলায় চা শ্রমিকের ভোটব্যাংক সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন।' তৃণমূল নেতারা ঘনঘন জয়ন্তী চা বাগানের মাঠ পরিদর্শন করছেন, প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করছেন। অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের সুবাদে চা শ্রমিকরা আরও উপকৃত হবেন বলে দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের বিশ্বাস। অন্যদিকে, তৃণমূল যতই চেষ্টা করুক না কেন চা বলয় তাঁদের সঙ্গেই থাকবে বলে বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাসের দাবি।

অনুপ্রবেশ তাসে মেরুকরণ

প্রথম পাতার পর

অনুপ্রবেশকারীদের শুধু চিহ্নিত করা নয়, তাদের দেশছাড়া করতে বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' যদিও এসআইআর-এ শেষপর্যন্ত কতজন অনুপ্রবেশকারী দেশছাড়া হবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বরং এসআইআর-এ মতুয়া-গড়ের ভোট নিয়ে আতঙ্কিত বিজেপি।

অনেকে মনে করেছিলেন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা মতুয়া নেতা শান্তনু ঠাকুরকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মতুয়াদের নাগরিকত্বের প্রশ্নে সদর্থক বার্তা দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বাস্তবে তা হয়নি। শুধু আগের মতো বলেছেন, 'ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যে শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, তাঁরা ভারতের নাগরিক। এটা বিজেপির প্রতিশ্রুতি। তাঁদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পারবেন না।'

পরে শান্তনু স্বীকার করেন, 'এটা ঠিক যে, এসআইআর-এ বাদ যাওয়া লক্ষ লক্ষ মতুয়ার আতঙ্ক রয়েছে।' বিজেপির এক মতুয়া নেতা বলেন, 'মতুয়ারা ভারতের নাগরিক- এই আশ্বাস বিজেপির থেকে নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মুখ থেকে পাবেন বলে আশা করেছিলেন মতুয়ারা।'

বিজেপিকে ঠেকাতে মমতার মন্দির রাজনীতিতে যে কাজ হবে না বলেও আস্ফালন করেন শা। ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, 'এখন মলম লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে দেখছি। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এখন আর মলমে কাজ হবে না।'

হুমকি মমতার

প্রথম পাতার পর

তাঁর হুঁশিয়ারি, যদি একজন বৈধ নাগরিকের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়, তবে তৃণমূল দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করবে। সাধারণ মানুষকেও স্থানীয় এলাকায় কমিশনের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ করার ডাক দেন তিনি। সেই প্রতিবাদে মহিলাদের আগে রাখার পরামর্শ দেন।

নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এসআইআর-এর প্রথম দফায় প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে এবং আরও ১.৬৭ কোটি ভোটারের তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই নাম বাদের পিছনে বিজেপির আইটি সেল কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এআই দিয়ে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের অফিসাররা কিছু জানতে পারছেন না। কমিশনের এক অফিসার বিজেপির আইটি সেলের নির্দেশে এই নামগুলি বাদ দিয়ে দিচ্ছেন।'

একই দিনে কলকাতায় ছিলেন অমিত শা। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি মমতা ও তাঁর শাসনকে তুলোধোনা করেন। অনুপ্রবেশকারীদের কড়া বার্তার পাশাপাশি এই সমস্যার জন্য মমতাকে দায়ী করেন। বড়জোড়ার সভায় তৃণমূল নেত্রী পালটা বলেন, 'ইউ মাস্ট রিজাইন! দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে আপনি নিরাপত্তা দিতে পারছেন না। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে বাংলার ওপর দোষ চাপাচ্ছেন।'

গত নির্বাচনে 'অব কি বার ২০০ পার' স্লোগান ছিল শা'র। এবার বিজেপি জিতবে ছাড়া কোনও লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেনি। সেজন্য তাঁকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'এখন সেসব কথা ভুলে গিয়েছেন। এবার আপনাকে দেশ থেকেই বার করে দেবে জনতা।' গত ২২ এপ্রিল পহলগামে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু এবং নভেম্বরে দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন করেন, 'কাশ্মীর বা দিল্লিতে যখন হামলা হয়, তখন কি অনুপ্রবেশকারীরা বাংলা থেকে গিয়েছিল? সেখানে নিরাপত্তা দিতে না পারা কি আপনার ব্যর্থতা নয়?'

মমতা জিজ্ঞাসা করেন, 'অনুপ্রবেশকারী কি শুধু বাংলাতেই আছে? তাহলে পহলগাম আর দিল্লিতে হামলা চালাল কারা?' কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মঙ্গলবার বলেন, 'এরকম অপদার্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমি কোনওদিন দেখিনি। পহলগাম, দিল্লিতে হামলার দায় কে নেবে? যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁকেই তো নিতে হবে। ওইসব রাজ্যে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নেই।'

সাদা চাদরে ঢাকল সীমানা

প্রথম পাতার পর

কথা বলবেন কী, মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে পারদ কমে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে সবার দাঁতকপাটি লাগার জোগাড়। পর্যটকদেরও দাঁত কেঁপেছে। কিন্তু প্রাণ নয়। সীমানায় যেতে না পারায় এদিন দার্জিলিংয়ের ক্লাবসাইড রোডের একটি হোটেলে থাকা সোদপুরের জীবন সমাদ্দার রীতিমতো আক্ষেপ করছিলেন, 'কেন যে গেলাম না!'। মঙ্গলবার রাতে টেলিফোনে তিনি বললেন, 'বিকেলের আগেই খবরটা পেয়েছিলাম। কিন্তু ওটা তুষারপাত নয়, ফ্রস্ট বলে হোটেলের অনেকে জানাল। তাই ঠান্ডায় আর হোটেল থেকে বের হয়ে সুখিয়াপোখরি যাইনি। কিন্তু এখন মন ভালো লাগছে না।' তবে তুষারপাত হচ্ছেই বলে পরে যখন অভয়বাণী শুনলেন তখন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

এদিকে, ২ জানুয়ারি পর্যন্ত সান্দাকফু সহ দার্জিলিংয়ে উঁচু এলাকায় তুষারপাতের প্রবল সম্ভাবনায় দার্জিলিং পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীলাভের আশায়। বড়দিন থেকেই দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। তুষারপাতের টানেই যে এই ভিড় তা জানাতে হোটেল ব্যবসায়ীরা ভুলছেন না। ম্যাল সংলগ্ন একটি হোটেলের ম্যানেজার বিক্রম ছেত্রী বললেন, 'এসময় কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তুষারপাতের জন্যই তো পর্যটকরা পাহাড়ে আসেন। ভালোমতো একবার তুষারপাত হলে হোটেলে পর্যটকদের জায়গা দেওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।' তুষারপাত হলে উত্তরবঙ্গের প্রচুর মানুষ দার্জিলিংয়ে পা রাখবেন বলে দার্জিলিংয়ের গাড়িচালক থেকে সংশ্লিষ্ট সবাই আশাবাদী।

উত্তর সিকিমের লাচুংয়ে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হওয়ায় মৌসুমি সরকারের মন খারাপ, 'গ্যাংটকে ভালো রোদ ছিল। এখানেও রোদ রয়েছে বলে শুনেছিলাম। কিন্তু পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগে গিয়েছে। আগামীকাল জিরো পয়েন্টে যাব।' এদিন অবশ্য জিরো পয়েন্টে বেশ ভালো ভিড় ছিল। নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর প্রেক্ষাপটে শ্বেতশুভ্র পাহাড় দেখে কে আর উচ্ছ্বসিত না হয়! মালদার বৈষ্ণবনগরের সুদীপ্ত রায় বললেন, 'বছর শেষে তুষারপাতের সাক্ষী থাকব বলে পরিবার নিয়ে তিনদিনের ছুটি কাটাতে চলে এসেছি। যা দেখলাম, তা কোনও ভাষাতেই বোঝানো যায় না।' প্রাকৃতিক দুর্যোগে দীর্ঘদিন ধরে লাচেনের পাশাপাশি লাচুং বন্ধ ছিল। লাচেনে পর্যটক প্রবেশে এখনও নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, লাচুংয়ে সেই বাধা নেই। তাই তুষারপাতে এখানকার হোটেল ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীলাভের স্বপ্নে বুঁদ। লাচুংয়ের হোটেল ব্যবসায়ী কল্পক দে বললেন, 'প্রকৃতি আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সেই প্রকৃতিই আবার তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের খাদের কিনারা থেকে উদ্ধার করছে। কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণ হবে।'

অন্যদিকে তুষারপাতকে কেন্দ্র করে পাহাড় যখন স্বপ্নে ডুবে, এই ঠান্ডা আর কতদিন বলে করা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সমতল ব্যস্ত। এদিনের তাপমাত্রা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এদিন শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৪.৮ এবং জলপাইগুড়ির ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পৃথিবীর পাঠশালা

জাপানের খরগোশ দ্বীপ

জাপানের ওকুনোশিমা দ্বীপটি একসময় ছিল খুব গোপনীয় জায়গা, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময় বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করা হত। কিন্তু আজ সেই দ্বীপটি পর্যটকদের কাছে স্বর্গরাজ্য, কারণ পুরো দ্বীপটি দখলে নিয়েছে হাজার হাজার তুলতুলে খরগোশ! স্থানীয়রা একে বলেন 'র‍্যাবিট আইল্যান্ড'। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ল্যাবরেটরির খরগোশগুলো ছাড়া পেয়েছিল, নাকি স্কুলের বাচ্চারা ছেড়েছিল—তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু বর্তমানে এখানে মানুষের চেয়ে খরগোশের সংখ্যা অনেক বেশি। দ্বীপে পা দিলেই শত শত খরগোশ আপনার কাছে ছুটে আসবে খাবারের আশায়। এখানে কুকুর-বিড়াল আনা নিষিদ্ধ। একসময়ের মৃত্যুর কারখানার ওপর আজ যে প্রাণের এমন উচ্ছল মেলা বসেছে, তা প্রকৃতির এক সুন্দর প্রতিশোধ।

গোলাপি জলের হ্রদ

জলের রং সাধারণত নীল বা স্বচ্ছ হয়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার 'লেক হিলিয়ার'-এর জল বাবলগামের মতো গোলাপি! ওপর থেকে দেখলে মনে হয় কেউ যেন বিশাল এক বালতি গোলাপি রং ঢেলে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন জলের তলদেশে থাকা তামার খনি হয়তো এর কারণ। কিন্তু পরে জানা যায়, এর নেপথ্যে রয়েছে 'ডুনালিলা স্যালিনা' নামের এক বিশেষ শ্যাওলা এবং হ্যালোব্যাকটিরিয়া। হ্রদের নোনা জলে এরা লালচে-গোলাপি

পিগমেন্ট তৈরি করে, যা সূর্যের আলোয় আরও উজ্জ্বল দেখায়। মজার ব্যাপার হল, এই জল বোতলে ভরলেও তার রং গোলাপিই থাকে। পর্যটকরা এই 'স্ট্রবেরি মিল্কশেক' হ্রদ দেখতে ভিড় জমান, তবে এই জল বিষাক্ত নয়, সাঁতার কাটার জন্য বেশ নিরাপদ।

দু'দুটো পরমাণু বোমা জয়ী

হিরোশিমায় পরমাণু বোমা পড়ার পর বেঁচে ফেরাটাই ছিল অলৌকিক। কিন্তু সুতোমু ইয়াগুচি নামের এক জাপানি ভদ্রলোকের কপাল ছিল আরও অদ্ভুত। তিনি ১৯৪৫ সালের ৬ অগাস্ট কাজের সূত্রে হিরোশিমায় ছিলেন। বোমা পড়ার পর মারাত্মক জখম হয়েও তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় নিজের বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর বাড়ি ছিল—নাগাসাকিতে!
৯ অগাস্ট তিনি যখন নাগাসাকির অফিসে বসে বসকে হিরোশিমার ভয়াবহতার গল্প বলছিলেন, ঠিক তখনই দ্বিতীয় বোমাটি পড়ে নাগাসাকিতে। অবিশ্বাস্যভাবে তিনি আবারও বেঁচে যান। ইতিহাসের পাতায় তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সরকারিভাবে দুটি পরমাণু হামলার শিকার হয়েও দীর্ঘ জীবন (৯৩ বছর) কাটিয়েছেন। যমরাজ যেন তাঁর কাছে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বর্গাকার মলের রহস্য

জীবজগতে সব প্রাণীর মল সাধারণত গোল বা লম্বাটে হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম অস্ট্রেলিয়ার ওম্ব্যাট। এই নিরীহ প্রাণীটির মল লুডোর ছক্কার মতো একেবারে চারকোনা বা কিউব আকৃতির! দীর্ঘদিন বিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে পাননি। অবশেষে জানা গিয়েছে, ওম্ব্যাটের অন্ত্রের বা নাড়ির অদ্ভুত স্থিতিস্থাপকতার কারণেই এমনটা হয়। কিন্তু কেন? আসলে ওম্ব্যাটরা খুব দৃষ্টিশক্তিহীন হয়, তাই তারা গন্ধ শুঁকে একে অপরের এলাকা চিনে

নেয়। তারা নিজেদের মল পাথর বা গাছের গুঁড়ির ওপর সাজিয়ে রাখে সীমানা হিসেবে। মল যদি গোল হত তবে তা গড়িয়ে পড়ে যেত। তাই প্রকৃতি তাদের মলকে চারকোনা বানিয়েছে যাতে তা জায়গামতো স্থির থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এমন প্রাকৃতিক নমুনা সত্যিই বিরল।

প্রয়াত খালেদা

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে তাঁর গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজনীতিতে তাঁর বিরোধীরাও ভিন্ন কথা বলতে পারেন না। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তাতে তিনি 'দেশ এক মহান অভিভাবককে হারাল' মন্তব্য করে এই শোকের সময়ে সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলেন।

বাংলাদেশ সরকার বুধবার একদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে এবং বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরকম একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে দেশ-বিদেশের বিশিষ্টদের শোকবার্তা আসা স্বাভাবিক। এসেছেও। এমন শোকের সময়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই পথে হেঁটেছেন। শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে খালেদার অবদান অনেক। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপির অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।'

প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান হুসেন মহম্মদ এরশাদের বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে আরেক প্রয়াত রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদার রাজনৈতিক জীবন শুরু। এরশাদ বিরোধিতায় বেশ কিছুটা সময় শেখ হাসিনা ছিলেন তাঁর অন্যতম সহযোগী। এমনকি, এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দুজনকে একই সময়ে জেল খাটতে হয়েছে।

কিন্তু রাজনৈতিক মত, পথ ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতে দুজনের দুটি পথ দু'দিকে বেঁকে গিয়েছিল। সেই ফাটল ক্রমে চরম শত্রুতায় পরিণত হয়। হাসিনার শাসনে তাই দীর্ঘসময় জেলে বন্দি থাকতে হয়েছে খালেদাকে। তাঁর কট্টর বিরোধী হাসিনা এখন ভারতের আশ্রয়ে আছেন। তাতে ভারতের সৌজন্যে কোনও ঘাটতি পড়েনি। শোকবার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'বিএনপি নেত্রী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।' পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের পাশাপাশি বুধবার খালেদার জানাজায় যোগ দেবেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও। রাষ্ট্রসংঘের বাংলাদেশ কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোর পর মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

'বিভেদ নয়, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস'-র দর্শন মেনে চার দশকেরও বেশি তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি আছেন শোকপ্রকাশের তালিকায়। বুধবার সকালে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খালেদা জিয়ার মরদেহ জাতীয় সংসদ ভবনে আনা হবে।

১৯৮৬ সালে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁকে 'আপসহীন নেত্রী' হিসেবে রাজনৈতিক পরিচিতি এনে দেয়। রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে নানা উত্থানপতন, আন্দোলন, মামলা ও দীর্ঘ কারাবাসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। একইসঙ্গে বহন করতে হয়েছে স্বামী জিয়াউর রহমান ও পুত্র আরাফাতের মৃত্যুশোক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে সেনানিবাসে আটক করে রেখেছিল।

খালেদা জিয়ার জন্ম ১৯৪৫ সালের ১৫ অগাস্ট। ১৯৬০ সালের ৫ অগাস্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তবে তাঁর শাসন নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। বিশেষ করে দুর্নীতি দমন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বিষয়ে।

কত্থক অনুষ্ঠান

আলিপুরদুয়ার, ৩০ ডিসেম্বর : রুদ্রাক্ষ পারফরমিং আর্টস সেন্টারের উদ্যোগে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে 'পরম্পরা ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে একক, দ্বৈত এবং সমবেত কত্থক নৃত্যের আয়োজন করা হয়। ২৯টি নৃত্যে ২৩০ জন শিল্পী অংশ নেন।

'মেয়ে' বিউটি

প্রথম পাতার পর

খালেদার বোনের নাম ছিল ফুল। নয়াবিস্তর বাড়িতে খালেদার মা লিলিকে পড়াতেন ইসকন্দর। গৃহশিক্ষকতার সূত্র থেকেই পরবর্তীতে দুজনের বিয়ে হয়। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সময় ইসকন্দর মা, স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশের রংপুরে চলে যান। পরে দেশ স্বাধীন হলে জলপাইগুড়িতে ফিরে নিজের জমি-বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে যান ইসকন্দর। নয়াবিস্তর সেই বাড়ি এখন অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবারের। ভোলা মণ্ডল বলেন, দিদি সীয়ন ও মা বিজনবালা মণ্ডলের থেকেই শুনেছিলাম খালেদারা কয়েকঘর মুসলিম পরিবার সেই সময় সকলের সঙ্গে মিলেমিশেই থাকতেন। তাঁদের কয়েকজন আত্মীয় এখনও খালেদার বাড়ির জায়গা দেখতে আসেন। সুনীতিবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে শুনেছেন খালেদা জিয়া তাঁর স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের বন্যায় স্কুলের সমস্ত নথি নষ্ট হয়ে যায়। একজন রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য না থাকায় তাঁর স্মরণসভা করার বিষয়ে স্কুল পরিচালন সমিতির সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে একটা যুগের অবসান হল বলে মনে করেন ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, নিজের ওয়ার্ডের কোনও নাগরিক প্রয়াত হলে যেভাবে শোকজ্ঞাপন করে থাকেন খালেদা জিয়ার প্রয়াণেও তিনি শোকতপ্ত।

বোমা ফাটালেন বাঙালি কন্যা

‘নিয়মিত আমাকে মেসেজ করত সূর্য!’

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : ক্রিকেট-বলিউড সংযোগ নতুন নয়। ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রীদের জড়িয়ে বিতর্কও কম নয়। এবার সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে বোমা ফাটালেন বলিউডের বাঙালি কন্যা খুশি মুখোপাধ্যায়। দাবি ভারতের টি২০ দলের অধিনায়ক নিয়মিত তাঁকে মেসেজ পাঠাতেন। এখনও মাঝেমধ্যে কথাবার্তা হয়। তবে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি কখনও তাঁর পছন্দ নয়। অনেক ক্রিকেটার পিছনে পড়ে থাকলেও কখনও এই সবকে পাত্তা দেননি!

স্ত্রী দেবিশা শেট্টিকে নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালায় শ্রী বেঙ্কটেশ্বরা স্বামী মন্দির দর্শনে সূর্যকুমার যাদব।

> আমি কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে ডেটে যেতে চাই না। আমার পিছনে অনেক ক্রিকেটারই পড়েছিল। একসময় সূর্যকুমার যাদব নিয়মিত মেসেজ করত আমাকে। এখন অবশ্য খুব বেশি কথাবার্তা হয় না। আমি যোগাযোগ রাখতে চাই না। চাই না কাউকে আমার সঙ্গে জুড়তে।
> -খুশি মুখোপাধ্যায়

কলকাতার মেয়ে। অভিনয় কেরিয়ারের শুরু দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। কয়েকটা তেলুগু ছবিতে অভিনয় করেছেন। বলিউডে ছোটখাটো কিছু চরিত্রে দেখা গেলেও সেভাবে জনপ্রিয়তা পাননি। বরং অনেক বেশি প্রচার পেয়েছেন বারবার পোশাক-বিতর্কে খবরের শিরোনামে এসে। সূর্যকে নিয়ে সেই খুশি মুখোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক মন্তব্যে নতুন বিতর্কের ইঙ্গিত।

এমটিভির ‘স্পিলটসভিলা’ নামের রিয়েলিটি শোয়ে সূর্যকে জড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বলিউডের এই বাঙালি কন্যে। খুশিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন ক্রিকেটারের সঙ্গে ‘ডেটে’ যেতে চান। যার জবাবে সবাইকে চমকে দেন। দাবি করেন, ‘আমি কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে ডেটে যেতে চাই না। আমার পিছনে অনেক ক্রিকেটারই পড়েছিল। একসময় সূর্যকুমার যাদব নিয়মিত মেসেজ করত আমাকে। এখন অবশ্য খুব বেশি কথাবার্তা হয় না। আমি যোগাযোগ রাখতে চাই না। চাই না কাউকে আমার সঙ্গে জুড়তে।’

খুশির ‘বিতর্কিত’ মন্তব্য নিয়ে অবশ্য এখনও পর্যন্ত সূর্যের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বর্তমানে স্ত্রী দেবিশা শেট্টিকে নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালায় শ্রী বেঙ্কটেশ্বরা স্বামী মন্দির দর্শনে গিয়েছেন। পুজো দিয়েছেন বৈকুণ্ঠ একাদশী উপলক্ষ্যে। সূর্যদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে কটক ম্যাচের আগে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেন সূর্য। আপাতত বিশ্রামে রয়েছেন। তাঁর মাঝে সস্ত্রীক তিরুমালাতে পুজো দেন। মন্দির আধিকারিকরা স্বাগত জানান সূর্যকে। মন্দিরে আগত ভক্তরাও খুশি সূর্যকে পেয়ে। আপাতত চোখ খুশি-বিতর্কে। জল কোনদিকে গড়ায়, সূর্যের প্রতিক্রিয়াই বা কী হয়, সেটাই দেখার।

দিনকয়েকের ব্যবধানে টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা করে দেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

রোকোর টেস্ট অবসর নিয়ে ‘প্রশ্ন’ উথাপ্পার

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। নাকি পুরো ডালই কালো।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির টেস্ট অবসর নিয়ে সেই পুরোনো বিতর্ক ফের উসকে দিলেন রবিন উথাপ্পা। দুই মহাতারকার টেস্ট অবসরের ঘটনাপ্রবাহ মোটেই স্বাভাবিক ছিল না বলে মনে করেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটার। চলতি বছরের গোড়ায় প্রথমে রোহিত, তারপর বিরাট— রাতারাতি টেস্টকে বিদায় জানান।

দুইজনের বিদায়ের নেপথ্যে অনেকেই হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের হাত দেখেছিলেন। অভিযোগ, গম্ভীরের যে ভাবনার শরিক নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারও। দুইজনের তৈরি চাপে পছন্দের লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানান বিরাটরা। পুরোনো বিতর্কে এদিন ঘি ঢাললেন উথাপ্পাও।

প্রাক্তন ওপেনারের মতে, রোহিত-বিরাটের টেস্ট অবসরের পিছনে অনেক কাহিনী রয়েছে। তা একমাত্র রোহিতরাই বলতে পারবেন। তবে যেভাবে দুইজনকে সরে যেতে

‘লাল বলের ক্রিকেটে ফিরুক হার্দিক’

হয়েছে, তা অস্বাভাবিকই লেগেছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে উথাপ্পার মন্তব্য, ‘জানি না, অবসরের জন্য ওদের ওপর চাপ তৈরি করা হয়েছিল কি না? তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, বিরাটদের টেস্ট বিদায় মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। সত্যিটা কী, সেটা সময় হলে ওরাই বলতে পারবে।’

অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সফরে সেভাবে ছন্দে ছিলেন না অধিনায়ক রোহিত। খারাপ ফর্মের কারণে

> অস্ট্রেলিয়ায় যখন রান পাচ্ছিল না রোহিত, ওর উচিত ছিল মাস ছয়েকের জন্য বিশ্রাম নিয়ে ফিটনেসের ওপর কাজ করা। রোহিত রানে ফিরবে, এ নিয়ে কখনও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অথচ, সেপথে হাঁটেনি।
> **রবিন উথাপ্পা**

সিরিজের শেষ টেস্টের প্রথম একাদশ থেকে নিজেই সরে দাঁড়ান। তারপরই বিদায় ঘোষণা। উথাপ্পা যে প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়ায় যখন রান পাচ্ছিল না রোহিত, ওর উচিত ছিল মাস ছয়েকের জন্য বিশ্রাম নিয়ে ফিটনেসের ওপর কাজ করা। রোহিত রানে ফিরবে, এই নিয়ে কখনও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অথচ, সেই পথে হাঁটেনি।’ টেস্টে অকাল বিদায় দুইজনকে তাড়া করছে বলে মনে করেন উথাপ্পা। আপাতত লক্ষ্য ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ ভাবনায় দুইজনের টিকে থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও প্রাক্তন সতীর্থের বিশ্বাস, লক্ষ্যপূরণের তাগিদ ও খিদেটা ভীষণভাবে রয়েছে রোহিত, বিরাটের মধ্যে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই হাত ভরা সাফল্যের পরও দুইজনের চোখে সাফল্যের খিদেটা পরিষ্কার। ব্যাট হাতে ফ্রিজে নামলে যার প্রতিফলন মিলছে ওঁদের ব্যাটিংয়েও।

টেস্ট না খেলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জিও জানিয়ে রাখলেন হার্দিক পান্ডিয়ার কাছে। উথাপ্পার মতে, হার্দিকের অলরাউন্ড দক্ষতা টেস্টে ‘এক্স ফ্যাক্টর’ হয়ে উঠবে। ভারতীয় দলের সাত নম্বরের জন্য একেবারে ‘পারফেক্ট চয়েস’। উথাপ্পার কথায়, ‘হার্দিক পান্ডিয়া যদি টেস্টে ফেরে, সাত নম্বরে খেলে, দলের জন্য দারুণ হবে। আর ক্রিকেটে সবকিছুই ঘটতে পারে। আর হার্দিক নিজে যদি বলে টেস্ট খেলবে, বিসিসিআই কি না বলবে? হার্দিক যদি চায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে, কে না বলবে? হয়তো ওকে ফিটনেস পরীক্ষায় বসতে হতে পারে। আর অলরাউন্ডার হিসেবে ওর ২০ ওভার বল করার প্রয়োজন নেই। প্রতি ইনিংসে ১২-১৫ ওভার যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস, ও পারবে। তবে সিদ্ধান্তটা একান্তভাবে ওর।’

হেরে ফের মেজাজ হারালেন কার্লসেন

দোহা, ৩০ ডিসেম্বর : অর্জুন এরিগাইসির কাছে হেরে আবারও বিতর্কে ম্যাগনাস কার্লসেন। ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের কাছে পরাজিত হয়ে মাথা গরম করে টেবিল চাপড়ালেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু।

অর্জুন এরিগাইসির বিরুদ্ধে হারের পর টেবিল চাপড়ালেন কার্লসেন।

দোহায় বিশ্ব ব্লিৎজ চ্যাম্পিয়নশিপে এরিগাইসির কাছে হেরে যান ম্যাগনাস। তিনি চাল দেওয়ার আগেই সময় ফুরিয়ে যায়। এতেই মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি কার্লসেন। সজোরে টেবিলে আঘাত করেন নরওয়ের তারকা দাবাড়ু। তাঁর এমন আচরণ অবশ্য নতুন নয়। এই বছরের শুরুর দিকে ভারতেরই আরেক গ্র্যান্ডমাস্টার ডোম্মারাজু গুকেশের কাছে হেরে একই কাজ করেছিলেন। সেইবার বোর্ড উলটে দিয়েছিলেন কার্লসেন। এখানেই শেষ নয়, এবারই বিশ্ব ব্লিৎজ চ্যাম্পিয়নশিপে রাশিয়ার ভ্লাদিস্লাভ আর্তেমিয়েভের কাছে হেরে মেজাজ হারিয়েছিলেন তিনি।

কার্লসেনের এমন আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন গ্র্যান্ডমাস্টার লেভন অ্যারোনিয়ন। তিনি বলেছেন, ‘খেলায় এমন আচরণ কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। এমন অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তির নিয়ম রয়েছে।’ আয়োজকদের দাবি, নিজের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন ম্যাগনাস।

এদিকে কালো ঘুঁটি নিয়ে অর্জুনের এই জয় তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা বললেও বোধহয় খুব ভুল হবে না। তবুও ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে। হারের পরও প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কার্লসেনই। ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের মহিলা দাবাড়ু কোনেরু হাম্পিও।

‘চোখ রাখব অভিষেকের দিকে’

সূর্যর হাতে বিশ্বকাপ, বিশ্বাস হরভজনের

দুবাই, ৩০ ডিসেম্বর : মাঝে আর মাস দেড়েক মতো। ৭ ফেব্রুয়ারি টি২০ বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা ভারতের। হরভজন সিংয়ের বিশ্বাস, সুবিধাটা হাতছাড়া করবে না মেন ইন ব্লু। একাধিক দলের কড়া চ্যালেঞ্জ থাকলেও সূর্যকুমার যাদবের হাতেই কাপ দেখছেন। ‘লেজেন্ড ৯০ লিগ’-এর চতুর্থ মরশুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হরভজন এই দাবি করেন।

ফেব্রুয়ারির মেগা ইভেন্ট নিয়ে প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, ‘এবার টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের দারুণ সুযোগ টিম ইন্ডিয়ার সামনে। ভারতীয় দল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ঘরের মাঠে খেলার সুবিধাও পাবে। বাকি দলগুলির তুলনায় যে পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ভারতীয় ক্রিকেটাররা।’

তবে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে অনেক ঘাম ঝরাতে হবে, সেই কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন। হরভজনের কথায়, বিশ্বকাপ মানে প্রবল চাপ। সাফল্য পেতে হলে চাপটা যথাযথভাবে সামলাতে হবে। সতর্ক করছেন অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার থেকেও। বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়া ভালো দল এবং যে কোনও টুর্নামেন্টের অন্যতম মূল দাবিদারও। বর্তমান ফর্মের বিচারে দক্ষিণ আফ্রিকাও কাপ জয়ের দৌড়ে থাকবে। এই মুহূর্তে দুর্দান্ত ক্রিকেটও খেলছে ওরা।’

ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি সেমিফাইনালের দৌড়ে কিছুটা অবাক করে রশিদ খানের আফগানিস্তানকেও রাখছেন হরভজন। প্রাক্তন অফস্পিন তারকার মতে, বিশ্বকাপের আসর যেহেতু উপমহাদেশে, ফলে স্পিনাররা সাফল্যের অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে উঠবেন। রশিদ ব্রিগেডের অন্যতম শক্তিও স্পিন ব্রিগেড। উপমহাদেশীয় পরিবেশে স্পিনের জোরে যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে আফগানিস্তান, দাবি হরভজনের।

২০০৭, ২০২৪-এর পর ২০২৬। তৃতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যপূরণে অভিষেক শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়াকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। ‘টার্বুনেটর’ হরভজনের দাবি, ‘ভারতীয় দলের একঝাঁক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র রয়েছে। তবে আমার চোখ থাকবে অভিষেক শর্মার দিকে। হার্দিক পান্ডিয়া একার হাতে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখে। বেশ কিছুদিন ধরে সূর্যকুমার যাদব রান না পেলেও ওকে অবহেলা করার উপায় নেই। বিশ্বকাপেই হয়তো ভালো সময় ফিরছে সূর্যর।’

হরভজনের মতে, বিশ্বকাপে বাজিমাতে বোলিংই তুরুপের তাস ভারতের। বলেছেন, ‘দুর্দান্ত বোলিং লাইনআপ রয়েছে আমাদের হাতে। (জসপ্রীত) বুমরাহ, অর্শদীপ (সিং) এবং বাকিরাও দুর্দান্ত। আর ম্যাচে ৪-৫ জন তাদের সেরাটা দিতে পারলে ভারতকে আটকানো কঠিন। এদের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া মুশকিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দক্ষতায় ম্যাচ উইনার।’

টি২০ বিশ্বকাপ থেকে শুভমান গিলের বাদ পড়ার মধ্যে ‘নেতিবাচক’ কিছু দেখতে নারাজ। হরভজনের যুক্তি, এর প্রভাব পড়বে না গিলের ওপর। দলে ঢোকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতা রয়েছে। একঝাঁক ক্রিকেটার টিম ইন্ডিয়ার দরজায় কড়া নাড়ছে। আর টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া শুভমানের জন্য সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়। দুর্দান্ত প্লেয়ার। দারুণ টেকনিক। হরভজনের দাবি, আরও শক্তিশালী হয়ে টি২০ দলে ফিরবেন শুভমান।

জয়পুরে এক অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবি গায়ক এপি ধিলন ও শিন্দা বাহলনের সঙ্গে অভিষেক শর্মা।

বিজয় হাজারেতে লজ্জায় আমন

আহমেদাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর : ১০ ওভারে ১২৩ রান!

এটা ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফিতে পুদুচেরির অধিনায়ক আমন খানের বোলিং পারফরমেন্স। সদ্য সমাপ্ত আইপিএল

লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান দেওয়ার নজির

নিলামে যাঁকে ৪০ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।

সোমবার ঝাড়খণ্ড-পুদুচেরি ম্যাচে শুরু থেকেই ঝাড়খণ্ড ব্যাটারদের আক্রমণের শিকার

আমন। শেষ পর্যন্ত ১০ ওভারে ১২৩ রান দিয়ে ১টি উইকেট পান পুদুচেরি অধিনায়ক। এর আগে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান দেওয়ার নজির ছিল অরুণাচলপ্রদেশের বোলার মিবোম মসুর। গত মাসে বিহারের বিরুদ্ধে তিনি ৯ ওভারে ১১৬ রান দিয়েছিলেন। সেই লজ্জাজনক নজির এবার আমন খানের নামের পাশে বসেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঝাড়খণ্ডের দুরন্ত পারফরমেন্সের নেপথ্যে রয়েছেন খোদ মহেন্দ্র সিং ধোনি। অন্তত এমনটাই দাবি করছেন ঝাড়খণ্ড কর্তারা। সেই ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে সিএসকের নয়া সদস্য আমনের এহেন পারফরমেন্স খোদ মাহি দেখেছেন কি না, তা জানা যায়নি।

এদিকে, সিএসকে-র আরেক সদস্য রামকৃষ্ণ ঘোষ কিন্তু বিজয় হাজারেতে নজর কেড়েছেন। তিনি হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলতে নেমে ৪২ রানের বিনিময়ে ৭টি উইকেট দখল করেছেন।

টানা দ্বিতীয় হারে চাপে কোচ সৌরভ

পোর্ট এলিজাবেথ, ৩০ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০-তে টানা দ্বিতীয় হার প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের। প্রতিযোগিতার শুরুতেই চাপে কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রথম ম্যাচে জো’বার্গ সুপার কিংসের পর টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ-এর কাছে ৪৮ রানে হেরে গেল সৌরভের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। টস জিতে সানরাইজার্সকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল প্রিটোরিয়া। কুইন্টন ডি ককের (৪৭ বলে ৭৭) দাপটে ১৮৮ রান করে ইস্টার্ন কেপ। সেখানে প্রিটোরিয়া ২০ ওভার বাইশ গজে টিকে থাকতেই ব্যর্থ। ১৮ ওভারে ১৪০ রানে শেষ হয় সৌরভের দলের দৌড়।

এই হারের পর ছয় দলের মধ্যে প্রিটোরিয়ার অবস্থান পাঁচ নম্বরে। এখনও পয়েন্টের মুখ দেখেনি তারা। ফলে হেড কোচ হিসাবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের শুরুটা একেবারেই ভালো হল না। বুধবার প্রিটোরিয়ার পরের ম্যাচ এমআই কেপটাউনের বিরুদ্ধে। টানা দুই হার তার আগে নিঃসন্দেহে চাপে রাখবে কোচ সৌরভকে।

প্রয়াত সাংবাদিক গৌরীশংকর

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক গৌরীশংকর মিত্র প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। অমৃতবাজার পত্রিকার হয়ে দীর্ঘদিন ক্রীড়া সাংবাদিকতা করেছেন গৌরীশংকর। এছাড়াও কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে কলকাতা ময়দানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিজয়রথ ছোটাতে মরিয়া সামি-মুকেশরা

রাজকোট, ৩০ ডিসেম্বর : তিন ম্যাচে জোড়া জয়।

বিজয় হাজারে ট্রফির শুরুটা হয়েছিল বিদর্ভকে হারিয়ে। সোমবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় তুলে নেয় অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলা। মাঝে হোঁচট বরোদার বিরুদ্ধে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় ডুবেছিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বঙ্গ ব্রিগেড। মঙ্গলবার চতুর্থ ম্যাচ। প্রতিপক্ষ গ্রুপ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা জম্মু ও

আজ প্রতিপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর

কাশ্মীর। ভুলভ্রান্তি সরিয়ে কাশ্মীরের যে গাঁট অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর বাংলা।

ধারাবাহিকতায় মূলত জোর দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দিচ্ছে একঝাঁক দল। কঠিন যে চ্যালেঞ্জে সাফল্য পেতে হলে টিমগেম জরুরি। গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতাও। রাজকোটের সানসারো ক্রিকেট স্টেডিয়ামে

জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বাংলার ভরসা মহম্মদ সামি।

জম্মু ও কাশ্মীরের চ্যালেঞ্জ উতরে যেতে যার ওপর জোর দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

দুই দলই জোড়া জয়ে ৮ পয়েন্টে রয়েছে। তবে নেট রান রেটের হিসেব-নিকেশে বাংলা রয়েছে পাঁচে, জম্মু ও কাশ্মীর দুইয়ে। কাল জয় মানে গ্রুপ তালিকায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নেওয়ার সুযোগ। চণ্ডীগড় ম্যাচে ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়েছে বাংলা। মহম্মদ সামি তিনটি উইকেট নেন। তবে ডেথ ওভারে দুরন্ত বোলিংয়ে জয়ের কারিগর মুকেশ কুমার (৫ উইকেট নেন)।

৩২০ রানের জয়লক্ষ্যে ঝোড়ো সেঞ্চুরি করেন অভিষেক পোড়েল। রান পান শাহবাজ আহমেদ, অনুষ্টুপ মজুমদারও। শাহবাজের অলরাউন্ড দক্ষতা আগামীকালও বাংলার জন্য অন্যতম ভরসার জায়গা। পরস ডোগরার নেতৃত্বাধীন জম্মু ও কাশ্মীর যথেষ্ট ভালো ছন্দেই রয়েছে বিজয় হাজারেতে।

প্রথম দুই ম্যাচে চণ্ডীগড় ও অসমকে হারিয়ে অভিযান শুরু করে তাঁরা। তবে রবিবার শেষ ম্যাচে বিদর্ভের বিরুদ্ধে আটকে যায় জম্মু ও কাশ্মীর। আবদুল সামাদ, মুরুগান অশ্বীন, যুধবীর সিংয়ের মতো পরিচিত মুখ রয়েছে দলে। আগামীকাল অশ্বীন-যুধবীরদের বোলিং এবং সামাদ-পরসদের ব্যাটিং চ্যালেঞ্জ বঙ্গ ব্রিগেড কীভাবে সামলায়, সেটাই দেখার।

নকআউটে উঠল মরক্কো-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাবাত, ৩০ ডিসেম্বর : আফ্রিকা নেশনস কাপের নকআউটে উঠল আয়োজক দেশ মরক্কো। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে মরক্কো ৩-০ গোলে হারিয়েছে জাম্বিয়াকে। জোড়া গোল করেন আয়ুব এল কাবি। অপর গোলটি রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ব্রাহিম দিয়াজের। এই ম্যাচে দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে মাঠে ফেরেন আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলার তথা মরক্কান তারকা আচরাফ হাকিমি।

জাম্বিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে মরক্কো ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে থেকে নকআউটে উঠেছে। গ্রুপের অপর ম্যাচে কোমোরোসের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে মালি। এই নিয়ে গ্রুপের ৩টি ম্যাচে ড্র করেও মালি ৩ পয়েন্ট নিয়ে নকআউটে উঠেছে।

গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে ২০১০ বিশ্বকাপের আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ৩-২ গোলে জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে নকআউটে উঠেছে। গ্রুপের অপর ম্যাচে অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নক আউটে উঠেছে মিশর। এই ম্যাচে অবশ্য লিভারপুলের মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল।

মোহনবাগান রিজার্ভ দলের বিরুদ্ধে গোল করে শিলিগুড়ির করণ রাই।

করণের গোলে প্রস্তুতি ম্যাচে জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার এক প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলা দল ১-০ গোলে মোহনবাগান রিজার্ভ দলকে হারিয়েছে। বাংলার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন শিলিগুড়ির করণ রাই। এই মুহূর্তে সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের ট্রায়ালে ২৬ জন ফুটবলার রয়েছেন। নতুন বছরের শুরুতেই সন্তোষের জন্য হয়তো চূড়ান্ত ২০ জনের দল ঘোষণা করতে পারেন কোচ সঞ্জয় সেন।

বর্তমানে ট্রায়ালে থাকা সদস্যদের মধ্যে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা সমেত ছয়জন ফুটবলার রয়েছে। গতবারের সন্তোষের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার রবি এদিনই বাংলা দলের ট্রায়ালে যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিকি থাপার মতো কলকাতা লিগে নজরকাড়া ফুটবলাররা ট্রায়ালে রয়েছেন। কয়েকদিনের মধ্যে আরও একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে বাংলা দলের।

ইডেনের পিচ ‘সন্তোষজনক’

দুবাই, ৩০ ডিসেম্বর : আইসিসি-র রিপোর্টে উতরে গেল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের পিচ। তিনদিনের কম সময়ে ম্যাচ শেষ হয়। লো স্কোরিং ম্যাচে ভারতকে হারায় টেম্বা বাভুমার দল। উইকেট ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ব্যাটারদের বধ্যভূমির জন্য কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়কে।

যদিও আইসিসি-র রিপোর্টে ‘উত্তীর্ণ’ ইডেনের বাইশ গজ।

ম্যাচ রেফারি প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক রিচি রিচার্ডসন তাঁর রিপোর্টে বাইশ গজকে ‘সন্তোষজনক’ আখ্যা দিয়েছেন। আইসিসি-র তরফে আজ যা ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল মেলবোর্নের পিচকে ‘অসন্তোষজনক’ ক্যাটিগোরিতে রাখা হয়। ঠিক তার আগের ধাপ থেকে উতরে গিয়েছে ইডেন। গুয়াহাটির পিচ অবশ্য প্রশংসা কুড়িয়েছে ম্যাচ রেফারির রিপোর্টে। ‘খুব ভালো’ ক্যাটিগোরিতে রাখা হয়েছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের পিচটিকে।

চিন্তায় রাখছে দ্রুত ওজন কমা

শ্রেয়সের প্রত্যাবর্তনে বিলম্বের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর : শ্রেয়স আইয়ারের প্রত্যাবর্তন ঘিরে নয়া জল্পনা।

১১ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ড সিরিজে ভারতীয় জার্সিতে ফেরার কথা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে তার আগে ৩ ও ৬ জানুয়ারি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুইটি ম্যাচ খেলবেন বলে জানিয়েছিলেন। যদিও শ্রেয়সের বর্তমান ফিটনেস রিপোর্টে ঘিরে নয়া অনিশ্চয়তা। চিন্তা বাড়িয়েছে চোট পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেয়সের দ্রুত ওজন কমা।

এক ধাক্কায় ৬ কেজি ওজন কমেছে শ্রেয়স আইয়ারের।

মেডিকেল টিমের মতে, একধাক্কায় ৬ কেজি মতো ওজন কমেছে। ফলে শারীরিক সক্ষমতা কিছুটা কমেছে। টান পড়েছে পেশিশক্তিতেও। যা ফিরে পেতে বাড়তি সময় লাগবে। এদিন বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার ছাড়পত্র পাওয়ার কথা থাকলেও তা পাননি শ্রেয়স। নিট ফল, নিউজিল্যান্ড সিরিজে ভারতীয় জার্সিতে প্রত্যাবর্তন নিয়ে ধোঁয়াশা।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ফিল্ডিংয়ের সময় তলপেটে চোট পান শ্রেয়স। শরীরের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের ফলে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আপাতত চোট কাটিয়ে নেটে ব্যাটিং শুরু করে দিয়েছেন। রিহ্যাব সারছেন বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই)। চিকিৎসকদের মতে, ওজনের ঘাটতি মিটিয়ে পুরোদস্তুর ফিটনেস ফিরে পেতে আরও সপ্তাহ খানেক লাগবে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবুজ সংকেত (রিটার্ন টু প্লে) পাওয়ার কথা থাকলেও তা পাননি শ্রেয়স। সম্ভবত নিউজিল্যান্ড সিরিজের ঠিক দুইদিন আগে ৯ জানুয়ারি তা পাবেন শ্রেয়স। যার অর্থ, নিউজিল্যান্ড সিরিজে শ্রেয়সের প্রত্যাবর্তন আদৌ ঘটবে কি না, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের এক আধিকারিক বলেছেন, 'শ্রেয়সের ব্যাটিং নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কোনও সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফরে চোটের পর প্রায় ৬ কেজির কাছাকাছি ওজন হারিয়েছে ও। গত কয়েকদিনে সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে উঠলেও শারীরিক সক্ষমতা, পেশিশক্তি পুরোপুরি এখনও আসেনি। ভারতীয় দলের ওডিআই সেট আপে শ্রেয়স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেডিকেল টিম কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ। একশোভাগ নিশ্চিত হয়েই ছাড়পত্র। শ্রেয়সের বর্তমান পরিস্থিতি নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

হরমনপ্রীতের দাপটে হোয়াইটওয়াশ শ্রীলঙ্কা

ভারত-১৭৫/৭ শ্রীলঙ্কা-১৬০/৭

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ ডিসেম্বর : শেফালি ভার্মার দাপটে সিরিজের প্রথম ৪ ম্যাচে খুব বেশি ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি হরমনপ্রীত কাউর। সিরিজের শেষ ম্যাচে দলের টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মধ্যে হরমনপ্রীতের (৪৩ বলে ৬৮) ব্যাটই টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দিয়েছে। যার ওপর দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার ১৫ রানের জয়ের সঙ্গে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করেছে তাঁর দল।

সিরিজে অর্ধশতরানের হ্যাটট্রিকে আইসিসি-র টি২০ র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় ৬ নম্বরে উঠে এসেছেন শেফালি (৫)। কিন্তু এদিন তিনি ল অফ অ্যাভারেজে আটকে যেতেই সেই চাপ সামাল দিতে পারেনি টপ অর্ডার। অবশ্য নিয়মরক্ষার ম্যাচে সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানাকে বিশ্রাম দেওয়াটাও বিপক্ষে গিয়েছে। এদিনই অভিষেক হওয়া গুনালান কমলিনী ১২ রানে আউট হন। হার্লিন দেওল ফিরে যান ১৩ রানে। এই সময়টায় কাবিশা দিলহারি (১১/২) ও চামারি আত্তাপাত্তুদের (২১/২) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের ফাঁস আলগা করতে পারেননি রিচা ঘোষ (৫), দীপ্তি শর্মার (৭) মতো অভিজ্ঞরাও। ৭৭/৫ পরিস্থিতি থেকেই আমনজ্যোৎ কাউরকে (২১) নিয়ে হরমনপ্রীত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁদের ৬১ রানের জুটি ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনে। শেষবেলায় অরুন্ধতী রেড্ডির (১১ বলে অপরাজিত ২৭) ক্যামিওয় ভারত শেষ করে ১৭৫/৭ স্কোরে।

শ্রীলঙ্কা রানতাড়ায় নামার পর দ্বিতীয় ওভারেই তাদের অধিনায়ক চামারিকে (২) তুলে নেন অরুন্ধতী। এরপরই অবশ্য ইমেশা দুলানি (৩৯ বলে ৫০) ও হাসিনি পেরেরা (৪২ বলে ৬৫) খেলা ধরে নেন। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁদের ৭৯ রানের জুটি ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিল। স্মৃতির মতো ভারত এদিন নতুন বলে রেণুকা সিং ঠাকুরের অভাব অনুভব করেছে। সিরিজে তাঁর সুইং বোলিংয়ের সামনে নড়বড়ে দেখানো শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা এদিন অনেকটাই স্বস্তিতে ছিল। যদিও ইমেশা ফিরে যাওয়ার পর দীপ্তি (২৮/১), স্নেহ রানা (৩১/১), বৈষ্ণবী শর্মাদের (৩৩/১) পালটা চাপে শ্রীলঙ্কা ১৬০/৭ স্কোরে আটকে যায়। এদিন ১ উইকেট নেওয়ার সুবাদে দীপ্তির শিকার সংখ্যা দাঁড়াল ১৫২। যা মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক।

অর্ধশতরানের পর অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। তিরুবনন্তপুরমে।

ঘরের মাঠে প্রথম জয় নর্থবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল) ঘরের মাঠ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম জয় পেল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর মঙ্গলবার তারা ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-কে। সংযোজিত সময়ের চতুর্থ মিনিটে অ্যাঙ্গো আব্দু

সামেদ গোল করেন। তবে মেহতাব হোসেনের দলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু ভালো সেভে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন নর্থবেঙ্গলের এদিনের অধিনায়ক তথা গোলরক্ষক রাজা বর্মন। যার স্বীকৃতি হিসেবে শিলিগুড়ির ছেলে রাজাকে ম্যাচের সেরা ঘোষণা করা হয়েছে। ঘরের মাঠে প্রথম জয় পেয়ে খুশি নর্থবেঙ্গলের সহকারী কোচ সুলে মুসা। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ জিতে আমরা খুশি। এই জয়ের জন্য আমরা প্রথম দিন থেকেই অপেক্ষা করছিলাম। আমরা ভালো খেলছিলাম। অসংখ্য সুযোগ তৈরি করেও কাজে লাগাতে না পারায় জয় আসেনি।' এদিন যে তাঁর দল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে নেমেছিল তা মুসার কথা থেকেই জানা গিয়েছে। বলেছেন, 'ম্যাচের আগে ছেলেরা প্রতিজ্ঞা করেছিল আজকের দিনটা আমাদের হবে। আমরা জিতবই। সেটাই তারা করে দেখিয়েছে। আজ হমলোগ বহুত খুশি (হিন্দিতে)।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'বিপক্ষ সুন্দরবন দলে বহু অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছে। সেই তুলনায় আমাদের দলটা তরুণ। তবে অভিজ্ঞতা কম হলেও ছেলেরা লড়াই করতে জানে। প্রতিটা বলের জন্য ওরা ঝাঁপিয়েছে। নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে খেলেছে আজ।' নর্থবেঙ্গল ৬ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে উঠে এসেছে। হেরে গেলেও সমসংখ্যক ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে থাকল সুন্দরবন।

এদিনই বোলপুর স্টেডিয়ামে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে ১-১ গোলে আটকে দিয়েছে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি।

ম্যাচের সেরা শিলিগুড়ির রাজা

হেডারে বল জালে রাখছেন নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের অ্যাঙ্গো আব্দু সামেদ।

ডাক পেলেন না লিভিংস্টোন

প্রাথমিক দলে আর্চার-টাঙ্গ

লন্ডন, ৩০ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড।

ইসিবির ঘোষিত ১৫ জনের স্কোয়াডে নেই লিয়াম লিভিংস্টোন। তাঁকে নিয়ে সদ্য সমাপ্ত আইপিএল নিলামে ঝড় উঠেছিল। শেষপর্যন্ত ১৩ কোটি টাকায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এই ইংরেজ তারকাকে দলে নেয়। এহেন লিভিংস্টোন টি২০ বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে ডাক না পাওয়ায় বিস্মিত ক্রিকেট মহল।

১৫ জনের প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছে পেসার জোফ্রা আর্চারকে। চলতি অ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টে চোট পাওয়ার পর দলের বাইরে রয়েছেন তিনি। অবশ্য বিশ্বকাপে এই ইংরেজ গতিদানবের ওপরেই বাজি ধরছেন ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। এছাড়াও অ্যাসেজে চতুর্থ টেস্ট জয়ের নায়ক জোস টাঙ্গ ও নজরকাড়া জ্যাকব বেথেলকে দলে রাখা হয়েছে।

এদিন বিশ্বকাপের জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণার পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে ইসিবি। অ্যাসেজে নজরকাড়া ব্রাইডন কার্সকে অবশ্য শ্রীলঙ্কা সফরে দলে রাখা হয়েছে।

সিবিলেকে ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছেন কেভিন সিবিলে? জোর জল্পনা ময়দানে। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে অচলাবস্থা অব্যাহত। এখনও অনিশ্চিত দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভবিষ্যত। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি ফুটবলাররা একে একে ক্লাব ছাড়তে শুরু করেছেন। শোনা যাচ্ছে কেভিনও নাকি সেই রকম কিছু ভাবতে শুরু করেছেন। তাঁর কাছে স্পেনের একটি ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে বলেও খবর। গত কয়েক মরশুমের নিরিখে কেভিন ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম সেরা অন্তর্ভুক্তি। রক্ষণে আনোয়ার আলির সঙ্গে তাঁর জুটি ভরসা দিচ্ছে সমর্থকদের। সেই সিবিলে যদি দল ছাড়েন তা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা হবে লাল-হলুদের জন্য।

ক্লাবগুলির সম্মতি চেয়ে চিঠি

আইএসএলের বাজেট তৈরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনের বাজেট তৈরি। ক্লাবগুলির সম্মতি চেয়ে এবার চিঠি পাঠাল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। মঙ্গলবার আইএসএল ক্লাব প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন এআইএফএফের 'হেড অফ কম্পিটিশন' অক্ষয় রোহতাগি। দুইটি শহর মিলিয়ে লিগ আয়োজনের জন্য মোট ৩৫ কোটি টাকা খরচ হবে বলে আলোচনায় উঠে আসে। এই বাজেট পাঠানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে। ক্রীড়ামন্ত্রকের ছাড়পত্র পেলে লিগ শুরুর পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে ফেডারেশন। তবে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি হলে তা থেকে লিগ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় এই অর্থ উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রির বিষয়ে আশাবাদী ফেডারেশনও।

একই সঙ্গে এদিন ক্লাবদের একটি চিঠি পাঠাল এআইএফএফ। যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছে তারা দেশের সর্বোচ্চ লিগে আদৌও খেলতে আগ্রহী কি না। ক্লাবগুলিকে উত্তর দেওয়ার জন্য দিনদুয়েক সময় দেওয়া হচ্ছে। এরপর কতগুলি ক্লাব খেলতে আগ্রহী তা দেখে ম্যাচ সংখ্যা হিসেব করে এএফসির কাছে সেই তথ্য পাঠানো হবে। তারপরই এশিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা জানাবে যে ভারতের সর্বোচ্চ লিগের চ্যাম্পিয়ন দল মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে খেলতে পারবে কি না।

এদিকে, এরই মধ্যে ইস্তফা দিলেন ওড়িশা এফসি-র সিইও রাজ অথওয়াল। সূত্রের খবর, দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার ব্যাপারে নাকি ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছে ওড়িশার ফ্র্যাঞ্চাইজি। দুই শহরে আইএসএল হলে কেরালা ব্লাস্টার্সও সেখানে খেলবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি হাজির থাকলেও লিগের খেলার বিষয় মুখে কুলুপ এঁটেছে দক্ষিণ ভারতের দলটি।

রেকর্ড জয় ইস্টবেঙ্গল প্রমীলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে গোলের বন্যা। সেসা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৯-০ গোলে উড়িয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল ইস্টবেঙ্গল প্রমীলাবাহিনী। সৌম্যা গুগুলোথের হ্যাটট্রিক। একা চার গোল করলেন ফাজিলা ইকওয়াপুট।

লাল-হলুদের গোল-বর্ষণ শুরু ৬ মিনিটে। ম্যাচে প্রথম লক্ষ্যভেদ সৌম্যার। তিনি বাকি দুইটি গোল করেন ৫৪ ও ৮৬ মিনিটে। অন্যদিকে, ২৫ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন ফাজিলা (৯, ২২, ২৪)। তিনি একটি গোল করেন দ্বিতীয়ার্ধে, ৭২ মিনিটে। এছাড়া ১৮ ও ৪০ মিনিটে যথাক্রমে একটি করে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল ও রেস্টি নানজিরি। এদিন গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষকে মাথাতোলার সুযোগটুকুও দেয়নি অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল।

আইডব্লিউএলের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়। গত মরশুমে হোপস এফসির বিপক্ষে লাল-হলুদের ৬-১ গোলে জয়ের রেকর্ড ভেঙে গেল এদিন। শুধু তাই নয়, মহিলাদের ক্লাব ফুটবলে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার এটিই ইস্টবেঙ্গলের সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন স্বদেশ রায়। ছবি : রহিদুল ইসলাম

উত্তরবঙ্গের কোচ শম্ভু

বেলাকোবা, ৩০ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল কোচ হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শম্ভু সাহা। তাঁর কোচিংয়ে পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে নামবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। রাঁচিতে খেলা শুরু ৫ জানুয়ারি।

জয়ী আশুতোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩০ ডিসেম্বর : বিবেকানন্দ ক্লাবের শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র পাসোয়ান ট্রফি ফুটবল জংশনের বিবেকানন্দ খেলার মাঠে শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার আশুতোষ ক্লাব টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে কোচবিহারের হরিণচওড়া জুনিয়ার ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

ম্যাচের সেরা সাগর দাস। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

জয়ী জেডিএস একাদশ

বারবিশা, ৩০ ডিসেম্বর : বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের এমপি রাজ্যসভা টি২০ গোল্ড কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার জেডিএস একাদশ ৪ রানে বিজিএম একাদশকে হারিয়েছে। টসে জিতে জেডিএস ২০ ওভারে ১২৮ রানে সব উইকেট হারায়। গেম চেঞ্জার অলিক দাস ৪৮ রান করেন। এসপি ঠাকুর ১১ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে বিজিএম ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৪ রানে আটকে যায়। রুবেল হোসেন ৩১ রান করেন। ম্যাচের সেরা সাগর দাস ২৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। শনিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে এমটিবি একাদশ এবং জেডিএস একাদশ।

গোরখপুরে তাইকোনডোতে সোনা জিতে নেহা আনাম।

সোনা নেহার

মালবাজার, ৩০ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে আয়োজিত ন্যাশনাল আইটিএফ তাইকোনডো চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৫০ কেজি জুনিয়ার বিভাগে স্পারিং ইভেন্টে সোনা জিতেছে নেহা আনাম। সে মালবাজারের তাইকোনডো মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী। ২৭-২৯ ডিসেম্বর হওয়া এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিল। নেহার সাফল্যে খুশি তাইকোনডো মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক, সহপাঠী ও অভিভাবকরা।

ফাইনালে ফাটাপুকুর ইন্ডিয়ান্স

মেটেলি, ৩০ ডিসেম্বর : মেটেলি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল ফাটাপুকুর ইন্ডিয়ান্স। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে মেটেলি চাজারসকে। মেটেলি উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে প্রথমে চাজারস ১৫.৫ ওভারে ৯৭ রানে অল আউট হয়। জবাবে ইন্ডিয়ান্স ১১.১ ওভারে ৬ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ৪ উইকেট নিয়ে স্বদেশ রায় ম্যাচের সেরা হয়েছেন। গেম চেঞ্জারের পুরস্কার পান অঙ্কিত পোদ্দার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস - কে

30.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 76J 68945 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সবসময় মনে মনে আশা করতাম যে জীবন একদিন আরও ভালোভাবে মোড় নেবে। আজ সেই বিশ্বাস বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এখন আমি এখন কোটিপতি। এই স্বপ্নটা বাস্তব করে দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রাজ্য স্কুল টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন শ্রেয়া, তৃতীয় দেবরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : তামিলনাড়ুর পেরামবালুরে আয়োজিত জাতীয় স্কুল টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ির শ্রেয়া ধর। রাজ্যের হয়ে নেমে শ্রেয়া ফাইনালে ৩-১ গেমে হারিয়েছে মহারাষ্ট্রের স্বরা কর্মকারকে। শিলিগুড়িরই দেবরাজ ভট্টাচার্য অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের সিঙ্গলসে তৃতীয় হয়। স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে মহারাষ্ট্রের কৌস্তভ গিরগোয়ালকারকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় দেবরাজ। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের টিম চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় হওয়া পশ্চিমবঙ্গ দলেও ছিল দেবরাজ। শ্রেয়ার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার কোচ মৃন্ময় চৌধুরী ও মোদি পাবলিক স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক স্বস্তিক সাহা। শ্রেয়া ও দেবরাজকে অভিনন্দন জানিয়েছে শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য এবং সচিব চঞ্চল মজুমদার। মদন বলেছেন, '২ জানুয়ারি ওরা শিলিগুড়ি ফিরবে। সেদিনই ওদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আমরা সকলেই ওদের জন্য গর্বিত।'

ট্রফি ও মেডেল নিয়ে শ্রেয়া ধর ও দেবরাজ ভট্টাচার্য।

সাহিলের শতরান

জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে জলপাইগুড়ি গভর্মেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২৬ রানে হারিয়েছে কিশোর মিলন সংঘকে। টসে জিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৩০ ওভারে ২৪৪ রানে অল আউট হয়। সাহিল ঠাকুর (৫৭ বলে ১০১) এই মরশুমে লিগের প্রথম শতরান করেন। অরিন্দম শীল ১৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে কিশোর ৩০ ওভার ৩ উইকেটে ২১৮ রানে আটকে যায়। শুভঙ্কর বর্মনের অবদান ৬৭ রান।

শতরান করে শাহিল ঠাকুর। -অনীক চৌধুরী